মহামুহূর্তে

উপন্যাস

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দেড়টাকা

১৩৪২

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা

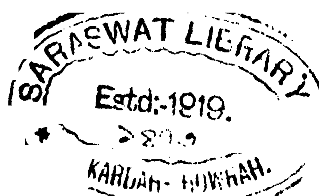
পরম স্নেহভাজন

শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্র সেনকে

এই

‘মহামুহূর্ত্তে’

উৎসর্গ করিলাম



মহামুহূর্ত্তে

"বাবা !"

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত। পল্লী নীরব, নিঝুম। চারিদিকে গাছপালা—ঘন অন্ধকার বাড়ীখানিকে যেন গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। সম্মুখে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে ; পীঁড়ের উপরে মাদুরে বসিয়া ভবদাস ঠাকুর কি একখানি গ্রন্থ লিখিতেছেন।

ধীরে ধীরে দরজাটি খুলিয়া কুমারী বাহির হইল ; একটু সঙ্কুচিতভাবে কেমন যেন একটু ভয়কুণ্ঠিত মৃদু স্বরে ডাকিল, "বাবা !"

"কি, কি চাই ?"

রচনায় অতি গভীর মনঃসংযোগের মধ্যে সহসা এই আহ্বানে ভবদাস একটু চমকিয়া উঠিলেন। কাগজের উপর হইতে চক্ষু তুলিয়া কলমটি হাতে লইয়া কিছু কঠোর দৃষ্টিতেই কন্যার দিকে চাহিলেন।

কুমারী কহিল, "আপনার খাবার—"

"খাবার !—এখুনি ? কেন রাত—"

বলিতে বলিতে প্রদীপটি একদিকে একটু সরাইয়া রাখিয়া মুখ বাড়াইয়া ভবদাস আকাশের দিকে চাহিলেন।

কুমারী কহিল, "রাত কম হয়নি।"

"হুঁ—আচ্ছা—" বলিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে ভবদাস আবার লিখিতে লাগিলেন। নীরবেই কুমারী দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ পরে ভবদাস আবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

"কি, দাঁড়িয়ে রয়েছ যে ?"

"রাত অনেক হ'ল। এখন—"

"এখন—কি ?"

"খাবার তৈরি ক'রেছি।"

"ক'রেছ—থাক্! ব'ল্লাম না পরে খাব ?"

কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, মনে হয়ত এইরূপ কিছু ভাবিয়াছিলেন। তবে অন্যমনস্কতাহেতু খেয়াল সেটা ছিলনা। আবার তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অগত্যা কুমারী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজাটি ভেজাইয়া দিল।

বাহিরে অদূরেই নদী। নদীর তীরে ধীরগম্ভীর উদাস সুরে ভোলা পাগলা গায়িয়া যাইতেছিল। কলম হাতে লইয়া উৎকর্ণ হইয়া ভবদাস গানটি শুনিতে লাগিলেন। ভোলা গায়িতেছিল—

"আসা যাওয়া আসা যাওয়া
কেন এ খেলার মেলনে ?
খেলার একি জ্বালা, জ্বালায় জ্বলে যাওয়া
বার বার জীব-জীবনে !
বিদ্ধ বাসনা রক্তকীলকে
তাড়িত দুঃখে পীড়িত ভোগে
বদ্ধ কিসের চক্রে জীবের
গতি অবিরাম ভুবনে।

চক্র কাহার অক্ষর করে
চলিছে ঘুরিয়া ঘর্ঘর ঘোরে,
বধির তাহে কি বেদন রোদন
শোনেনা কাহারও শ্রবণে !
নির্ম্মম কে বা রুদ্র কাল সে,
নিয়তি চক্র চালাবেই ব'সে,
কে আছে দরদী সে নিয়তি মূলে
দুঃখী জীবের মোক্ষণে !"

হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গেল। কেমন স্তব্ধভাবে কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ভবদাস উঠিলেন,—ধীরে ধীরে উঠানে নামিয়া কতদূর অগ্রসর হইলেন।—কিন্তু কি ভাবিয়া ফিরিয়া আবার অপেক্ষাকৃত দ্রুত পদক্ষেপে বারান্দার কাছে আসিলেন। ডাকিলেন, "কুমারী !"

"আজ্ঞে !"

গৃহমধ্য হইতে কুমারী বাহির হইয়া নামিয়া আসিল, হাতে একখানা পুরাণ পাতাছেঁড়া বই।

ভবদাস কহিলেন, "আমি আর ব'সবনা এখন। ওগুলো ঘরে নিয়ে তুলে রাখ গিয়ে। হাঁ—আমার আহারের অপেক্ষায় এত রাত্রি কেন তুমি ব'সে থাক ? খাবারটা চাপা দিয়ে রেখে তুমি গিয়ে শুলেও ত পার ?"

কুমারী উত্তর করিল, "ঘুম পায়না সকালে। এক এক দিন ব'সে পড়ি।"

"পড় ! কি পড়?—কি বই তোমার হাতে ওটা ?"

"বনমল্লিকা।"

ভবদাস চমকিয়া উঠিলেন।

"কি—কি নাম ব'ল্লে ?"

"বনমল্লিকা।"

"কাব্য ওটা ?"

"হাঁ।"

"কার লেখা ?"

"কবি বিনায়কের।"

স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ভবদাস জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় পেলে ?"

"আপনার একটা পুরোণ বাক্সে।"

"আমার পুরোণ বাক্সে! কিসের বাক্স ? কোথায় আছে ?"

"ঐ পুবের ঘরে, মাচার ওপরে।"

"মাচার ওপরে ? পূবের ঘরে! বাক্সে কি আছে ?"

"কতকগুলো পুরোণ বই।"

"পুরোণ বই ? কি, কি বই ?"

কুমারী কহিল, "ইংরেজি আছে, সংস্কৃত আছে, বাঙ্গলাও দু'চারখানা আছে। আর বাজে কাগজ—"

"বাজে কাগজ! কি কাগজ ? কি লেখা আছে ?"

"পড়িনি।"

"আমার সে বাক্স তুমি খুল্লে কেন ? ঘাঁটলে কেন ? আমার বাক্স—আমায় না ব'লে—"

"উই লেগেছিল—"

"ওই বইটা নিয়ে এলে—আমায় ব'ল্লেনা কেন তখন ?—কি, উত্তর দিচ্ছনা যে ? কেন, আমায় না ব'লে ও-বই তুমি নিয়ে এলে কেন ?"

একটু ঢোঁক গিলিয়া ধীরে ধীরে কুমারী কহিল,—"পুরোণ ছেঁড়া বই—বাক্সে কতকাল প'ড়ে র'য়েছে—আর কাব্য ত আপনি পড়েন না—"

"তুমি কেন প'ড়ছ আমার অনুমোদনের অপেক্ষা না ক'রে ?"

"কত বই ত পড়ি—যা যখন পাই—"

"দেখি বইটা ।"

কুমারী হাতে দিল। টুকরা টুকরা করিয়া বইটা ভবদাস ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কাঁদিয়া কুমারী দুই হাতে মুখ ঢাকিল। ভবদাস চাহিয়া দেখিলেন; ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অপেক্ষাকৃত কিছু কোমল—কেমন একটা বেদনা-করুণ স্বরে ডাকিলেন—

"কুমারী !"

"আজ্ঞে ।"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে এই উত্তরটুকুমাত্র করিয়া কুমারী আরও কাঁদিতে লাগিল।

"তুমি—কাঁদছ কুমারী !"

কণ্ঠস্বর আরও করুণ, ঈষৎ কম্পিত। চক্ষু মুছিতে মুছিতে মুখ তুলিয়া মনে যেন একটু সাহস ধরিয়াই কুমারী তখন কহিল, "বড় ভাল বই—কিনতে পাওয়া যায় না ?"

"জানিনা ।"

"যদি যায়, কিনে একটা দেবেন ?"

"না !"

কঠোর তীব্র স্বরে 'না' বলিযাই ভবদাস মুখখানি আর একদিকে ফিরাইয়া লইলেন। কুমারী আবার দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ফিরিয়া ভবদাস একটুকাল চাহিয়া রহিলেন। একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া আবার কিছু কোমল স্বরেই শেষে কহিলেন, "ঘরে যাও কুমারী ! রাত প্রায় দুপুর হ'ল। যাও, ঘুমোওগে ।"

"আপনার খাবার—"

"খাবার—থাক্! চাপা দিয়ে গিয়ে রাখ। যখন হয় খাব। আমি—আমি—বাইরে—হাঁ, এই উঠোনেই একটু বেড়াব। যাও, ঘরে যাও। ঘুমোওগে তুমি।"

কুমারী ফিরিল।

"হাঁ, শোন।"

কুমারী ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ভবদাস কহিলেন, "বাক্স ও-ঘরে মাচার ওপরেই আছে?"

"আছে।"

"আর এ বই—এই—এই—এই রকম কোনও কাব্য তার ভেতর আছে?"

"না।"

"ভাল ক'রে দেখেছ? ঠিক ব'লছ?"

"হাঁ।"

"আমি একটিবার দেখ্‌ব।—কই আলোটা—"

বারান্দার একেবারে কিনারায় গিয়া ভবদাস প্রদীপটি তুলিয়া ধরিলেন।

কুমারী কহিল "অনেক রাত হ'ল—কাল সকালে বরং—"

"তোমার উপদেশ প্রার্থনা ক'রছি না। সাহায্যেরও প্রয়োজন হবে না। যাও, শোওগে যাও।—দাঁড়িয়ে রইলে যে!—যাও!"

কুমারী বারান্দায় গিয়া উঠিল।—খাতাপত্র সব গুছাইয়া, মাদুরটি, গুটাইয়া লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।—ভবদাস প্রদীপটি হাতে লইয়া তখন পূবের ঘরের দিকে গেলেন।

ভবদাসের বাড়ী হইতে কিছুদূর পূবে নদীটির উত্তর পাড়েই জমিদার চৌধুরীদের প্রাচীন শিববাড়ী—শ্রীশ্রী৺ভগবান্ নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির। মন্দিরটি প্রাচীন শিল্পের কারুকার্য্যশোভিত একটি নবরত্ন মন্দির, চারিধারে মর্ম্মরপ্রস্তরের প্রশস্ত চাতাল। সম্মুখে শ্যামল মুক্ত ভূমি নদীর কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত; কূলে প্রশস্ত বাঁধা ঘাটের দুধারে বৃহৎ দুইটি অশ্বত্থ বৃক্ষ। মন্দিরটির পিছনে ও দুইধারে আরও কয়েকটি বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। প্রাচীন ও বিশাল বিস্তৃত-শাখ বৃক্ষগুলি নদী-তীরবর্ত্তী এই মন্দির-ভূমিকে এমন গুরুগম্ভীর একটি মহিমায় পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, যে বাহির হইতে দেখিলেই মনে হয়, হাঁ ইহা একটি দেবায়তন বটে! কেমন একটা সভয় ভক্তির উচ্ছ্বাসে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে, শির আপনা হইতেই মন্দিরসম্মুখে নত হইয়া পড়ে।

বিগ্রহ শ্বেত প্রস্তরের বৃহৎ একটি লিঙ্গ। গৌরীপট্টের কিছু উপরে নীলাভ কয়েকটি রেখার মত দেখা যায়। প্রতিষ্ঠার সময় তাই বিগ্রহের নামকরণ হয় নীলকণ্ঠ মহাদেব। দুগ্ধ ধবল—সত্যই যেন রজতগিরিনিভ বিগ্রহ, গগনচুম্বিচূড়ালঙ্কৃত বিচিত্রকারুকার্য্য-খোদিতগাত্র মোহনদৃশ্য প্রাচীন মন্দির, প্রাচীন অশ্বত্থবটাদি-বনস্পতি পরিবেষ্টিত নদীতীরবর্ত্তী শ্যামল ভূমির গুরুগম্ভীর মহিমা, বহু পুরুষ যাবৎ অখণ্ডধারায় নিয়মিত পূজা আরতি, ভোগ, মধ্যে মধ্যে শিবরাত্র্যাদি নৈমিত্তিক পূজা উপলক্ষে উৎসব মেলা ইত্যাদিতে নীলকণ্ঠ মহাদেবের এমন একটা মাহাত্ম্য খ্যাতি

চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ পুণ্যদিনে বহুদূর হইতেও বহুলোক বিগ্রহ দর্শন করিতে এবং পূজা দিতে আসিত। স্থানটি তাই একটি তীর্থের মতই হইয়া উঠিয়াছে।

চৌধুরীরা গ্রামের এক প্রাচীন জমিদারবংশ। কোনও কোনও শাখা স্থানান্তরে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন,—কিন্তু জ্যেষ্ঠ ও প্রধান শাখা আদি বাস্তুতেই রহিয়াছেন। পুরাতন বিস্তীর্ণ জমিদারী এই সব শাখার মধ্যে ভাগ হইয়া গেলেও সুযোগমত নূতন নূতন সম্পত্তি সংগ্রহে আয় এখন ইঁহাদের যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে খুব বড় না হইলেও মাঝারী অবস্থার ভাল জমিদার ইঁহাদের বলা যায়। জাতিতে ইঁহারা রাঢ়ীশ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমান কর্ত্তা রামজীবন চৌধুরী হিন্দু-আচারে ও শাস্ত্রশাসনে বিশেষ আস্থাবান্ এবং শ্রীশ্রী৺ভগবান্ নীলকণ্ঠ মহাদেবের প্রতিও সাতিশয় ভক্তিমান্। বিলাসব্যসন-প্রসক্তি এ বংশে কাহারও বড় কখনও দেখা যায় নাই; ইঁহারও কিছু নাই। তবে বেশ একটা রাশভারী চাল আছে—বনিয়াদী জমিদারদের সাধারণতঃ যেমন থাকে। জ্যেষ্ঠপুত্র শশাঙ্কজীবন উচ্চশিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও সদাশয় যুবা, এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, আপাততঃ বাড়ীতেই আছে। পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও নাগরিক নব্য পরিবেষ্টনীর প্রভাবে রুচি ও চিত্তগতি অনেকটা আধুনিক ধরণের। অধ্যয়নকালে বিবাহ করিতে চাহে নাই। পিতা এখন যোগ্যা একটি পাত্রীর অনুসন্ধান করিতেছেন।

বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে। সকালেই নিত্য-পূজা সারিয়া চাতালের এক ধারে একটি অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় পূজারী তারণঠাকুর বসিয়া আছে। বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, মুখশ্রীতেও মোটের উপর প্রিয়দর্শন, বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে বলিয়া মনে হয়। কে কখন পূজা দিতে আসে, বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তারণ অপেক্ষা করিত, তারপর

গৃহে গিয়া আহারাদি করিত। চৌধুরী বাড়ী হইতে আজ বড় একটা মানত পূজা আসিবার কথাও আছে।

নদীর তীরে আর একটি অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে বসিয়া ভোলা পাগলা গান করিতেছিল। নিবিষ্ট মনে তারণ সেই গান শুনিতেছিল।

ভোলা গায়িতেছিল—

"বেলপাতা নেয় মাথা পেতে
চায়না কারও সোনা দানা,—
গাল বাজাতেই নাচে পাগল
—আশুতোষ নাম নিশানা।
ভিকিরী দোরে দোরে,
ভোলা আমার বেড়ায় ঘুরে,
'বম্ বম্ বম্ ভিক্ষে দেরে'
বোল মুখে ধ'রে ;
নেবে সে আদর ক'রে
পারিস্ যা তা ফেলে দেনা ?
ন্যাংটা ক্ষ্যাপা সব ছেড়েছে,
ছাইমাথা গায় সাপ ধ'রেছে
সিদ্ধি খেয়ে আপন ঘোরে
ভোর হ'য়ে আছে—
কি দিবি বসন ভূষণ
অশন তারে রাজার থানা ?
ওরে পাগল ! তার কি লাগে ?
দোরে যে ভিক্ষে [illegible]গ—

ছলে সে সিদ্ধি যাচে
ভক্তানুরাগে
(থাকে ত) ভক্তি তারে ভিক্ষে দেনা
সিদ্ধি সে ধন চেয়ে নেনা ?"

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তারণের চক্ষুদুটি ভরিয়া গেল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে নামিয়া সে ভোলা পাগলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

"পেন্নাম হই দা-ঠাকুর! ওকি, তুমি কাঁদ্‌ছিলে ?"

প্রশান্তহাসিমুখে তারণ উত্তর করিল, "তুই যে কাঁদালি ভোলা।"

"আমি! আমি নিজে কাঁদি নিজে হাসি—"

"নিজে যে অম্‌নি কাঁদে আর হাসে, সেই লোককে কাঁদাতে পারে; হাসাতেও পারে।"

মাথা নাড়িয়া ভোলা উত্তর করিল, "না দা'ঠাকুর, কই, কজনে কাঁদে, কজনেই বা সেই কাঁদা চোখে হাসে? আহা দা'ঠাকুর, সবাই যদি এম্‌নি কাঁদ্‌ত আর হাস্‌ত—"

"কি হ'ত তাহ'লে ভোলা ?"

"বাবা কি লুকিয়ে থাক্‌তে পারতেন? সবাইকে যে এসে জড়িয়ে জড়িয়ে ধ'রতেন, সবার সঙ্গে কাঁদতেন, হাসতেন—"

তারণ কহিল, "বাবা কি সত্যি লুকিয়ে আছেন ভোলা? কোথায় লুকোবেন ?"

"হাঃ হাঃ হাঃ! তাই ত! সত্যি কোথায় লুকোবেন? না লুকোবার ঠাঁই নেই। তবে আমাদের চোখে কিনা সব পুরু পুরু কালো ঠুলী, তাই দেখ্‌তে পাইনে।"

"হাঁ, আর গা ভরা কালো পুরু ময়লা, তাই জড়িয়ে এসে ধর্‌লেও পরশটা পাইনে।"

"না, সত্যি পাইনে। পাই—পাই—তবু পাইনে। হাঁ, দা-ঠাকুর, গঙ্গাস্নানে যাবে? আমি ত পথ চিনি না, সঙ্গে যেতাম।"

একটু হাসিয়া তারণ কহিল, "আমিও যে চিনি না রে পাগলা! সে গঙ্গা কোথায়? লোকে যাকে গঙ্গা বলে—না, কলির শেষ—সেথায়ও তিনি আর নেই, ছেড়ে গেছেন।"

"ছেড়ে গেছেন! গেছেন? না, যেতে পারেন না! তিনি আছেন, দেখ্‌তে পাওনা। চোখে ঠুলী—"

"হবে! তা তুই দেখ্‌তে পাবি ত? দেখ্ দিকি চেয়ে, তাহ'লে এই নদীতেও তাঁকে দেখ্‌তে পাবি।"

স্থির দৃষ্টিতে ভোলা নদীর দিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল, "ঐ যে!—নাঃ! কই! আর ত নেই! এক ঝলক—অম্‌নি আবার উপে গেল! যেন পেলাম—অম্‌নি আবার হারিয়ে গেল। চোখের ঠুলীটা খুল্‌তে খুল্‌তে আবার চোখে আট্‌কে গেল! (চক্ষু রগড়াইয়া), না, আর পাবনা, ঠুলী আর খুল্‌বে না, খুলেছিলই বোধ হয় না—কি দেখ্‌লাম তবে? ভুল? কেবল ছায়াবাজি? হাঁ দা-ঠাকুর, তুমি একটিবার চাওনা?"

"পাগল! তুই পাচ্ছিস্ না, আর আমি পাব?"

"বাবার পূজো কর রোজ—"

"পূজো নয়রে পাগলা, খেলা করি।"

"খেলা! হাঃ হাঃ হাঃ! খেলাই ত বাবার পূজো—

(সুরে)

খেলার ঘর এ পাগলা ভোলার
খেলার নেশায় গ'ড়ে ভোলা।
নেচে গেয়ে হেসে কেঁদে
খেলে বেড়ায় পাগলা ভোলা।
সাড়া যে পায় পাগলা আঁতে,
খেলে বেড়ায় ভোলার সাথে,
ভোলা চায় সব খেলার সাথী—
ভোলার পূজো কেবল খেলা!"

দুটি বাহু বাড়াইয়া তারণ গিয়া ভোলা পাগলাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

সহসা কিছুদূরে তুমুল বাদ্যধ্বনি উঠিল। ঢাক ঢোল কাঁসি শানাই শঙ্খ—সঙ্গে সঙ্গে বহু নারীকণ্ঠের কুলুকুলু হুলুধ্বনি। চমকিয়া ভোলা তারণের বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া নিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

"হুঁ। রাজবাড়ী থেকে বড় পূজো আস্‌ছে বুঝি?"

"হাঁ, একটা মানত পূজো আস্‌বার কথা আছে।"

"হুঁ, বাবার ভাগ্যি, আর কর্ত্তাবাবুর দয়া!"

"দূর পাগলা! বলে কি? কর্ত্তাবাবুর দয়া কিরে? বল্ বাবার দয়া।"

"বাবার দয়া? উঁ হুঁ! দয়া যে করে সে দেয়,—কেবলই দেয়, নেয় না কিছু, চায়ও না কিছু।"

"চায় না কিছু। কিন্তু ভক্তি ক'রে কিছু দিলে না নিয়ে পারে?"

"ঐ যে ঢাক ঢোল বাজ্‌ছে, ভক্তির সাড়া কিছু পাচ্ছ দা-ঠাকুর? কর্ত্তাবাবু খালি পায়ে হাত জোড় ক'রে ওদের আগে আগে আস্‌ছেন?"

তা—"

"আসেন কখনও—বক্‌সিসী পূজো যখন পাঠান?"

"না, তা—বড় দেখিনি। তবে মন্দিরে আসেন বই কি?"

"যখন খুসী হয়, দয়া করে বাবাকে একটু দর্শন দিয়ে যান। বাবার ভাগ্যি সেটা।"

তারণ হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তা—যা বল্লি পাগলা, বড়লোকের ভক্তি—সে বুঝি ঐ রকমই। তবে কি না বিপদে প'ড়ে মানত সবাই করে, যে যেমন পারে।"

"বকসিস্ কবলায়। সেই লোভে প'ড়েই না বাবা নেক-নজরে চান, আশীর্ব্বাদ হাতে ক'রে এগিয়ে আসেন। হাঁ দা-ঠাকুর, খুব বড় বকসিস্ যারা কব্‌লায়, তাদের দোরে বুঝি বাবা আগে ছুটে যান?—ঐ যে ওরা এসে প'ল! পালাই দা ঠাকুর!"

"পালাবি কেনরে? ব'স্‌না, পেসাদ পেয়ে তবে যাবি।"

"উঁ হুঁ! ও পেসাদে রুচি নেই দা-ঠাকুর। তা তুমি ব'ল্লে, তোমার বাড়ীতে গিয়ে পাব। কিন্তু কর্ত্তাবাবুর পেসাদ কিছু নয়, জান্‌লে? বৌঠাকরুণের হাতে রাঁধা ছু'টি ডাল ভাত—তোমার পাতে ফেলা—কুকুরকে যা দেও।"

"দূর হতভাগা! কুকুরকে ছুটি পাতের এঁটো কুড়িয়ে দিই, সে কি পেসাদ?"

"সেই আমার বাবার পেসাদ! তফাৎ কি দা-ঠাকুর? কুকুরই বা কে, আর আমিই বা কে? বাবার ছেলে—যেমন সে, তেম্‌নি আমি, -ঐ এল! পালাই দা-ঠাকুর!"

বলিয়াই ছুটিয়া ভোলা চলিয়া গেল।

একটুকাল চাহিয়া থাকিয়া একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ধীরে ধীরে তারণ মন্দিরের চাতালে গিয়া উঠিল।

৩

তুমুল বাদ্যধ্বনি ও হুলুধ্বনির সঙ্গে মানসিক পূজার শোভাযাত্রা মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। সকলের আগে মঙ্গলঘট হস্তে পট্টবস্ত্র-পরীধান একটি ব্রাহ্মণবটু, তাহার অব্যবহিত পশ্চাতে সুদৃশ্য একখানি রৌপ্য-রেকাব-হস্তে চৌধুরী-বাড়ীর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হরিনাথ ঘোষাল। তার পর বহুবিধ পূজাসম্ভারসহ রক্তবস্ত্র-পরিহিত ভৃত্যাদি ও অনুগত নিকট প্রতিবেশী প্রজাবর্গ। তার পর বাদ্যকারগণ; তাহাদের পশ্চাতে গ্রামবাসী বহু নরনারী বালকবালিকা যাহারা পথে ক্রমে এই শোভাযাত্রায় আসিয়া মিলিয়াছিল। পূজাসম্ভার সব চাতালের উপরে রাখিয়া গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলে প্রণাম করিল। সমবেত বহু নারীকণ্ঠে শেষ হুলুধ্বনি উঠিল; অতি তুমুল শব্দে মন্দির প্রবেশ ঘোষণা করিয়া শেষ বাদ্য নীরব হইল।

তারণ আসিয়া মন্দির দ্বারে বসিয়াছিল। একটু হাসিয়া কহিল, "ও বাবা, এত ঘটা যে! কি, ব্যাপার কি ঘোষাল মশাই?"

ঘোষাল কহিলেন, "কেন, শোননি? গিন্নী মা মানত ক'রেছিলেন, পূজো পাঠিয়েছেন। এই নেও, দোয়াদশটি সোণার বেলপাতা—"

"সোণার বেলপাতা!"

"হাঁ, তাইত মানত ছিল। ঘটার পূজো ত তারিরই। নইলে শুধু গাছের বেলপাতা—"

তারণ কহিল, "বেলপাতা গাছেই হয়। সোণা দিয়ে স্যাকরারা গড়ে না।"

"এই ত গ'ড়েছে।" বলিয়া ঘোষাল রৌপ্য রেকাবখানি তারণের সম্মুখে রাখিলেন।

চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিয়া তারণ কহিল, "ও ত গয়না—দুল ক'রে কানে পরা যায়। ভোলানাথ তুষ্টু হবেন ঐ গাছ থেকে তকতকে তাজা দোয়াদশটি পাতা তুলে নিয়ে আসুন। আর কানের জন্যে পারেন ত দুটো ধুতরো ফুল—"

"আর এগুলো ?"

"গিন্নীমার কাছে নিয়ে যান। যদি বলেন, গৌরীঠাকরুণকে উচ্ছুগ্‌গো ক'রে দিতে পারি কানের ভূষণ ব'লে।"

"আঁ!"

"হাঁ! শেষে ছয়টি কুমারীকে দিয়ে দেবেন, আংটা লাগিয়ে তা কানে পর্‌বে।"

"তুমি ক্ষেপেছ তারণ ?"

"হাঁ, ক্ষেপেছি। ক্ষ্যাপার পূজো করি, ক্ষেপ্‌ব না ত কি ?"

"গিন্নীমার মানত—"

"মানত কি বেলপাতা ব'লে সোণার গয়না দেবেন ছিলেন ?"

চৌধুরীবাড়ীর একটি ভৃত্য বিন্দে তখন কহিল, সোণার বেলপাতা কি বাবাকে কেউ দেয় না? তারকেশ্বরে গিয়েলাম, গাদি গাদি সোণার বেল মহারাজের সাম্‌নে। লোকে দিচ্ছেই দিচ্ছেই।

তারণ উত্তর করিল "সে নেয় মোহন্ত তারকেশ্বর নেন না।"

"নেন না তুমি দেখেছ ?"

"নেন তুমি দেখেছ ?"

"মোহন্ত নিলেই বাবা নেন।"

"তা হ'লে মোহন্তর যত অনাচার কদাচার—তাও সব বাবা করেন।"

আর একটি ভৃত্য গোবিন্দ তখন কহিল, "তারণ খুড়ো সোণার বেলপাতা বাবাকে দেয় না। এই—শিবরাত্তিরে, চড়ক-পূজোয়, মাড়োয়ারীরা আসে কত সোণার বেলপাতা নিয়ে। সব টান মেরে ফেলে দেয়।"

রাগিয়া ঘোষাল বলিয়া উঠিলেন, "তাই ব'লে গিন্নীমার মানত ফেলে দেবে ?"

তারণ উত্তর করিল, "দেব না ত কি কর্‌ব ? বাবার কাছে তারাই বা কে আর গিন্নীমাই বা কে ? তাদেরটা যদি ফেলে দিইছি—না, সে হবে না।—গিন্নীমা—হ'লেনই বা গিন্নীমা,—তাই ব'লে সোণার গয়না আজ বাবার মাথায় চড়াব, 'এতৎ সচন্দন বেলপত্তোরোং' ব'লে ?"

"কি, 'বেল পত্তোরোং' কি ?" বলিতে বলিতে চৌধুরীবাড়ীর কুল-পুরোহিত চন্দ্রশেখর স্মৃতিরত্ন ভিড় ঠেলিয়া চাতালে গিয়া উঠিলেন, হাতে একখানি পুঁথি।—

তারণ কহিল, "বেলপত্তোরোং—বেলপত্তোরোং। গাছের সত্যিকার বেলপাতা, সোণার অলঙ্কারোং নয়।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "'বেলপত্তোরং'! হায় হায়! এই মন্ত্র প'ড়ে তুমি পূজো কর, তারণ, শ্রীশ্রী৺ভগবান্ নীলকণ্ঠ মহাদেবের ?"

"হাঁ, তাইত করি। বেলপত্তোরোংকে বেলপত্তোরোং ব'লবনা ত কি ব'লব ?"

"হাঃ হাঃ হাঃ! ওরে মূর্খ, ওটা বেলপত্তোরোং নয়, বিল্বপত্রং।"

"বলি, সেটা কি ঐ গাছের বেলপাতা ছাড়া আর কিছু ?"

স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "হ'লই বা গাছের বেলপাতা ? মন্ত্রটা ত বিশুদ্ধ সংস্কৃতে উচ্চারণ ক'র্‌তে হবে ? সেটা হ'চ্ছে বিল্বপত্রং, বেলপত্তোরোং নয়।—'ওঁ নমো নীলকণ্ঠায় এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রং শ্রীশ্রীভগবতে নীলকণ্ঠায় নমঃ'—এই ব'লে বিল্বপত্রটি বাবার শীর্ষদেশে সমর্পণ ক'র্‌তে হবে।"

"কেন, সোজাসুজি 'শিবায় নমো' বলে দিলে কি বাবা তা নেবেন না ?"

স্মৃতিরত্ন চমকিয়া উঠিলেন। বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "আঁ! তুমি কি তাই বলে সব উপচার উৎসর্গ কর তারণ ?"

"হাঁ, তাইত করি। কেন ক'র্‌ব না ?"

"সর্ব্ব—নাশ!!! ইনি হ'লেন শ্রীশ্রীভগবান্ নীলকণ্ঠ মহাদেব, আর তুমি সোজা চ'ল্‌তি শিবের মন্ত্রে তাঁর অর্চ্চনা কর!"

"হাঃ হাঃ হাঃ!"—তারণ হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে কহিল, "বলি, স্মৃতিরত্ন মশাই, এই নীলকণ্ঠ মহাদেবই কি সেই চল্‌তি শিব নন ? না, ভিকিরী ব'লে সেটাকে দূর ক'রে দিয়ে মস্ত বড় লোক আর কোনও দেবতা কি দ'ত্যি এসে এখানে জুড়ে ব'সেছেন, মস্ত বড় ঐ নামটা নিয়ে ?"

ভ্রূকুটি করিয়া স্মৃতিরত্ন জিজ্ঞাসিলেন, "কি ধ্যান প'ড়ে তুমি পূজো কর ?"

"সবাই যা প'ড়ে ক'রে ?"

"কি, সেই চ'ল্‌তি শিবের ধ্যায়েন্নিত্যং ?"

"হাঁ, সেই 'ধেন্নেত্যং'ই বটে!"

"ওরে হতভাগা। 'ধেন্নেত্যং' নয়রে 'ধেন্নেত্যং' নয়। 'ধ্যায়েন্নিত্যং'। ধেন্নেত্যং! হাঃ হাঃ হাঃ! শিব যেন ধেই ধেই নেত্ত ক'রেই কেবল বেড়ান।"

তারণ কহিল, "হাঁ, তাই বেড়ান। ধেইধেই নেত্য ক'রেই বেড়ান শ্মশানে-মশানে। রাজ-অট্টালিকায় ভারগম্ভীর হ'য়ে সোণার সিংহাসনে ব'সে থাকেন না আপনাদের ঐ শ্রীশ্রীভগবান্ নীলকণ্ঠ মহাদেব হ'য়ে!"

স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "যেখানেই থাকুন, ইনি সেই শ্রীশ্রীভগবান্ নীলকণ্ঠ মহাদেবই বটেন। চ'লতি শিবের মন্ত্রে এঁর পূজো হয় না। তিনি হ'লেন সোজা 'ধ্যায়েন্নিত্যং,' আর ইনি হ'লেন 'বালার্কাযুততেজসং'—"

ঘোষাল তখন অতি বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে, কি জ্বালা হ'ল রে! বলি, আপনারা পূজোটা দেবেন, না ঐ ধেন্নেত্যো আর বাল্লাকাজুতো নিয়ে দুজনে কামড়াকামড়ি কর্‌বেন?"

এদিক ওদিক একবার চাহিয়া স্মৃতিরত্ন তখন কহিলেন, "পূজো—হাঁ, এই ত উপচার সব এসেছে! তোমরা—না, স্নাত আর পূতবস্ত্রপরিহিত হ'য়ে এলেও শূদ্র, মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রোনা—"

তারণ কহিল, "শিবমন্দিরে সবাই যেতে পারে স্মৃতিরত্ন মশাই, গিয়েও থাকে। বাবার কাজে বামুন শূদ্দুর ভেদ নেই। আচণ্ডাল সবাই বাবার পূজো ক'র্‌বে শাস্তরে লিখেছে।"

"শাস্ত্র ত তুমি কতই জান? সে আর কোথাও যে যা খুসী করুক গে, কর্ত্তাবাবুদের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ইনি—আরও আজ গিন্নীমার বিশেষ পূজো। অনাচার কদাচার কিছু চ'ল্‌বেনা। উপচারগুলি সাবধানে ভেতরে নিয়ে যাও ঘোষাল। দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটু গঙ্গাজল—"

তারণের দিকে চাহিয়া ঘোষাল কহিলেন, "গঙ্গাজল কোথায় তারণ?"

"বাবার মাথায়।"

একটি পরিচারিকা অগ্রসর হইয়া কহিল, "এই যে, গঙ্গাজলও গিন্নী-মা পাঠিয়েছেন, ঘোষাল মশাই।"

পরিচারিকার হস্ত হইতে গঙ্গাজলের কমণ্ডলুটি লইয়া ঘোষাল

দ্রব্যাদিতে এবং মন্দিরের ভিতরে কিছু ছিটাইয়া দিয়া কহিলেন, "ওরে গোপলা, কইরে? এদিকে আয় ত?"

যে ব্রাহ্মণবালকটি মঙ্গলঘট লইয়া আসিয়াছিল, সে কাছে আসিল। দুইজনে পূজাসম্ভারাদি মন্দিরের মধ্যে নিতে লাগিলেন।

স্মৃতিরত্ন কহিলেন,—"এস তারণ, এস! আমি এই পুঁথি নিয়ে এসেছি—"

"পুঁথি! পুঁথি কি হবে?"

"মন্ত্র পড়াতে হবে। যে সে পূজো আজ নয় যে যা তা ব'লে অম্‌নি সেরে দেবে। ষোড়োশোপচারে গিন্নীমার মানসিক পূজা—স্বর্ণ-বিল্বপত্র উৎসর্গ ক'র্‌তে হবে—"

ঘোষাল তখন কহিলেন, "তারণ সেই সোণার বেলপাতাই যে উৎসর্গ কর্‌তে চায় না।"

"চায় না! সে কি? গিন্নীমা পাঠিয়েছেন—শিব হ'লেন তাঁদের—"

"শিব তাঁদের!"

"তবে কার? তোমার?"

"হাঁ, আমার! যেমন তাঁদের, তেম্‌নি আমারও!"

"বলে কি পাগল! এই শিব—"

"হাঁ, এই শিব!"

"শ্রীশ্রীভগবান্ এই নীলকণ্ঠ মহাদেব—"

"হাঁ, শ্রীশ্রীভগবান্ এই নীলকণ্ঠ মহাদেবই! ইনি শিবই বটেন। কেবল কর্ত্তাবাবু আর গিন্নীমার দুলালটি হ'য়ে ওখানে গিয়ে বসেননি, জাঁকাল ঐ নামটা পেয়ে।"

স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "ওরে মূঢ়! ভুলে যাচ্ছিস্, শ্রীশ্রীভগবান্ এই নীলকণ্ঠ মহাদেবের প্রতিষ্ঠা কারা করেছেন?"

তারণ উত্তর করিল, "টাকা ছেল, পাথরখানা কিনে এনে দিলেন, আর মন্দির গ'ড়ে তার ভেতরে নিয়ে বসিয়েছিলেন। তাই বলে শিবঠাকুর বাঁধা প'ড়েছেন কেনা গোলামের মত ওঁদের হাতে? আর এখন যা ব'লে যা দেবেন, তাই অম্‌নি তাঁকে মাথা পেতে নিতে হবে?"

"আরে ম'লো! আবার কথাও শিখেছে দেখি! আঁ!—যা—যা! যা—এখন ভেতরে যা! আসনে গিয়ে ব'স্। পূজোটা দে। দিবি কিনা বল্?"

তারণ উত্তর করিল, "পূজো কেন দেবনা? কিন্তু তাই ব'লে ঐ সোণার টুক্‌রোগুলো—না, বেলপাতা ব'লে বাবার মাথায় কস্মিন্‌কালেও চড়াব না!"

"চড়াবি না! কি, চড়াবি না? ছোট মুখে বড় কথা! তুই কে যে চড়াবি না?"

"তারণ শর্ম্মা! বাবার পূজোরী!"

"পূজোরী ত সাতপুরুষ এই কর্ত্তাবাবুদের হুকুমে, বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা যাঁরা ক'রেছিলেন? নইলে কোত্থেকে পূজোরী হ'লি? কি দাবী তোর?"

তারণ উত্তর করিল, "সাতপুরুষের পূজোর দাবী। প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল কর্ত্তাবাবুদের পূর্ব্ব-পুরুষের টাকায়, আর প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন আমার পূর্ব্ব-পুরুষ তাঁর মন্তরে। টাকার চাইতে মন্তর অনেক বড়।"

ঘোষাল মধ্যে পড়িয়া তখন কহিলেন, "ওরে গাধা! কোন্‌টা বড়, দাবী কার কি, তা গিয়ে কর্ত্তাবাবুর ঠেঁয়ে বুঝে নিস্। এখন যা, ভেতরে যা, পূজোটা গিয়ে দে!"

"রসুন ঘোষাল মশাই, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে নিক্।"

ঘোষাল কহিলেন "ওরে, যা ত বিন্দে, ঐ পানা-পুকুরটা থেকে দু ঘ'ড়া জল এনে তারণের মাথায় ঢেলে দেত! ঠাণ্ডা হয়ে তখন বুঝুক, কর্ত্তাবাবু কি তাঁর শিবের পূজোরী—"

"তাঁর শিব! না, ঘোষাল মশাই, ঐ কথাটি আর ব'লবেন না! শিব যদি কেবল তাঁর শিব হন, সে ব্যাটার পূজো করে কোন্ শালা!" বলিয়া তারণ দুই হাতের বুড়া আঙ্গুল ঘুরাইয়া দেখাইল।

ভবদাস ঠাকুর তখন কোথায় যাইতে যাইতে মন্দিরসম্মুখস্থ নদী-তীরে আসিলেন। দেখিয়াই তারণ হাঁকিল, "ও বাঁড়ুয্যে মশাই! বাঁড়ুয্যে মশাই!—শুনুন! শুনুন! এই যে—এদিকে—এদিকে! এদিকপানে দয়া ক'রে একটিবার আসুন!"

ভবদাস নিকটে আসিলেন। কহিলেন, "কেন, কি হ'য়েছে তারণ?"

তারণ কহিল, "এই ত দেখুন, বাঁড়ুয্যে মশাই—তা আপনিই বলুন না? শিব কি কেবল কর্ত্তাবাবুদের? হাঁ, ভাগ্যে ছিল, বাবার দয়া পেয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। তাই ব'লে তিনি কেবল ওঁদেরই হবেন? শিব কি কেবল ঐ পাথরটুকু যা তাঁরা কিনে এনেছিলেন, না ঐ মন্দিরেই তিনি বাঁধা আছেন যা তাঁরা গ'ড়েছিলেন?"

একটু হাসিয়া ভবদাস কহিলেন, "পাগল! তাও কি হয় কখনও?"

"হাঁ, তাই বলুন! শিব যদি শিব হন, তিনি সবারই সমান দিব! যেমন ওঁদের, তেম্নি আপনার আমার, তেম্নি এই ঘোষালমশাইএর, আর ঐ যে বিন্দে—কার নন? এই, ধরুন না, রতা পাটনী, মণি ধোপানী, বুনী বেদেনী, ভগা চাঁড়াল, সাধন মুচী—কার নন তিনি? ঐ যে আরমেনের বউটো ছেলেমেয়েগুলো নিয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়—হ'কনা মোছলমানের মেয়ে—ভক্তি ক'রে যদি একটা বেলপাতা এনে দেয়,—ঐ যে কেদার মণ্ডলদের পাদরীরা এসে খিষ্ট ভজিয়ে গেল—বিপদে প'ড়ে যদি বাবা নীলকণ্ঠ ব'লে একটিবার ডাকে,—তবে সেই বেলপাতা তিনি ফেলে দিতে পারেন, না ঐ ডাক শুনে কাণে আঙ্গুল দিয়ে মুখ ফেরান?"

"কি হ'য়েছে বলুন ত স্মৃতিরত্ন মশাই ?" বলিয়া ভবদাস ঈষৎ একটু হাসিয়া স্মৃতিরত্নের দিকে চাহিলেন।

স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "এই ত দেখুন বাঁড়ুয্যে মশাই, গিন্নী মা মানত ক'রেছিলেন দ্বাদশটি স্বর্ণ-বিল্বপত্র বাবাকে দেবেন। পূজো পাঠিয়েছেন, তা তারণ ব'লে দেব না।"

"কি দেবে না ? স্বর্ণ-বিল্বপত্র ?"

"হাঁ। বলে ওগুলো বেলপাতা নয়, সোণার টুক্‌রো।"

"হুঁ——! তা—তারণের যদি নিতান্ত আপত্তিই থাকে, আপনিই কেন এই মানসিক পূজোটা আজ ক'রে দিয়ে যান না ?"

স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "সে ত পারিই। তবে গিন্নীমার 'মনে যদি খুঁৎখুঁতি কিছু হয়—ওরাই হ'ল বাবার বরণকরা পূজারী—"

ঠিক এই সময়ে চৌধুরী বাড়ীর গৃহিণী রত্নময়ী একটি পরিচারিকার সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকজন লোক গিয়া এই গোলমালের সংবাদ সেখানে দিয়াছিল। কর্ত্তা তখন স্নানে বসিয়াছিলেন। গৃহিণী রত্নময়ী তাড়াতাড়ি অমনই ছুটিয়া আসিলেন। মন্দিরের সম্মুখে আসিতেই ভবদাসকে দেখিয়া একটু ঘোমটা টানিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। ভবদাস কহিলেন, "এই যে ইনি নিজেই এসেছেন। উনি যেরূপ অনুমতি করেন, তাই আপনারা করুন।"

বলিয়া ভবদাস আর একদিকে একটু সরিয়া গেলেন। একটু অগ্রসর হইয়া চাপাস্বরে অবগুণ্ঠিতা রত্নময়ী কহিলেন, "না. না, সে কি হয় ? তারণরাই হ'ল সাতপুরুষের পূজোরী—বরণ করা হ'য়েছে ওদের। ও তারণ! লক্ষ্মী বাবা আমার! আমার মানত পূজোটা—খোকার ব্যামোর সময় ক'রেছিলাম—মন খুঁৎ খুঁৎ করে—তুমিই ক'রে দেওনা বাবা ? বেলপাতা কি আর সত্যি সোণার হয় ? তবে মানত ক'রে ফেলেছি—"

ভবদাস একটু ফিরিয়া কহিলেন "তারণ! আপত্তি তোমার যাই থাক্, উনি অত ক'রে ব'ল্‌ছেন—"

"আচ্ছা, দেব উচ্ছুগ্‌গো করে। বাবা ভোলানাথ! ভাঙের ঘোরে ভুলে নিদেন একটা দিনের তরে আজ বেলপাতা ব'লে সোণার পাতগুলোই মাথায় তুলে নিও। আসুন স্মৃতিরত্ন মশাই! আজকের মত কি মন্তর পড়াবেন পড়ান। বেলপাতা সোণার, পূজোটাও তেম্‌নি নতুন এক সোণালী ঢঙের হ'ক্। আর সোণা আর মাটি—সবই ত বাবার সমান। তেমনি চোখে চাইলে সোণাই কি বেলপাতা হয় না? আসুন!"

বলিয়া তারণ ভিতরে গিয়া আসনে বসিল। নারীরা কলকণ্ঠে হুলুধ্বনি করিল,—বাদ্য সব বাজিয়া উঠিল। গলবস্ত্র হইয়া রত্নময়ী মন্দির দ্বারে প্রণাম করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ভূ-নত হইয়া দেবতাকে প্রণাম করিল। পুঁথিখানি স্মৃতিরত্নের হাত হইতে পড়িয়া গেল। ঘোষাল কুড়াইয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া আবার তাঁহার হাতে দিল। স্মৃতিরত্ন গিয়া তারণের কাছেই আর একখানি আসনে বসিলেন।

পূজা আরম্ভ হইল।

৪

"এই যে, আসুন বাঁড়ুয্যেমশাই? নমস্কার! ব'স্‌তে আজ্ঞে হ'ক্‌।"

সুখাসন হইতে সম্ভ্রমে উঠিয়া জমিদার রামজীবন চৌধুরী মহাশয় ভবদাস ঠাকুরকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। প্রতিনমস্কার করিয়া ভবদাস ফরাসে উঠিয়া গিয়া বসিলেন।

"কি হ'য়েছে বলুন ত? ঘোষাল মশাই গিয়ে ব'ল্লেন, আপনি ডেকেছেন।"

"হাঁ, তা—আপনাকে ক্লেশ দিতে হ'ল—"

"বিলক্ষণ! এ আর ক্লেশ কি? কতটুকুই বা পথ? আর সদা-সর্ব্বদাই ত এদিকে আস্‌ছি।"

"সময় ত আপনার নষ্ট হ'ল। সকালবেলায়—আপনি এখন শাস্ত্রালোচনা করেন—"

একটু হাসিয়া ভবদাস কহিলেন, "অধ্যয়ন করি। কিন্তু সবই আপনারা যাকে শাস্ত্র বলেন, তা নয়। দেখ্‌ছি, এ ভ্রান্তি কারও দূর হ'ল না।"

করজোড়ে চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "কি জানেন, স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আপনি—"

আবার একটু হাসিয়া ভবদাস কহিলেন, "এও, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে, আর একটা ভ্রান্তি আপনাদের। ব্রাহ্মণসন্তান আমি, বিদ্যার আলোচনাতেই যদি তার স্বধর্ম্মে নিরতি হয় তবে স্বধর্ম্মনিরত আমাকে ব'ল্‌তে পারেন; আর কোনও গুণে কি কর্ম্মে নয়। আর ঠিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত যাঁকে লোকে ব'ল্‌তে পারে, তাও আমি নই।"

"না না, অসন্তুষ্ট হবেন না বাঁড়ুয্যেমশাই। সেভাবে কথাটা আমি

বলিনি। দানপ্রত্যাশী আপনাকে কেউ ব'ল্‌তে পার্‌বেনা।' এই ত আট নয় বৎসর আমাদের ভাগ্যক্রমে শুভাগমন আপনার এখানে হয়েছে। তা, কই, একটি দিনের তরেও ত কোনও দান কি বিদায় অধ্যাপক পণ্ডিত হিসেবে আপনাকে গ্রহণ করাতে পারিনি ?"

"অধ্যাপনাও ত কখনও করিনে। তবে কেউ কখনও গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌লে তার উত্তর দিতে হয়। আলোচনার জন্যও কেউ কখনও উপস্থিত হয়। এই যেমন আপনার পুত্র শশাঙ্ক মধ্যে মধ্যে গিয়ে থাকেন।"

"শশাঙ্ক আপনার ওখানে যায়! বিদ্যার আলোচনা কর্‌তে! এ ত জান্‌তাম না। আহা, শুনে বড় আনন্দিত হ'লাম বাঁড়ুয্যেমশাই!"

"হাঁ, যায় মধ্যে মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ইতিহাস-শাস্ত্র প'ড়েছে। প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যাদি সম্বন্ধে যদি আমার কাছে কিছু জান্‌তে পারে, তাই যায়।"

"বটে! বটে! বিদ্যার আলোচনায় শশাঙ্কর এত আগ্রহ আছে? তা ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাও কিছু করে ত ?"

"দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বালোচনাও মধ্যে মধ্যে হয় বই কি ?"

"ঐ হ'ল! সেই ত ধর্ম্মতত্ত্ব।"

"না। দর্শনতত্ত্ব কেবলই ধর্ম্মতত্ত্ব নয়। লোকের কেমন একটা ভ্রান্ত সংস্কার আছে দর্শন বল্‌তে কেবল ধর্ম্মের কথাই বোঝায়। কেবল তা কেন? অনেকে মনে করেন, সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির আকারে যা কিছু গ্রন্থ আছে, সবই ধর্ম্মের কথা। এটা জানা উচিত তাঁদের, সেকালে এদেশের অধিবাসিরা কেবল ধর্ম্মের আলোচনাই ক'রতেন না। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাঁদের চিন্তা পরিচালিত হ'ত, সকল দিকেই উন্নতি লাভের চেষ্টা তাঁরা ক'রতেন।"

"সে যাই হ'ক, ওসব মহাপণ্ডিত ব্যক্তি আপনারাই জানেন। আমরা অল্পবুদ্ধি লোক, বয়সও গত হ'য়ে এল, ধর্ম্মশাস্ত্রের কথাই জান্‌তে শুন্‌তে একটু চাই। তা দেখুন, শশাঙ্ক যখন যায়ই আপনার ওখানে, ধর্ম্মতত্ত্বের দিকে তার মনটা যদি একটু আকৃষ্ট কর্‌তে পারেন, বড় উপকৃত হব। কি জানেন, একটু উদ্বিগ্ন আমি হ'য়ে উঠ্‌ছি। লেখাপড়াও শিখেছে, কু-রীতিনীতিও স্বভাবে কিছু নেই। তবে ধর্ম্মে শ্রদ্ধানিষ্ঠার কোনও লক্ষণ দেখ্‌তে পাইনে। আচারনিয়মটিয়মও মান্‌তে কিছু বড় চায় না।"

একটু হাসিয়া ভবদাস কহিলেন, "সে সব যদি বাঞ্ছনীয়ই মনে করেন, অন্য কাউকে নিয়োগ করুন। শশাঙ্কর--কেবল শশাঙ্ক ব'লে কেন—কারও ধর্ম্মগুরুর দায়িত্ব নিতে পারি, এ স্পর্দ্ধা আমি রাখিনে।"

"না না, গুরু কেন হবেন? কুলগুরু র'য়েছেন, সময় যখন হবে, দীক্ষাদি তাঁর কাছেই নেবে। তবে উপদেষ্টা ত সকলেই হ'তে পারেন—"

"পণ্ডিত হ'লেই ধর্ম্মোপদেষ্টা সকলে হয় না। সে অধিকার যাতে হয়, তা আমার নেই। তাই ব'লছিলাম, ব্রাহ্মণপণ্ডিত আমি নই। দান-প্রত্যাশার কথা উঠ্‌তেই পারে না, সেটা আপনিও জানেন, আমি জানি। তবে ব্রাহ্মণপণ্ডিত কেবল বিদ্যাভিমানী আর দানপ্রত্যাশীই নন, ধর্ম্মে নিষ্ঠা প্রভৃতি আর কতকগুলি লক্ষণ তাঁদের চরিত্রে আছে—থাকা অন্ততঃ উচিত। কিন্তু তার কোনও দাবী আমি ক'র্‌তে পারিনে।"

একটু হাসিয়া চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "ও-ত আপনি ব'লেই থাকেন। অসাধারণ বিদ্যার লক্ষণই হ'ল বিনয়। 'আচারোবিনয়ো বিদ্যা' এই যে 'নবধা কুললক্ষণম্'—তার কোন্‌টার অভাব আপনাতে আছে বলুন?"

"অনেকটারই আছে। যে যাক্। আমার দুর্ভাগ্য—লোককে বোঝাতে

পারলাম না। যা পেতে পারি, তার চাইতে অনেক বেশী শ্রদ্ধা লোকে আমাকে দেয়। কি ক'রব? বড় দুর্ভাগ্য, ঋণগ্রস্তই কেবল হচ্ছি। তা কি জন্য স্মরণ ক'রেছেন আমাকে?"

"স্মরণ ত ক'রেছিলাম—কি জানেন, বড় একটা বিপদেই প'ড়ে গিয়েছি। ভাবলাম শেষে 'বিপদি মধুসূদনম্'—"

বলিতে বলিতে চৌধুরী মহাশয় একটু হাসিলেন।

ভবদাসও হাসিয়া উত্তর করিলেন "তা—ও নামটা আমাকে দিতে পারেন। কারণ মধু ব'ল্‌তে আমার এ জীবনে কিছুই নাই, সব 'সূদন' ক'রেই ফেলেছি। কঠোর নীরস মন, কঠোর নীরস সব পুঁথিতেই নিবদ্ধ হ'য়ে আছে। ব্যবহারও যারপরনাই কঠোর। লোক সব দূরে দূরেই থাকে, কাছে কেউ বড় আসে না। তাই বোধহয় আমি যে ঠিক কি, তা কেউ জানে না। পাথরের দেবমূর্ত্তির মতই ভয়ে ভয়ে দূর থেকেই প্রণাম ক'রে সরে যায়।"

"ভয়ে নয় বাঁড়ুয্যে মশাই, ভক্তিতে।"

"ভক্তি যদি মধুর বৃত্তি হয়, তা কেউ আমায় ক'র্‌তে পারে না। তবে অবোধ্য একটা মহিমা আরোপ ক'রে সম্ভ্রম ক'র্‌তে পারে। সেটাকেও লোকে ভক্তি ব'লে ভুল করে।"

হাসিয়া চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "সে যাই বলুন বাঁড়ুয্যে মশাই, দু'শ বার ব'লব, ভক্তিই আপনাকে আমরা করি। সম্ভ্রমও যথেষ্ট করি। দেবতাকেও ত লোকে ভক্তি করে, আবার সম্ভ্রমও করে। দোরে ভক্তিতে গড়াগড়ি দেয়, কিন্তু ভরসা ক'রে চরণস্পর্শও করে না, ভয় পায়। পূজার দ্রব্যাদি নিয়ে যায় কত সাবধানে, কত বাদ বিচার ক'রে।"

ভবদাস কহিলেন, "খাঁটি ভক্ত বোধ হয় তারা নয়। হ'লে, দোরে নয়, একেবারে ঘরে গিয়েই গড়িয়ে প'ড়ত। যা ভাল লাগত, নির্ভয়ে

গিয়ে আপন হাতে দেবতাকে দিত। অত বাদ বিচার ক'রত না, সাবধানও হ'ত না। ভক্তি এরা যেটুকু করে, ভয় করে তার চাইতে অনেক বেশী।"

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "আমি ত ভয়ে দূরে রইনি, ভক্তের মতই নির্ভয়ে আপনার চরণে আজ শরণ নিয়েছি। এখন এ বিপদে আমাকে রক্ষা ক'রতে হবে।"

ভবদাস একটু বিস্মিতভাবেই চাহিয়া কহিলেন, "আমি রক্ষা ক'রতে পারি এমন কি বিপদ আপনার হ'তে পারে?"

"তা পারে বই কি, বাঁড়ুয্যে মশাই, তা পারে বই কি? বিপদ ত ঐহিকও আছে, আবার পারত্রিকও আছে।—এই যে স্মৃতিরত্ন মশাই! কি, ব্যাপার কি? এত ব্যস্ত যে? বসুন, নমস্কার!"

"আর বসুন! ব্যস্ত যে তাই আবার জিজ্ঞাসা ক'রছেন? সুস্থ হব কিসে? এতবড় বেহদ্দ বেহায়া—আপনি নিষেধ ক'রলেন, আপনার বিগ্রহ, আপনার মন্দির, আপনার বিহিতা সংকল্পিতা পূজা—"

"কি, কি হ'য়েছে? তারণ বুঝি গিয়ে পূজো আরম্ভ ক'রেছে!"

"তবে আর ব'লছি কি? আপনি আদেশ করলেন, অতি ক্ষিপ্র স্নানাহ্নিক সে'রে—নিত্যক্রিয়ান্বিত না হ'লে নৈমিত্তিক কাম্যাদি কর্ম্মে ত অধিকার হয় না—তাই সেগুলো সমাধা ক'রে নিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হ'য়ে গেল। তা গিয়ে দেখি মূঢ় পূজায় ব'সে গিয়েছে! ডাকলাম, নিষেধ ক'রলাম, ফিরেও চাইল না! শ্রীশ্রী৺ভগবান্ নীলকণ্ঠ মহাদেবের পূজার আসনে উপবিষ্ট,—বলপূর্ব্বক বহিষ্কৃত ক'রে ত দিতে পারি না। তাই আপনার নিকটেই ছুটে এলাম।"

বিশেষ উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ভবদাসের দিকে চাহিয়া চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "এই ত দেখুন বাঁড়ুয্যে মশাই! পারত্রিক বিপদের কথা ব'লছিলাম—এর চাইতে সেই পারত্রিক বিপদ আর কি হ'তে পারে? শ্রীশ্রী৺ভগবান্

নীলকণ্ঠ মহাদেবের সেবার ভার এই অধমের শিরে এসে অধুনা প'ড়েছে। আমারও যেমন দুর্ব্বুদ্ধি, তত্ত্বখবর কিছু রাখিনি,—নিশ্চিন্তই ছিলাম যথাশাস্ত্রই পূজাদি সম্পন্ন হ'চ্ছে। তা তারণ যে এত বড় প্রবঞ্চনা ক'রে আমাকে প্রত্যবায়ের ভাগী ক'রছে—"

"প্রবঞ্চনা! তারণ—"

"জ্ঞাতসারে না করুক, ঠাকুর ত তাঁর বিহিত পূজায় প্রবঞ্চিত হ'চ্ছেন।—"

স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "আর ঠাকুর স্বয়ং প্রবঞ্চিত হ'চ্ছেন, সে যে অতি ভয়াবহা প্রবঞ্চনা! জ্ঞাতসারেই হ'ক্, কি অজ্ঞাতসারেই হ'ক্, অপরাধ অমার্জ্জনীয়। কর্ত্তামহাশয় সদাশিব কৃপাসিন্ধু, নইলে অন্য কেউ হ'লে মাথা মুড়ে ঘোল ঢেলে গ্রাম থেকে তাকে বহিষ্কৃত ক'রে দিত! সাত পুরুষের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ, প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি যাঁর সেবায় সমর্পিতা, তাঁর পূজায় প্রবঞ্চনা! আর সেই প্রবঞ্চনা ক'রছে সেই দেবোত্তরভোগে পরিপুষ্ট তাঁরই পূজক! আবার তার জন্যে প্রত্যবায়ের ভাগী হ'চ্ছেন কিনা সাক্ষাৎ এই মহাদেবতুল্য পুরুষ, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতার সম্পত্তিদাতার সুযোগ্য বংশধর!"

একটু হাসিয়া ভবদাস কহিলেন "সেবায় প্রবঞ্চনা যদি হ'য়েই থাকে, তার জন্যে প্রত্যবায়ের ভাগী কেউ হ'লে হবে তারণ, কর্ত্তামশাই কেন হবেন?"

কর্ত্তামহাশয় কহিলেন. "আমিই ত হব। ঠাকুরের মূল সেবক হ'চ্ছি আমি। তারণ ত প্রতিনিধি। শৈথিল্যেই হ'ক্, কি অপাত্রে অতি বিশ্বাস হেতুই হ'ক্, প্রতিনিধির ত্রুটির জন্য কর্ত্তাই দায়ী। আপনি জানেন না বাঁড়ুয্যে মশাই, তারণ এত দিন কি ক'রেছে?"

"শুনেছি কিছু কিছু। তারণের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল।"

"সে কি ব'লেছে জানিনা। মোট কথা হ'চ্ছে এই, সে যে পূজো করে, সে শ্রীশ্রী৺ভগবান্ নীলকণ্ঠেরই পূজো হয় না—"

"হুঁ—"

"তাহ'লে বলুন দেখি, তার হাতে পূজোর ভার কি একটি দিনও আমি আর রাখ্‌তে পারি?"

স্মৃতিরত্ন টিপ্পনী করিলেন, "কি ব'লব? কর্ত্তামশাই একেবারে সদাশিব, কোনও কিছু চেয়ে দেখবেন না। নইলে এই সব প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট বিগ্রহের পূজার ভার কি ওদের হাতে রাখ্‌তে আছে? একেবারে আকাট মূর্খ! ওরা কি পূজা বোঝে, না মন্ত্র কিছু জানে? মন্ত্রটা মুখেই উচ্চারণ হয় না! ধ্যান বলে, 'ধেন্নেত্যং মহেশং'! অর্থ বলে কিনা, মহাদেব ধেই ধেই নেত্য করেন—হাঃ হাঃ হাঃ! ও ক'রবে আবার শ্রীশ্রী৺ভগবান্ নীলকণ্ঠ মহাদেবের পূজা—যিনি হ'লেন, 'বালার্কাযুততেজসং ধৃতজটাজটেন্দু-খণ্ডোজ্জ্বলং'—আহা, কি ধ্যান! কি মধুর গম্ভীর ঝঙ্কার ওর প্রতি শব্দে ধ্বনিত হ'চ্ছে! সাধ্য আছে সাত বছরেও তার একটি শব্দ ও তার গার্দ্দভ কণ্ঠে ঝঙ্কৃত ক'রে তুল্‌তে পারে?"

ভবদাস নীরব। চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "তাহ'লে কি বলেন বাড়ুয্যে মশাই? কি আমার এ অবস্থায় কর্ত্তব্য হ'তে পারে?"

ভবদাস উত্তর করিলেন, "কর্ত্তব্য ত আপনি স্থিরই ক'রেছেন চৌধুরী মশাই। আমি আর নতুন কি ব'লব?"

"স্থির যা ক'রেছি, তাতে অন্যায় হ'য়েছে আমার কিছু?"

"আপনাদেরই প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। কি প্রণালীতে তাঁর পূজা অর্চ্চনাদি হবে, সেটা নির্দ্দেশ ক'রবার অধিকার অবশ্য আপনাদের আছে।"

"তাহ'লে তারণ যদি সে প্রণালীতে পূজো না করে কি ক'রতে না পারে—"

"আপনারা ব'ল্লে পূজো তার ছেড়ে দেওয়াই উচিত হবে।"

"তাহ'লে দেখুন দেখি কত বড় বেয়াদবী তার! আমি তাকে নিষেধ ক'র্‌লাম কাল—"

"একেবারে স্পষ্ট ত নিষেধ করেন নি, বাবা। সে যখন উঠে গেল, চূড়ান্ত কোনও কথাই হয় নি।"

শশাঙ্ক দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—সে এই মন্তব্য করিল।

ভ্রূকুটি করিয়া চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "নিষেধ আর কাকে বলে? আমার যে ইচ্ছা নয় সে আর শ্রীশ্রী৺ভগবান্ নীলকণ্ঠ মহাদেবের পূজো করে, একথাটা বুঝ্‌তে কি তার বাকী ছিল?"

"হাঁ, এটা সে বুঝেছিল। কিন্তু আপনার ইচ্ছা নয় ব'লেই যে পূজোর অধিকার তাকে ছেড়ে দিতে হ'বে, এটা সে মনে করে নি।"

"কেন মনে করে নি? সে কি ভাবে বিগ্রহ তার?"

"বিগ্রহ তার না হ'ক্, সে মনে করে বিগ্রহের দেবতা তারও বটেন।"

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "বাপু, তুমি নাস্তিক, দেবদ্বিজে ভক্তিশ্রদ্ধা কিছু নেই, ধর্ম্মশাস্ত্রেও কোনও অধিকার নেই। তোমার এ সব বিষয়ে কোনও কথা ব'ল্‌তে আসা একেবারেই অনধিকার চর্চ্চা!"

শশাঙ্ক উত্তর করিল, "ব'লতে কিছু যাইও না আমি। তবে কাণে যা আসে, শুন্‌তেই হয়। আর শুন্‌লে ভাল মন্দটাও কিছু না ভেবে লোকে পারে না। সে যাই হ'ক, তারণ অতি সরল লোক, তার সম্বন্ধে অন্যায় কোনও কথা হ'লে—"

"অন্যায়! হতভাগা বেয়াদব ছেলে!—অন্যায়! আমি বলি অন্যায় কথা? আর ঐ তারণের সম্বন্ধে! কে সে? ঐ তারণ, ভিখারীর অধম, আমার অন্নদাস!—সে আবার আমার ন্যায় অন্যায় কথার যোগ্য?"

"থাম শশাঙ্ক! উনি পিতা। ওঁর সাম্‌নে বিনীত হ'য়েই কথা বলা তোমার উচিত।"

কিছু উত্তেজিত হইয়াই শশাঙ্ক কি বলিতে যাইতেছিল।—ভবদাসের এই উপদেশে থামিয়া গেল। ভবদাসের সম্মুখে সহসা এরূপ উষ্ণতা প্রকাশে চৌধুরী মহাশয়ও কিছু লজ্জা বোধ করিলেন। কহিলেন, "তা দেখুন বাঁড়ুয্যে মশাই, ইংরেজি লেখাপড়া শিখে, পাশ টাশ ক'রে ছোকরাগুলো আজকাল এম্‌নি বেয়াদব হ'য়ে উঠেছে যে গুরুজন কাউকে গ্রাহ্যই বড় কর্‌তে চায় না। শশাঙ্কর এই দোষটা বড় বেশী হ'য়েই উঠেছে। কথায় কথায় এত অনধিকার চর্চ্চা ক'র্‌তে আসে যে সর্ব্বদা আমি ধৈর্য্য রাখ্‌তে পারি না।"

ভবদাস কহিলেন, "বয়স্ক পুত্র, গুরু কোনও কাজে ওর পরামর্শটা নিয়ে চ'ল্লেই বোধ হয় ভাল হয়।"

"তা ত নিই-ই, কেন নেব না? শাস্ত্রও ব'লেছেন, 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।' তবে কিনা—বৈষয়িক সব জটিল ব্যাপারে—তা দেখুন বাঁড়ুয্যে মশাই—(একটু কাসিয়া) ওরা ছেলেমানুষ—অতি সরল বুদ্ধি, কোমল চিত্ত—বিষয়-সম্পত্তি ত রক্ষা কর্‌তে হ'বে—অবশ্য যখন যা বলে শুনি,—তবে সর্ব্বদা কি ওদের কথা মত চলা যায়? আর এক আপত্তি আমি করি ধর্ম্ম বিষয়ে। ওর ওই নাস্তিকী মতিগতি—

একটু হাসিয়া শশাঙ্ক কহিল, "আজ্ঞে, আমিও এসব বিষয়ে কোনও কথা বল্‌তে চাই না। তবে তারণের কথা আলাদা। ওরা মূর্খ বলুন, তার মত সাধুস্বভাবের লোক আর বড় দেখি না। তাকে ভালবাসি, বড় শ্রদ্ধাও করি। তাই দুই একটা কথা বল্‌তে চেয়েছিলাম। তা আপনি নিষেধ ক'র্‌লেন, আর বল্‌লাম না। সে যাই হক, তাকে নিয়ে এত কথা-কথির দরকার আমি কিছু দেখ্‌ছি নি। আমার মনে হয়,

আপনি যদি স্পষ্ট ব'লে দেন, তুমি আর পূজো ক'রতে এসো না, জোর ক'রে সে গিয়ে পূজো ক'রতে ব'সবে না। ডেকে কেন তাই ব'লে দিন না?"

"বেশ, তাই তবে দিচ্ছি।—ওরে, কে আছিস্‌রে ওখানে? এই যে বিন্দে—হাঁ, যা ত বিন্দে, তারণকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় ত চট ক'রে।"

বিন্দে চলিয়া গেল। চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "তাহ'লে বাঁড়ুয্যে মশাই, তারণকে ত ছাড়তে হ'ল। এখন পূজোটার কি ব্যবস্থা করা যায় বলুন ত?"

"আপনার নির্দ্দেশমত পূজো ক'রতে পারেন, এমন কারও হাতে ভার দিন।"

ভাবগদগদস্বরে স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "'বালার্কাযুততেজসং ধৃত-জটাজটেন্দুখণ্ডোজ্জ্বলম্'—আহা! যেমন মধুর সমধুর নাম নীলকণ্ঠ, তেমনই সুললিত তাঁর ধ্যান-ঝঙ্কার! আবার তেমনই ভক্তিরসদ্রবময়ী তাঁর অর্চ্চনার ধারা। ধূপগন্ধে আমোদিত, ঘৃতপ্রদীপশিখায় আলোকিত, পুষ্পনৈবেদ্যাদিপরিশোভিত ঐ মন্দিরে শুদ্ধাসনে আসীন হ'য়ে, 'ওঁ নমো নীলকণ্ঠায় এতৎ পাদ্যং শ্রীশ্রী৺ভগবতে নীলকণ্ঠায় নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টাধ্বনিসহকারে এক একটি উপচার যখন পূজক শ্রীশ্রী৺ভগবান্ নীলকণ্ঠ মহাদেবের চরণে উৎসর্গ ক'রবেন, অপূর্ব্বা অতুলনীয়া এক ভক্তির গঙ্গা সেই মন্দিরে উচ্ছ্বসিতা হ'য়ে উঠবেন। দিব্য চক্ষে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—"

স্মৃতিরত্নের এই ভক্তির উচ্ছ্বাসের দিকে বিশেষ মনোযোগ না দিয়া চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "দেখুন বাঁড়ুয্যে মশাই, সকলের শ্রদ্ধাভাজন সুপণ্ডিত সত্ত্বগুণান্বিত প্রবীণ কোনও ব্রাহ্মণের হস্তে পূজার ভার অর্পণ ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে চাই।"

স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "সে ত বটেই, সে ত বটেই! নইলে ইনি ত আর

যে সে শিব নন, স্বয়ং নীলকণ্ঠ! শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, চরিত্রে সত্ত্বগুণাধিক্য, বয়সে প্রবীণত্ব, ক্রিয়াকর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠত্ব না থাক্‌লে, কেউ এঁর যথাবিহিত পূজানুষ্ঠান নির্ব্বাহ ক'রতে পারে? ইনি আবার শঙ্খচক্রধনুঃশরধরা চতুর্ভুজা দুর্গাদেবীর ভৈরবরূপী। সুতরাং তাঁরও যথাবিহিতা অর্চ্চনা প্রয়োজনা! 'গৌর্য্যৈ নমঃ' ব'লে একটি সগন্ধ পুষ্পমাত্র পিনাকের ওপর ফেলে দিলেই ত তাঁর পূজা হ'ল না? গৌরী হ'লেন গৌরী, আর ইনি হ'লেন দুর্গা—

"সিংহস্থা শশিশেখরা
মরকতপ্রাখ্যচতুর্ভিভুর্জৈঃ।
শঙ্খং চক্রধনুঃশ্চরাংশ্চ
দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা॥"

শশাঙ্ক কোনও মতে হাসি চাপিতে চাপিতে মুখ ফিরাইল। চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "তাই ব'লছিলাম বাঁড়ুয্যেমশাই, আপনি যদি দয়া ক'রে—"

"আমি!"

স্মৃতিরত্নের প্রোৎফুল্ল মুখমণ্ডল মুহূর্ত্তে বিশুষ্ক ও পরিম্লান হইয়া পড়িল। শশাঙ্ক ফিরিয়া কহিল, "স্মৃতিরত্নমশাইকে কেন দিন না বাবা? ভক্তিলোলুপ হ'য়ে উনি যে একেবারে হাত বাড়িয়ে রয়েছেন।"

একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "শ্রীশ্রীভগবান্ নীলকণ্ঠ মহাদেবের পূজার অধিকার লাভে ভক্ত কে না লোলুপ হয় বাবা? তবে লোকে ব'লে, বাঁড়ুয্যেমশাই বহু শাস্ত্র অধিগত ক'রেছেন, যশোভাগ্যও অসাধারণ। তা কর্ত্তামশাই যদি ওঁকেই পূজকের পদে বরণ ক'রতে চান—"

ভবদাস বলিয়া উঠিলেন, "না না, সে কি কথা? পূজকের পদে বৃত হ'তে আমি পারি না।"

করজোড়ে অনুনয়ের স্বরে চৌধুরীমহাশয় কহিলেন, "এ কৃপাটুকু বাঁড়ুয্যে মশাই, অধমকে ক'রতেই হবে। বহুদিন যাবৎ বড় আগ্রহ আমার, আপনার দ্বারা দেব-কার্য্য কিছু করাই। তবে স্মৃতিরত্ন মশাই হ'লেন কিনা কুলপুরোহিত, গৃহে পূজা-হোমাদি সব উনিই করেন। সে অধিকারে ত বঞ্চিত ওঁকে ক'রতে পারি না। ওদিকে শ্রীশ্রীভগবান্ নীলকণ্ঠ মহাদেবের অর্চ্চনা তারণরাই ক'রে আস্‌ছে। তাকেই বা কি বলি? তা এতদিন পরে বাবার কৃপায় ভাগ্যে এমন সুযোগ যদি উপস্থিত হ'ল, কেন এতে বঞ্চিত হই? অগাধ পাণ্ডিত্য আপনার সকল শাস্ত্রে, এমন পূজক শ্রীশ্রীভগবান্ নীলকণ্ঠ মহাদেবের জন্য কোথায় আর পা'ব?"

ভবদাস কহিলেন, "আপনি ভুল বুঝছেন চৌধুরী মশাই। পূজকের গুণ পাণ্ডিত্য নয়, ভক্তি। সে ভক্তি—না, আমাতে নাই।"

"কেন আর ছলনা কর্‌ছেন বাঁড়ুয্যেমশাই? ওকথা কি আমরা মেনে নিতে পারি? তবে কিনা—তারণকে আপনি অতি স্নেহ করেন। তা তাকে ত অন্নে আমি বঞ্চিত ক'রছি না। তার সে দেবোত্তর সে যেমন ভোগ ক'রছে, তেম্‌নি ক'রবে। বিগ্রহের সেবার্থে আমি নূতন দেবোত্তর আর সরকার থেকে প্রচুর বার্ষিকের ব্যবস্থা ক'রব। সুতরাং এ জন্যে আপনার দ্বিধা বোধ করবার ত কোনও কারণ নাই।"

ভবদাস কহিলেন, "না না, আপত্তির কারণ—কেবল তাই নয়। কারও কোনও প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজার অধিকারই আমার নাই।"

"কার তবে আছে?"

"যার আছে, তার আছে,—আমার নাই। তারণের আছে, আমার নাই। আমাকে মার্জ্জনা ক'রবেন চৌধুরী মশাই। অধিক বাদানুবাদ

এ নিয়ে নিষ্প্রয়োজন। পূজকের অভাব আপনার হবে না। ঐ ত স্মৃতিরত্ন মশাই রয়েছেন—"

"উনি ত রয়েছেনই। কুলপুরোহিতও বটেন। তবে কিনা—মহাযোগে স্নানদানাদিতে যেমন ফলাধিক্য আছে, মহাপণ্ডিতের পূজায়ও তেমনই পুণ্যাধিক্য, ঐহিক্‌পারত্রিক মঙ্গলাধিক্য লাভ করা যায়। বড় আশাই ক'রেছিলাম বাঁড়ুয্যে মশাই—"

"কি ক'রব চৌধুরী মশাই? যাতে আমার অধিকার নাই—"

"আমি দিচ্ছি, অধিকার কেন আপনার থাক্‌বে না?"

"সে অধিকার আপনি দিতে পারেন না।"

"কে তবে পারে?"

"যিনি পারেন তিনি দেন নি। এই যে তারণও এসেছে। ওঁকে এখন যা ব'লবার ব'লে দিন।"

তারণ কহিল, "ব'লবেন আর নতুন কি? জবাব ত এক রকম দিয়েই দিয়েছেন। তবু—"

ভবদাস কহিলেন, "ওঁদের যখন ইচ্ছে নয়, পূজো তোমার ছেড়েই দেওয়া উচিত হবে তারণ।"

"দিতে হয় দেব। উনি জমিদার, বড়লোক। ওঁর সঙ্গে লাঠালাঠি ক'রে পূজো ক'রব, সে বল আমার থাক্‌লে ত?"

বলিতে বলিতে চক্ষে জল আসিল, কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইল।

ভবদাস কহিলেন, "ক্ষুব্ধ হ'চ্ছ কেন তারণ? ভক্তি যদি থাকে, ঠাকুরকে নিজের মনেই পাবে।"

চক্ষু মুছিয়া তারণ উত্তর করিল, "ঠাকুর মনেও আছেন, বাইরেও আছেন। আমার মনের ঠাকুর বাইরে ওই নীলকণ্ঠ। মন মনে আছে ব'লে দেহটার উপরেও ত মমতা লোকের কম হয় না? কর্ত্তাবাবু কেড়ে

নিচ্ছেন, নিন। তাই ব'লে দুঃখ হবে ঠেকাব কি ক'রে? কান্না যদি পায়, না কেঁদে কি ক'রে পারব?"

বলিতে বলিতে তারণ কাঁদিয়াই ফেলিল।—ভবদাস তখন চৌধুরী-মহাশয়কে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন। ক্ষুদ্রতর একটি প্রতিনমস্কার ব্যতীত সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কিছু শঙ্কিত ভাবে তারণের দিকে চাহিয়া চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "এই দেখ! এও ত তোমার বড় অন্যায় তারণ! অশ্রুপাত করছ? পূজো ক'রতে পারবে না, আবার অভিসম্পাত এনে আমার মাথায় ফেলছ?"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে তারণ কহিল, "অমন সর্ব্বনেশে কথা ব'লবেন না কর্ত্তাবাবু! কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দেবেন না! কাঁদছি, দুঃখু হয়েছে—না কেঁদে পারিনে তাই। আপনার মন্দ কিছু মনেও ভাবিনি।"

"ভাব আর নাই ভাব, অশ্রুপাত ত ক'রছ, ওতেই যে আমার অমঙ্গল হবে। পাকে চক্রে ওই হ'ল অভিসম্পাত। তা এত ক্ষুব্ধই বা কেন হ'চ্ছ? স্পষ্টই ত ব'লেছি, চাও, লিখেই বরং দিচ্ছি, যে দেবোত্তর তোমাদের দেওয়া আছে তোমাদেরই থাকবে। পূজো না ক'রেও তোমার প্রাপ্য যা তা ত পাচ্ছই!"

তারণ বলিয়া উঠিল, "প্রাপ্য কিছু চাইনে কর্ত্তাবাবু, চাই পূজো। তাই যদি না করতে পেলাম, প্রাপ্য আবার কিসের নেব? আপনার দেবোত্তরই বা কেন খাব?"

"কি খাবে তবে?"

"সে ভাবনা আর আপনার কেন? ঠাকুর যা জোটান, খাব। না জোটান উপোস ক'রব!"

"কি সর্ব্বনাশ! তাহ'লে ব'লতে যাও, অন্নে তোমাকে আমি বঞ্চিত ক'রছি?"

তারণ উত্তর করিল, "অন্ন যদি ভোগে ঠাকুর রেখে থাকেন, বঞ্চিত কেউ তায় কর্‌তে পারবে না। গাঁয়ের সবাই কি আপনার দেওয়া দেবোত্তর খেয়ে আছে?"

"তোমরা ত ছিলে এতদিন, কেন তা ছেড়ে দেবে? দিয়ে আমাকে প্রত্যবায়ের ভাগী ক'রবে?"

"আমি নিজে ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি কেন প্রত্যবায়ের ভাগী হবেন?"

"ছেড়ে ত দিচ্ছ রাগ ক'রে, পূজোরী রাখ্‌ছি না বলে। না তারণ, সে পার্‌বে না! তোমার দেবোত্তর—না হয় ব্রহ্মোত্তরই বলা যাবে এখন—ও তোমাকে রাখ্‌তেই হবে!"

"ভাল! এত ভারী মজার কথা! আমি খাব না, জোর ক'রে আপনি খাওয়াবেন?"

"হাঁ, খাওয়াব! জুতো মেরে খাওয়াব! এত বড় অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড তুমি, ব্রহ্মবৃত্তিহরণের নিমিত্তের ভাগী করিয়ে ইহকাল পরকাল—একেবারে দুই দিকেরই সর্ব্বনাশ তুমি আমার ক'রবে?"

হি হি করিয়া তারণ হাসিয়া উঠিল। কহিল, "কর্ত্তাবাবু! আপনার ইহকাল ত ঐ খোকাবাবু? তা উনিই জানেন, একগাছি চুলে কেউ ওঁর হাত দিতে পার্‌বে না, তারণ শর্ম্মার দেহে একবিন্দু রক্ত থাক্‌তে। আর পরকাল? সে ঠাকুর জানেন, আর আপনি জানেন। তা সেই পরকালে স্বর্গের সিঁড়ি যদি গেঁথেই থাকেন, সেটা কি এম্‌নি হালকা ক'রেই গেঁথেছিলেন যে তারণের একটা নিশ্বেসে উড়ে যাবে?"

হাসিয়া শশাঙ্ক তখন কহিল, "তারণ! আমি বল্‌ছি, বড় দুঃখ পাব, জমাজমি যদি ছেড়ে দেও। ধর আমি তোমাকে দিচ্ছি—তুমি রাখ।"

তারণ কহিল, "ও ত রাখ্‌তে পারিনে খোকাবাবু। ও' যে বাবা নীলকণ্ঠের সম্পত্তি। তবে হাঁ, আপনি ভালবেসে কিছু দিলে তা ফেলে

দিতে পারি নে। তা বেশ, অন্য জমি যা হয় কিছু দিন, নেব। খাজনা দিয়ে খাব, নাখরাজ নেব না। কেন নেব?"

"আমি দিচ্ছি তাই?"

"খাজনা দিয়েই কি জমি অম্‌নি লোকে পায় খোকাবাবু? সেই যে খুব বড় দেওয়া হবে।"

"আচ্ছা, তাই তবে নিও। কি বলেন বাবা? এতে আপনি সন্তুষ্ট হ'লেন ত?"

কিছু ভ্রূকুটিকুটিল বক্রমুখেই চৌধুরী মহাশয় বসিয়া ইহাদের এই কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন, "না হ'য়ে আর করি কি? যত পাগলের পাল্লায় প'ড়েছি!"

বলিয়া উঠিলেন। বাহিরে যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া কহিলেন, "হাঁ, স্মৃতিরত্ন মশাই, পূজোর কাজটা তাহ'লে আপনিই আপাততঃ চালিয়ে নেবেন।"

"হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!—আমি ত আছিই, আমি ত আছিই—যেরূপ অনুমতি ক'রবেন—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—"

হাতে হাত কচলাইয়া এই বলিতে বলিতে স্মৃতিরত্ন প্রভুর অনুগমন করিলেন।

৫

বেলা আড়াই প্রহর অতীত হইয়াছে। বৈশাখের রৌদ্র চারিদিকে খাঁ খাঁ করিতেছে। নীলনির্ম্মল আকাশ, মধ্যে মধ্যে শুভ্র মেঘখণ্ড যেন দূর দূর দেবলোকের কাশকুসুমে সজ্জিত এক একখানি বিমানের ন্যায় আসিতেছে, যাইতেছে। আবার নিম্নে যতদূর দেখা যায়—বিচিত্র পুষ্পখচিত সমুজ্জ্বল হরিদ্‌বসনা ধরার যৌবনতরঙ্গায়িত নধর ঢল ঢল দেহখানি, বক্ষে লম্বিত তায় তটিনীর শুভ্র মুক্তাহার। ফলভারে আনত সহকার-শাখা দোলাইয়া, কুসুমিতা মাধবী কাঁপাইয়া, তরুলতায় গুচ্ছে গুচ্ছে নব কিশলয় নাচাইয়া, গাব-বকুলফুল, কৃষ্ণচূড়া-কাঞ্চনদল ঝুর ঝুর মাটিতে ফেলিয়া, উদ্দাম সমীরপ্রবাহ হু হু শব্দে ছুটিয়া আসিতেছে! বাঙ্গলার পল্লী—সম্মুখে ঝক্ ঝক্ রাজতশোভা, তর্‌-তর্‌ নৃত্য-চঞ্চলা স্নিগ্ধশীতলসলিলগর্ভা, জোয়ার-স্রোতে পূর্ণা নদী,—চারিদিকে ঘন-পল্লবিত, বিচিত্রকুসুমিত দ্রুমরাজি,—প্রখর রৌদ্রতাপেও বায়ুপ্রবাহ স্নিগ্ধ, মধুরস্পর্শ। নিদাঘের আতপতপ্ত শ্রান্ত-দেহে ইহার সেই স্নিগ্ধ মধুরস্পর্শ পাইয়া মুক্তদ্বার গৃহে গৃহে যেন নেশায় মাতাল হইয়া লোকে ঘুমাইতেছে, কেহ পাটিতে, কেহ মাদুরে, কেহ বা কেবল গৃহতলেই বস্ত্রাঞ্চল বিছাইয়া। বিড়াল-কুকুরটি পর্য্যন্ত নিদ্রাতুর, গাভী গাছের ছায়ায় জাবর কাটিতে কাটিতে ঝিমাইতেছে। গাছের ডালে ঘনপল্লবের মধ্যে বধূবিরহবিধুর পাখী শুধু উদাস সুরে ডাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে—'বউ কথা কও! বউ কথা কও!'

একটি অশ্বত্থতলে বসিয়া ওই পাখীর মতই উদাস প্রাণে মন্দিরের দিকে চাহিয়া তারণ বসিয়াছিল। তার মনে হইতেছিল পাখী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছে, 'আমার ঠাকুর কই! আমার ঠাকুর কই!'

অদূরেই নদীতীরে আর একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া নদীর দিকে চাহিয়া ভোলা পাগলা কি ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে তার চক্ষু দুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল,—গান ধরিল,—

"কই ভোলা, কই কেমন ভোলা,
ভোলাতে ত পার্‌লে নাকো!
ভোলা কি তাই ভাঙ্গের ঘোরে
আর সবারে ভুলে থাকো!
পাগল তোমায় কেউ বা বলে,
ভূত নিয়ে সব বেড়াও খেলে,
গন্ধ ফেলে ভস্ম চিতার
তুলে তুলে অঙ্গে মাখো।
আবার নাকি ছাই মাখা গায়,
সকল ভূতের মূলে কোথায়
সকল ভুলে একলা তুমি
যোগাসনে ব'সে থাকো!
রও যোগে কি পাগলা খেলায়,
নেচে বেড়াও যেথায় সেথায়,
খুলে দেখাও স্বরূপ, কি তায়
মায়ার ঘনঘোরে ঢাকো।
জানি না, জেনেই বা কি,
আমি চাই ভুলেই থাকি,
সেই ভোলাতেই সব যে খোলা
বম্ ভোলা মন ব'লে ডাকো।"

ভাবের উচ্ছ্বাসে শেষ চরণটি গাহিতে গাহিতে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে নদী তীর ধরিয়া ভোলা পাগলা চলিয়া গেল।

তারণের চক্ষে জল আসিল। আপনমনে কহিল, "ভোলাবে ভোলানাথ? কি ভোলাবে? কাকে ভোলাবে? ভুল্‌তে যে চাইনে ঠাকুর। ভুলিয়ে তোমার পায়ে রাখ্‌বে? রাখ, পায়ে ব'সে পা পূজো ক'রব, ভুলে একেবারে মিলে যাব না।—পূজো ক'রব? কিন্তু মন্দিরের দোর যে বন্ধ ক'রে দিলে।—বাইরে—কই, সে পা ত তোমার খুঁজে পাচ্ছি নি ঠাকুর? লোকে বলে আমি পাগল হ'য়ে যাব। তবে পাগলই কর পাগল! মন্দির ছেড়ে বেরোও। বাইরে গাছের ডালে, পাগলা হাওয়ায়, নদীর ঢেউয়ে, নেচে নেচে বেড়াও! সাথে এ পাগলা ছেলেটাকেও নাচিয়ে নিয়ে বেড়াও, যেমন ওই ভোলাপাগলাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ। নাচ্‌তে নাচ্‌তে ওই চ'লে গেল। বাইরে সে তোমার নাচ দেখ্‌ছে, সাথে সাথে নাচ্‌ছে! আর আমি—কই, দেখ্‌তেও পাইনে, নাচ্‌তেও পারিনে,—হাঁ ক'রে কেবল ঐ মন্দিরের দিকে চেয়েই ব'সে থাকি!"

"এখানে একলাটি ব'সে কি ভাব্‌ছ তারণ দা?"

"কে রে কুমী? তুই কোত্থেকে রে?"

একটু হাসিয়া তারণ উঠিয়া দাঁড়াইল।

কুমারী উত্তর করিল, "তোমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বউ ডেকে পাঠিয়েছিল।"

"কেন রে?"

"রামায়ণ শুন্‌বে ব'লে'।"

"শুনিয়েছিস্‌?"

"শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে প'ল।"

"আর তুই?"

"প'ড়তে প'ড়তে অম্‌নি ঘুমিয়েই প'ড়লাম।"

"কি স্বপ্ন দেখ্‌লি ঘুমিয়ে? মহাদেবের সঙ্গে রাবণের লড়াই?"

"না, ঝড় তুফোন।"

"ঝড় তুফোন! খাঁ খাঁ ক'রছে এই ব'শেখের রোদে ঝড় তুফোন!"

"খাঁ খাঁ ক'রছে এই ব'শেখের রোদেও হঠাৎ মেঘ ক'রে কালবৈশেখীর ঝড় কি ওঠে না তারণদা? ঐ যে তর্‌তরে সুন্দর নদী—পাল তুলে দেখ কত নৌকো যাচ্ছে। ছোট ছোট ঐ ঝক্‌ঝকে ঢেউগুলির মাথায় কেমন দিব্যি যেন আহ্লাদে হেলে দুলে নেচে চ'লেছে! এখুনি হয় ত মেঘ ক'রে ঝড় আস্‌বে। ঢেউগুলি আঁধার হ'য়ে গা ফুলিয়ে গ'র্জ্জে উঠ্‌বে। ঐ সব পালের নৌকো—আর নৌকোয় যারা আছে—তখন তাদের কি দশা হবে তারণদা?"

"ঠিক ব'লেছিস্‌ কুমী! এম্‌নি ব'শেখের রোদে, এম্‌নি সপসপে মিঠে হাওয়ায়, অম্‌নি সুন্দর ঝকঝকে ঢেউয়ে নাচা নদীটির ওপর দিয়ে অম্‌নি একখানি পালের নৌকোর মতই আমি যাচ্ছিলাম বুকে আমার ঠাকুরকে নিয়ে! হঠাৎ কালবৈশেখীর ঝড় এল, কালো তুফোনে নদী গ'র্জ্জে উঠ্‌ল, নৌকো বানচাল হয়ে গেল। ভাঙা নৌকো এখন চড়ায় প'ড়ে শুকোচ্ছে,—আর আমার ঠাকুর—"

একটু হাসিয়া কুমারী কহিল, "খুঁজে দেখ, ঐ নৌকোর তলায়ই প'ড়ে আছেন।"

একটু মাথা নাড়িয়া তারণ কহিল, "নাঃ! খুঁজেছি, কিন্তু—কই, পাচ্ছি না ত!"

"এম্‌নি আল্‌গা ক'রেই কি ঠাকুরকে বুকে ধ'রে রেখেছিলে তারণদা?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া তারণ কহিল, "ঐ যে মন্দির দেখ্‌ছিস্‌, ওই

ছিল আমার বুক।. ঠাকুরকে সমেত সেই বুকই আমার কেড়ে নিয়ে গেছে সেই কাল বৈশেখী ঝড়ের সঙ্গে যেন—যেন—একটা দানো এসে!”

“ও! তাই বুঝি ব’সে ব’সে ভাব্‌ছিলে কেড়ে নেওয়া সেই বুক কি ক’রে আবার ফিরে পাবে?”

“নাঃ! সে বুক আর ফিরে পাব না দিদি, ফিরে চাইও না। পরে যা অনায়াসে কেড়ে নিতে পারে, তার আর কদর কি? আজ যদি দয়া ক’রে ফিরিয়ে দেয়, কাল আবার রাগ ক’রে কেড়ে নেবে।”

“কি ভাবছিলে তবে?”

উদাস ভাবে একটু কাল চাহিয়া থাকিয়া গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া তারণ কহিল, “ভাব্‌ছিলাম কি দিদি—ঠাকুর যদি বেরিয়ে আস্‌তেন, নতুন ক’রে বুকটি আমার গ’ড়ে নিয়ে আবার জুড়ে ব’সতেন,—চারধারে আমার গাছের পাতায়, আকাশের হাওয়ায়, নদীর ঢেউয়ে নেচে নেচে বেড়াতেন—”

“বেড়াবেন—ঠাকুর যদি সত্যি হন!”

“যদি সত্যি হন! ঠাকুরের সত্যিতেও আবার যদি আছে রে কুমী?”

“জানি না তারণদা। ঠাকুরের কোনও সাড়া ত’ কখনও পাইনি। আমাদের ঘরে ঠাকুর নেই।”

“পাগল! কি যে বলে! বাঁড়ুয্যে মশাই—”

“বিস্তর পুঁথি পত্তর ঘরে আছে। অনেক কলম ভাঙে, কাগজ কালি খরচ হয়। কিন্তু ঠাকুরের কোনও সাড়া কখনও পেয়েছ?”

কেমন ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক একটু চাহিয়া, ঈষৎ চাপা স্বরে কুমারীর কাছে একটু ঝুঁকিয়া তারণ কহিল, “উনি কি—নাস্তিক কুমী?”

“জানি না।”

“তুই হ’লি মেয়ে—”

"মেয়ে—ঘরের কাজ করি, ভাত রেঁধে দিই, খাতা নকল ক'রি, আর ভয়ে ভয়ে থাকি কখন কিসে কি ধমক খাই! তা ছাড়া মেয়ে আমি আর কি খবর রাখি তারণদা?"

"অমন কথা ব'লতে নেই কুমী, হাজার হ'লেও তিনি বাপ।"

"হাঁ, ছেলেবেলা থেকে শুনছি, তিনি বাপ, লোকের কাছে পরিচয়ও দেন, তিনি বাপ, আমি মেয়ে। কিন্তু সত্যিকার সম্বন্ধ ধ'রলে ওঘরে কারও আমি কেউ নই। ঘরই ঘর নয়, কার কে হব?"

"হুঁ—দেখ্ছি ত—যা ব'লছিস্ তা মিথ্যেও বড় নয়। বাঁড়ুয্যে মশাই—বাইরে ত কারো সঙ্গে আলাপে সালাপে এমন কড়া লোক নন। বেশী কথা কারও সঙ্গে তেমন না ব'ল্লেও, যা বলেন, তা বেশ দরদের মিঠে কথাই বটে। শ্রদ্ধাভক্তিও লোকে খুব করে। তা একটা মেয়ে তুই—তোর ওপর—তা ক'রবি কি? সব কপাল দিদি, সব কপাল! তবু এই একটা বড় গৌরব ত আছে, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির তুল্যি অত বড় একজন পণ্ডিতের মেয়ে তুই—"

"মেয়ে বাপের মেয়ে। পণ্ডিতের সে কে, তারণদা?"

"বাপ হ'লেই মেয়ে।"

"বাপ! কই, দেখ্তে ত পাইনে তারণদা?"

"তবে কি দেখ্তে পাস্?—কেবলই পণ্ডিত?"

"যদি পণ্ডিতই বল, পণ্ডিত! আমি তাও দেখ্তে পাইনে। মা সরস্বতী হয় ত বন্দী হ'য়ে ঘরে আছেন। কিন্তু তাঁর শ্বেতপদ্মাসনে স্বচ্ছন্দে ব'সে ভক্তির পূজো পান না।"

"পাগলী! তুই একদম চ'টে আছিস্ কিনা, তাই বাপও দেখ্তে পাস্ না, পণ্ডিতও দেখ্তে পাস্ না। তা পেলে, ঠাকুরকেও দেখ্তে পেতিস্।"

"ঠাকুর যদি থাক্‌তেন, বাপও থাক্‌তেন। দেখ্‌তেও পেতাম।"

"কখনও দেখ্‌তে পাস্‌ নে ?"

নিশ্বাস ছাড়িয়া একটু কি ভাবিতে ভাবিতে কুমারী কহিল, "পাই না—এমন কথাও ঠিক ব'লতে পারি না তারণদা। পাই—ক্বচিৎ কখনও স্বপ্নে এক এক দিন বাবাকেই দেখ্‌তে পাই, যেন আমার শিওরে ব'সে মাথায় হাত বুলোচ্ছেন, আর চোখ দু'টি জলে ভেসে যাচ্ছে—"

বলিতে বলিতে কুমারীর চক্ষু দু'টিও জলে ভরিয়া উঠিল। তারণ কহিল, "তবে আর কি ? ঠাকুর আছেন, বাবাও আছেন !"

"না, ঘরে কেউ নেই তারণদা, ঘুমের ঘোরে ভুলে যদি কখনও আসেন।"

"তবু আসেন ত। ঠাকুর সেই একই ঠাকুর। আর বাপও ত এই বাপ—"

"হাঁ, একই চেহারা—একই চোখ, কান, নাক, মুখ ! কিন্তু তবু—আমার সেই বাবা কি ইনি ? এক এক বার ভাবি তারণদা, ঘুমিয়ে যদি কেবল স্বপ্নের আবেশেই জীবনটা কেটে যেত !"

"হাঁ ! আর সেই স্বপ্নে যদি কেবল দেখ্‌তিস্‌ ঠাকুর বাবা হ'য়ে এসে শিওরে ব'সেছেন, মাথায় হাত বুলোচ্ছেন, আর চোখের জল ফেল্‌ছেন ! তবে—আজ এই খরখ'রে রোদেও নাকি স্বপ্নে দেখেছিস্‌ ঝড় তুফোন—"

"আর সেই ঝড় তুফোনে আমার মাকে দেখেছি তারণদা !"

"মা !"

"হাঁ, মা ! মা—মা—মা—আমার মা, তারণদা !"

"মাকে কি—মনে আছে কুমী ?"

"না ! চোখ খুলে যখন দেখ্‌তে শিখেছি, মার কোলে শুয়ে মার মুখ দেখিনি ! তবু—মা ত ছিলেন; একদিন একটি বারের তরেও ত' কোলে

ক'রেছিলেন। সে যে—সে যে—কি মিষ্টি তারণদা; আজ কেবল স্বপ্নে তার একটু স্বাদ পেয়েছি! স্বপ্নে যে বাবার হাতের পরশ পাই, তার চেয়েও মার সেই কোলের পরশ—আহা, কত যে মিষ্টি! না, তারণদা, ঠাকুর দেখ্‌তে চাইনে, বাবা দেখ্‌তে চাইনে, এম্‌নি ঝড় তুফোনেও যদি মাকে দেখি, মার কোল পাই—"

"কেমন দেখ্‌লি মাকে?"

"কাল-বৈশেখীর মেঘ—বড় ঘন—বড় কালো—মুখ ভাল দেখ্‌তে পাইনি তারণদা, কোলে কেবল ঠাঁই পেয়েছিলাম! আর তাঁর সেই বড় দুঃখের মিঠে কথা—কই, কখনও ত কারও মুখে শুনিনি! আর কি শুনব তারণদা?"

"কি বল্লেন মা?"

"না, তা ব'লব না!—আমার কানের কথা, কানে এখনও বাজ্‌ছে! ভাগ ক'রে আর কারও কানে তা দেব না!"

বলিয়াই দ্রুতপদক্ষেপে কুমারী গৃহাভিমুখে ছুটিল, যেন তারণ তার কানের কথার ভাগ জোর করিয়া কাড়িয়া নিবে! মন্দিরের এক পাশ দিয়া তার গৃহে যাইবার পথ। কয়েক পা অগ্রসর হইয়াই কুমারী দেখিল, অপরিচিতা এক নারী পথের ধারেই একটি চাঁপা গাছের তলায় নিষ্পলকদৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কে এ? একটিবার মাত্র কুমারী চাহিল, থমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র! তখনই আবার ফিরিয়া গন্তব্য পথে ছুটিল। নারী তেমনই স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে যতক্ষণ দেখা গেল, কুমারীর দিকেই চাহিয়া রহিল!

তারণ অগ্রসর হইয়া চাহিয়া দেখিল।

"কে, ধাই মাসী যে! তুমি এখানে?"

চমকিয়া নারী ফিরিয়া চাহিল। একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া তারণের প্রশ্নের উত্তরে কহিল, "আস্‌ছিলাম একটিবার মন্দিরে বাবা—আজ চতুর্দ্দশী—শিবের উপোস—"

"শিবের উপোস! তোমার উপোস বল ধাই মাসী, শিবের উপোস নয়! শিব যেদিন উপোস ক'রবেন, বিশ্ব-সংসার যে একেবারে খাঁ—খাঁ ক'রবে!"

একটু হাসিয়া ধাইমাসী কহিল, "শিব কি আর উপোস করেন বাবা? কত লোকে রোজ কত পূজোভোগ দিচ্ছে—আরও এই সব উপোসের দিনে—"

"আর দয়া ক'রে তাই না দিলেই বুঝি উপোস ক'রে তিনি থাকৃতেন? ব'লতে পার ধাই মাসী, তোমরা ঠাকুরকে খাওয়াও, না ঠাকুর তোমাদের খাওয়ান?"

"কপাল! আমরা ঠাকুরকে কি খাওয়াতে পারি? ঠাকুর খাওয়াচ্ছেন, তাই না খাচ্ছি। যা খাচ্ছি, সবই যে ঠাকুরের প্রসাদ বাবা।"

"তবে উপোস ক'রে কেন মর?—এই ব'শেখের রোদে মুখ শুকিয়ে আমচুর হয়ে গেছে! গলা ত হ'য়ে গেছে—যেন কাঠ, কথা বেরোচ্ছেনা! ঐ নদী ভরা ঠাণ্ডা জল র'য়েছে, কাঁদি কাঁদি কলা ডাব—আরও কত ফল গাছে গাছে ঝুল্‌ছে। ঘরে তোমাদের বস্তা বস্তা চাল ডাল—ডালা

ভরা ভরা কত তরী তরকারী—হাঁড়ী ভরা ভরা দুধ দই ক্ষীর—সব ঠাকুর দিয়েছেন! পেসাদ ব'লে পেট ভ'রে খাও, আনন্দে বাবা ব'লে ডাক! ঠাকুর আমার সদানন্দ—অন্নজলে দেহটা ঠাণ্ডা না রাখ্‌লে মনে কারও আনন্দ হয়, না সেই সদানন্দ ঠাকুরকেই মনে ধ'রতে পারে? প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'চ্ছে, ক্ষিদে তেষ্টায় চিঁ চিঁ ক'রে ডাক্‌ছ, বাঁবাঁ! বাঁবাঁ! বেলপাতাটি মাথায় তুলে দিতে হাতথেকে প'ড়ে যাচ্ছে—হায়, হায়! যদি শুন্‌তে পেতে মাসী, যদি দেখ্‌তে পেতে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হাত তুলে তখন বাবা ব'লছেন, ওরে, থাক্‌ থাক্‌, বাপুরে থাক্‌। খেয়ে-দেয়ে আগে দেহটাকে ঠাণ্ডা ক'রে নে, তার পর পূজো ক'রিস্‌, না পারিস্‌ নেই!"

হাসিয়া ধাইমাসী কহিল, "তোমরা ব্যাটাছেলে বাবা, জোয়ান বয়েস, ক্ষিদে তেষ্টা সইতে পার না। আর আমরা মেয়েমানুষ—"

"মেয়েমানুষ! তা মেয়েমানুষ তোমাদের রক্ত-মাংসের শরীর নয়? ক্ষিদে তেষ্টা পায় না? ভাত জল কিছু লাগে না? না খেয়েই অম্‌নি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পার?"

"তাই কি কেউ পারে বাবা? তাহ'লে আর দুঃখ্‌ ছিল কি? তবে মেয়েমানুষ আমরা, বয়েসও হ'য়েছে, পাল-পার্ব্বণে কি ব্রত-নিয়মে দুই একটা উপোসে কি কাতর হই?"

"হও বই কি? না হ'য়েই পার না। তা এই পাগলার কথাটা শুনো মাসী, উপোস-টুপোস্‌ ক'রো না, তার ক্লেশে বাবা ক্লেশ পান, উপোস গিয়ে তাঁকেই লাগে! জান? হাঁ, নিজে আগে না খেয়ে বাবাকে ফল জল দিতে চাও, বেশ ত সকাল সকাল দিয়ে নিও। আর রেতে যদি পূজো ক'রতে চাও, বেশ ত, কর না? দিনের পাপ দিনে চোকে, রেতে কেন তার জের টেনে নিয়ে যাবে? রেতে আবার রেতে খাবার আগেই পূজো

ক'র্‌ব। ঐযে সায়ংসন্ধ্যে বামুনরা করে, তার জন্যে কি সারাটা দিন উপোস ক'রে কেউ থাকে?"

ধাইমাসী কহিল, "অত কি আর আমরা বুঝি বাবা? নিয়ম আছে, সবাই করে, আমিও করি। কি এমন ক্লেশ হয়? আর একটু আধটু হ'লেই বা কি? পাপ দেহটাকে ক্ষয় ক'র্‌তেও ত হবে।"

"বটে! পাপদেহ! কে ব'লেছে তোমায় দেহটা পাপ? পাপ ব'ল্‌তে নেই, ধাইমাসী, পাপ ব'ল্‌তে নেই!—ঠাকুর দিয়েছেন দেহ, ঠাকুর দিয়েছেন দেহের খাবার, পাপ ব'ল্‌তে নেই। দেহের ক্ষয়? সে ঠাকুর—যখন সময় হবে—আপনি করিয়ে নেবেন। উপোস ক'রে আর তাঁর কাজ তোমাকে এগিয়ে দিতে হবে না। তাই ব'ল্‌ছিলাম, উপোস ক'রো না ধাইমাসী, উপোস ক'রো না। খেয়ে-দেয়ে সুখে থাক, আর মনের সুখে বাবাকে ডাক। বম্ ভোলানাথ!"

বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তারণ লাফ দিয়া উঠিল। একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ধাইমাসী কহিল, "সে তোমার মত মন যেদিন হবে বাবা—"

"আমার মত মন? আরে রাম রাম! আমারও আবার মন? ঐ ত কর্ত্তাবাবু মন্দিরের দোর বন্ধ ক'রে দিয়েছেন, মনে আর ঠাকুরকে খুঁজে পাচ্ছি না! ঐ যে কুমী ব'ল্লে—"

"কুমী! তা—কে ও মেয়েটি বাবা?"

"ঐ ত বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের মেয়ে। কেন, দেখনি ওকে আর?"

"না। আমি ত বাড়ী থেকে বেরোই না বড়। আর এসেছিও সবে এই মাস দুই হ'ল।"

"তা এরই ভেতর ত খাসা ধাইমাসী হ'য়ে চৌধুরীবাড়ীতে জেঁকে ব'সেছ।"

"আমি যে এঁদের পুরোণ চেনা লোক বাবা,—গিন্নীর বাপের বাড়ীতে

এই কত বছর আছি কিনা ? এবার যখন গেছলেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। ব'ল্লেন, আন্না, চল্ আমার সঙ্গে, ক'মাস গিয়ে ওখানে থাক্‌বি। তাই এলাম।—ভাব্‌লাম, যাই একবার নতুন যায়গাটা দেখে শুনেগে আসি। তা ঐ যে মেয়েটি—নাম বুঝি কুমুদিনী ?"

"না, কুমারী।"

"ও, কুমারী! তা এত বড় হয়েছে, সিঁথেয় সিন্দূর, হাতে নোয়া—"

"নেই। তা ভয় নেই মাসী, ভয় নেই। ও যে কুমারী।"

"কুমারী—সে ত নামে—"

"কেবল নামে নয় মাসী, কামেও বটে! বাঁড়ুয্যে মশাই কি বুঝেই নামটা রেখেছিলেন কুমারী ?"

"ও, বিয়েই হয় নি বুঝি ? ষাট! তাই বল! তা এখনও বিয়ে হয় নি—হাঁ, এই বাঁড়ুয্যে মশাই কে ?"

"হরিবোল হরি! বাঁড়ুয্যে মশাইকেই জাননা মাসী—দুমাস হ'ল এই গাঁয়ে এসেছ ?"

"হাঁ, তা নাম শুনেছি—কর্ত্তা-গিন্নী ওঁরা সর্ব্বদাই বলেন কিনা ? তা এত বড় হ'য়েছে, মেয়ের বিয়ে কেন দেন নি ?"

"তিনিই জানেন। দেন নি, দিচ্ছেন না, এই ত দেখ্‌ছি। তা—মেয়ে আজকাল বড় বড় কোথায় না আছে ?—আরও কুলীন বামুনের ঘরে।"

"মেয়েটির বুঝি খুব দুঃখু ?"

"দুঃখু—তা এমন সুখও কিছু নেই। তবে বিয়ের জন্যে যে হাঁই-ফাঁই ক'রে ম'রছে, এমন ত মনে হয় না। বিয়ে ব'লে যে একটা ব্যাপার আছে, মেয়ে পুরুষ সবারই বড় হ'লে সেটা হয় কি হওয়াতে হয়, সে দিকে একটা খেয়াল বাপ কি মেয়ে কারুরই নেই।"

"কেউ কিছু বলে না?"

'বাপ! ব'ল্‌বে? ব'ল্‌বে আবার কে কি? এ কি রামা শামা পেয়েছ মাসী? উনি যে বাঁড়ুয্যে মশাই! লোকে আবার ব'ল্‌বে কিছু? আর ব'ল্লে তার তোয়াক্কাই উনি রাখ্‌বেন? তবে কিনা—বিয়েটা হ'লে ভাল হত। বাপের ঘরে—তা ব'ল্‌তে কি ধাইমাসী,—কুমী বড় সুখে নাই।"

"কেন, বাপ—"

"ঐ এক বাপ আর মেয়ে কেবল ঘরে। অথচ কেউ যেন কারও নয়। উনি আছেন, নিঃশব্দে ব'সে পুঁথি পড়েন আর বই লেখেন। সেও নিঃশব্দে রাঁধে-বাড়ে, ঘরের কাজকর্ম্ম যা আছে করে। সারাটি দিনে দশটি কথাও হয় না। আর সে কথাও এমন মিঠে কিছু নয়।"

"ওঁর বাড়ী ত এইখেনেই?"

"আপাততঃ বটে।"

"আপাততঃ! তাহ'লে এ গাঁয়ের লোক ইনি নন?"

"না। এই বার তের বছর হ'ল, এইখেনে এসে বাড়ী ক'রেছেন। কুমী তখন ছিল ছোট্ট মেয়েটি—এই সাত আট বছরের বোধ হয় হবে।"

"সাত আট বছরের! তা হ'লে ওর বয়েস হবে—"

"এই ধর কুড়ি একুশ।"

ধাইমাসী একটু কি ভাবিল; শেষে জিজ্ঞাসিল, "ওঁর বাড়ী তবে আগে কোথায় ছিল?"

"তা ত জানিনে মাসী। কাশীতে ছিলেন। কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে নাকি আলাপ পরিচয় সেখানে হয়। তার পর তিনি ওঁকে এখানে এনে স্থাপিত ক'রেছেন।"

"বয়েস কত হবে? খুব প্রাচীন—বোধ হয় নন?"

"না, এই পঞ্চাশ এখনও বোধ হয় হয় নি। গায়ে একটু রোগাটে

হ'লেও শক্তসমর্থ বেশ আছেন। কেন মাসী, খোঁজ খবর নিচ্ছ যেন পুলিসের গোয়েন্দা তুমি ফেরারী আসামী ধ'রবে! চেনটেন নাকি ওঁদের?"

"চিনি!—না, চিনব কোত্থেকে বাবা? চিন্‌লে আর খোঁজই বা নেব কেন? তবে ঐ মেয়েটিকে দেখে খুব ভাল লাগল কিনা—"

"আর লুকিয়ে বুঝি শুন্‌ছিলে ও কি বলে?"

একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া ধাইমাসী কহিল, "লুকিয়ে শুনি নি বাবা, তবে চাঁপাতলায় এসে দাঁড়াতেই—"

"কথা কানে গেল, আর দাঁড়িয়েই রইলে! তা—কেবল তোমার দোষ দেব কি ধাইমাসী, সবাই অম্‌নি দাঁড়ায় আর কথা কানে গেলে কাজেই শোনে। তবে কিনা—কুমী বোধ হয় এটা ভাবে নি আর কেউ তার কথা আড়ালে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছে। তাহ'লে অতটা খুলে মনের কথা সব হয় ত ব'ল্‌ত না।"

"শুনে ফেলেছি বাবা, কি আর ক'র্‌ব?—তা এই বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বাড়ীটা কোন্ দিকে? কদ্দূর হবে?"

"কেন, যাবে নাকি সেখানে?"

"তা—যেতেও পারি কখনও—যদি সুবিধে হয়—"

"কেন? কি মতলবে?"

"মতলব আর কি বাবা? এই—মেয়েটির সঙ্গে দুটি কথা কব, তাই।"

"না, মতলব একটা আছে। খোঁজ-খবর নিতে চাও—কেন, বল দিকি?"

"খোঁজ খবর আর কি নেব? তবে—ওঁরা কে—"

"একজন বাঁড়ুয্যে মশাই, আর একজন তাঁর মেয়ে কুমী। মহা পণ্ডিত—কাশীতে ছিলেন—"

"তা—মেয়েটিকে কেন এত দুঃখু দেন ?"

"দুঃখু যে হাতে ধ'রে কিছু দেন, এমন ত কিছু দেখ্‌তে পাইনে মাসী।"

"কিন্তু দুঃখু ত পায় ও।"

"তিনি বাপ, সেটা যদি নিজে না বোঝেন মাসী, তোমার এত দরদ কেন বল ত ?"

"হ'লে কি ক'র্‌ব বাবা ?"

"হয়, মনে মনে যত পার, দরদ কর। সবাই করে, আমরাও করি। কিন্তু আর কোনও খোঁজখবর ত কেউ নিতে যাইনে মাসী। খোঁজ খবর নেবার আছে কি ? বাঁড়ুয্যে মশাই বাঁড়ুয্যে মশাই, বরাবরই বাঁড়ুয্যে মশাই। এক বাঁড়ুয্যে ঠাকরুণ একটি ছিলেন, তিনি নেই।"

"কিন্তু ঐ একটি মেয়ে ত ওঁর হাতে রেখে গেছেন। তাকে কেন মমতা করেন না ?"

"করেন না, করেন না। সে সেই বাঁড়ুয্যে ঠাকরুণটি যদি ফিরে আস্‌তেন, কৈফিয়ৎ একটা চাইতে পার্‌তেন। তুমি কে মাসী ?"

"আমি আর কে বাবা ? আর কৈফিয়ৎই বা কিসের চাইব ? তবে বড় দুঃখু হ'ল মনে—"

"তা ওঁদের মূলের খবর নিয়ে কি কোনও প্রতিকার কিছু হবে ? কি ভাব্‌ছ বল দিকি মাসী ?"

"কি আর ভাব্‌ব ? ভাব্‌বার আমি কে ? ভাব্‌বার আমার আছেই বা কি ?"

"তোমার কথাগুলো মাসী—যেন কেমন কেমন ঠেকছে। তুমি কে, তা তুমিই জান। তবে মন্দ যদি কিছু ভাব, ব'ল্‌ব মানুষ তুমিই মন্দ। খবরদার মাসী, মন্দ ভেবে গোয়েন্দার মত ওঁদের পেছনে লেগো না।"

বলিয়াই তারণ চলিয়া গেল। ধাইমাসী আন্না কেমন আনমনা ভাবে অনেকক্ষণ সেই চাঁপাতলায় দাঁড়াইয়া রহিল। একটি ষাঁড় আসিয়া গম্ভীর হাম্বারবে ডাকিল। আন্না চাহিয়া দেখিল, বেলা পড়িয়াছে। একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া দেখিল, মন্দিরের দ্বারা খোলা, স্মৃতিরত্নও আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। আজ চতুর্দ্দশী, ব্রতপরায়ণা নারীরা কেহ কেহ আসিতে পারে, বাবার দুয়ারে কিছু ফল নৈবেদ্য প্রণামীও রাখিতে পারে।

আন্না ধীরে ধীরে চাতালে উঠিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিল। অঞ্চলপ্রান্তের গ্রন্থি খুলিয়া চারিটি পয়সা প্রণামী দিয়া চলিয়া গেল।

৭

"কোথায় গিয়েছিলে কুমারী ?"

"তারণদা'দের বাড়ীতে ?"

"কেন ?"

"বউ ডেকে পাঠিয়েছিল।"

"কি প্রয়োজনে ?"

"রামায়ণ শুন্‌বে ব'লে।"

"তা আমাকে একটিবার ব'লে যাওয়াও কি উচিত মনে হয়নি ?"

"আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন।"

"অধিকক্ষণ দিবায় কখনও আমি নিদ্রিত থাকি না। একটু অপেক্ষা কর্‌লে কি ক্ষতি কিছু হ'ত ?"

"আর হবে না এরকম।"

এইমাত্র উত্তর করিয়া কুমারী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

"শোন !"

কুমারী ফিরিল। ভবদাস কহিলেন, "একটি কথা মনে রেখো। তুমি আর এখন নিতান্ত বালিকাটি নও। এরূপ যথেচ্ছভাবে বিচরণ করা তোমার পক্ষে সঙ্গত ব'লে কারও মনে হ'বে না।"

কুমারীর ভ্রূযুগল একটু কুঞ্চিত হইল ; কহিল, "কোথাও ত যাই না আমি। এক তারণদার বউ—কি সুখদা পিসী—"

"যেখানেই যাও, আমার অনুমোদনের অপেক্ষা না ক'রে—"

"বল্লামই ত আর তা যাব না।"

"একাও গ্রামের পথে এরূপ বিচরণ করা তোমার উচিত নয়।"

"কার সঙ্গে তবে যাব ?"

"ব'লে দিও, ওঁদের যদি কখনও প্রয়োজন হয়, লোক পাঠিয়ে যেন তোমাকে নিয়ে যান।"

"আর যদি আমি নিজেই কখনও যেতে চাই ?"

"আমাকে ব'লবে, লোক সঙ্গে দিয়ে দেব।"

"কাকে দেবেন ? কেউ ত আর নেই।"

একটু ভাবিয়া ভবদাস কহিলেন, "ঐ যে রামা তেলীর পিসী দিগম্বরী র'য়েছে, আমি কোথাও গেলে সন্ধ্যেয় তোমার কাছে এসে বসে,—যদি বল, তোমার সাহায্য আর তত্ত্বাবধানের জন্য স্থায়ীভাবেই তাকে নিযুক্ত ক'রে দিতে পারি।"

"দরকার মনে করেন, দেবেন।"

বলিয়া কুমারী গৃহ মধ্যে গিয়া উঠিল। ভবদাস কহিলেন, "তোমাকে যে কাগজগুলো নকল ক'রতে দিয়েছিলাম, কতদূর হ'ল ?"

দ্বারের কাছে ফিরিয়া একটু সঙ্কুচিতভাবে কুমারী উত্তর করিল, "বেশীদূর হয় নি।"

"শীঘ্র ওটা ছাপতে পাঠান দরকার।"

"দেখি—"

"দুপুরে না বেড়িয়ে ঘরে ব'সে লিখ্‌লেই ভাল হয়।"

"রোজ ত বেড়াই নে।"

"তবে লেখা হয় না কেন ?"

"ঘুম পায়।"

একটু ভ্রূকুটি করিয়া ভবদাস কহিলেন, "কাজে মন আকৃষ্ট না হ'লেই ঘুম পায়।"

কুমারী কোনও উত্তর করিল না। 'দর্শন সমন্বয়' নামে বৃহৎ একখানি

গ্রন্থ ভবদাস লিখিতেছিলেন। প্রাচ্য প্রতীচ্য দর্শনের বহু কঠিন সমস্যার তুলনামূলক আলোচনার প্রবন্ধে গ্রন্থখানি পূর্ণ হইতেছিল। প্রবন্ধগুলি কোনও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাকারেও মুদ্রিত হইতেছিল। এক ত তাঁহার হস্তলিপিই বিশেষ সহজপাঠ্য নহে,—তার পর এরূপ সুচিন্তিত গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ দূরে কোথাও পাঠাইতে হইলে ঘরে নিজের কাছে একটা প্রতিলিপি রাখাও আবশ্যক। কুমারীকেই তিনি প্রতিলিপির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনে করিতেন, কুমারী নিজেও ইহাতে বিশেষ উপকৃত হইবে। প্রত্যেকটি কথা তাহাকে পড়িয়া তবে লিখিতে হইবে। ক্রমে উচ্চাঙ্গ এই বিদ্যার স্বাদ যদি একবার পায়, আপনা হইতেই অধ্যয়নে ও আলোচনায় আকৃষ্ট সে হইবে। প্রতিভা আছে, ইহাই হয় ত তাহার জীবনের প্রধান একটা অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইবে। কুমারী যতদূর পারিত, নকল করিত। কিন্তু এ বিদ্যায় এ যাবৎ তিক্তকটু ব্যতীত অম্লমধুর স্বাদ কিছু পায় নাই। সুতরাং কাজে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হইত না। ঘুম পাইত,—আরও এই বৈশাখের মধ্যাহ্নে বনরাজি-শ্যামলা স্নিগ্ধতটিনীমেখলা বাঙ্গলার পল্লীতে, যখন মাতাল সমীর শন্ শন্ সর্ সর্ শব্দে গাহিয়া নাচিয়া আসিত, স্নিগ্ধ-শীতল স্পর্শে তাহার গায়ে লুটিয়া লুটিয়া পড়িত, আর 'বউ কথা কও' পাখী তার মধুর উদাস সুরে কি এক মদির নেশায় তাহাকে বিভোর করিয়া তুলিত।

যাহা হউক, পিতার অভিযোগের উত্তরে সে কিছু বলিল না। নীরবেই নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। ভবদাস কহিলেন, "মনোনিয়োগ ক'র্‌তে পার্‌লে তোমার উপকার হ'ত কুমারী। যাক্, কাজটা যদি নিতান্ত অপ্রিয়ই তোমার হয়, অন্য লোক বরং নিয়োগ ক'র্‌ব।"

মৃদুস্বরে কুমারী কহিল, "আমিই ক'রে দেব।"

"বড় বিলম্বও হ'চ্ছে।"

কুমারী কহিল, "দেখি—দুপুরে যদি না পারি, সকাল সন্ধ্যায় অবসর মত বরং লিখ্‌ব।"

ভবদাস কহিলেন, "আমি একটু দূরে যাচ্ছি। প্রসাদপুরে একটা সভায় আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রেছে। ফির্‌তে হয় ত একটু রাত হ'তে পারে। দিগম্বরীকে বরং একটা ডাক দিয়ে নিও।"

"নেব।" বলিয়া কুমারী আবার গৃহ মধ্যে গেল। ভবদাস বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন; ডাকিয়া কহিলেন, "হাঁ, শোন।"

কুমারী আবার দরজার কাছে আসিল। ভবদাস কহিলেন, "আমার চাদরটা আর লাঠিখানা দেও।"

গৃহ মধ্য হইতে মোটা একখানি চাদর আর লাঠিখানি আনিয়া কুমারী পিতার হাতে দিল। চাদরখানি গায়ে জড়াইয়া লাঠিখানি হাতে ভবদাস নামিলেন। উঠানের অপর প্রান্তে পথের কাছে গিয়া একবার ফিরিয়া চাহিলেন। নিঃশব্দে কুমারী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া পথ ঘুরিয়া ভবদাস চলিয়া গেলেন। নিঃশব্দেই কুমারী কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। মুখ বাড়াইয়া শেষে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, বেলা তখনও বেশ আছে। পিতার মাদুরটি সে গুটাইয়া ঘরে তুলিয়া রাখিল। বারান্দার একধারে ছোট আর একটি মাদুর আনিয়া পাড়িল, কাগজ কলম খাতা ইত্যাদি বাহির করিয়া আনিল; তার পর লিখিতে বসিল। কিন্তু ভাল লাগিল না; কেমন আনমনা ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, নিকটেই খোলা একটা মাঠ-ছিল, গরু-বাছুর চরিত। সেই মাঠের ধার দিয়া ভোলা পাগলা গাহিয়া যাইতেছিল—

"আলোকভাসা নীল আকাশে
খোলা হাওয়া খেল্‌ছে কোথায় !
প্রাণ সে কোথায় খোলা পাখী—
খোলা মনে উড়ে বেড়ায় ।
কবে কোথায় কোন্ সে দেশে,
অম্‌নি খোলা নীল আকাশে,
প্রাণ পাখীটি আপন মনে
অম্‌নি হাওয়ায় আলোয় ভেসে—
উড়ে ছিল কোন্ সে কোথায়
অসীম পানে অবাধে হায় !
স্বপ্ন কি সে ভেঙ্গে গেছে,
রুদ্ধ আঁধার কারার মাঝে,
বদ্ধ আজি এই কি আমার
জাগা জীবন সত্য সাজে ?
সত্য তবে যাক্‌না ডুবে—
হ'ক না মিছে স্বপ্নমায়ায় !"

কুমারীর চক্ষে জল আসিল। গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া আপন মনে কহিল, "আহা! সত্যি কি স্বপ্নই আমার ভেঙ্গে গেছে! পাখীর মত খোলা আকাশে উড়্‌তাম—কোথায় কোন্ সে অসীম পানে ধেয়ে যেতাম! আর আজ—এ কি আঁধার কারায় বাঁধা প'ড়ে আছি? স্বপ্ন কি সব সত্যি, না শুধুই একটা মায়ার খেলা?—মাকে আজ স্বপ্নে দেখেছি। সে কি সত্যিই দেখেছি?—মা! মা! আমার মা! তুমি আছ? সত্যিই আছ? আবার দেখা দেবে? আজ—আজই আবার দেখা দেবে—সেই স্বপ্নের সত্যে? কবে এ কারা ভেঙ্গে যাবে

মা? একেবারে তোমায় পাব। আর ছাড়াছাড়ি হবে না! তবে ভেঙ্গেই কেন যাক্ না মা?—এস—এস মা—এস! আর যে সইতে পারিনে মা!"

ফুঁকরাইয়া কুমারী কাঁদিয়া উঠিল। কতক্ষণ এমন কাঁদিল। তারপর চক্ষু মুছিয়া খাতার পাতাগুলি উল্টাইতে লাগিল।—দেখিতে দেখিতে আবার একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "এত কঠিন, এত জটিল!—বিধাতা! বিধাতা! যদি আছই, তোমার এই জগতের সত্য কেন এমন কঠিন জটিল আবরণে ঢেকে রেখেছ? কেন ব্যথিত জীব সহজে তা দেখ্‌তে পায় না? কেন এমন কঠিন সাধনা, বিদ্যার এত গভীর গবেষণা, তার জন্যে দরকার হয়?"

বলিয়া আবার খাতার খোলা পাতাটি দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল,—তার পর আবার পাতার দিকে ফিরিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে কহিল,. "কিন্তু তারণদা'র ত এ বিদ্যে নেই—কোনও বিদ্যেই ব'ল্‌তে নেই। যোগের এ তত্ত্ব কানেও কখনও শোনে নি। তবু সে তার ঠাকুরকে নিয়ে কঠোর এই জাগরণের মধ্যেও সেই স্বপ্নসত্যের মাধুরীতে বিভোর হ'য়ে আছে! কোন্ যাদুমন্ত্রে সে পারল?—না, এ খাতায় সে মন্ত্র নেই। কিন্তু তারণদা পেয়েছে, কোথায় পেয়েছে? আমায় কি দিতে পারে না? ভাল, জিজ্ঞাসা করব।—"

বলিয়া আবার পাতাগুলি উল্টাইতে লাগিল। কিন্তু না, বসিয়া কেবল পাতা উল্টাইলেই ত চলিবে না! কঠোর আদেশ—না, অবহেলা সে আর করিতে পারে না। ভাল লাগুক কি না লাগুক, লিখিতেই হইবে। অতি আয়াসে মন কথঞ্চিৎ স্থির করিয়া লইয়া কুমারী তখন লিখিতেই আরম্ভ করিল।

"কুমারী !"

চমকিয়া কুমারী মুখ তুলিয়া চাহিল। কি সর্ব্বনাশ! বারান্দার সাম্‌নেই তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বয়ং চৌধুরীবাড়ীর খোকাবাবু শশাঙ্ক! একটু যেন থতমত খাইল, খাইয়া আবার একটু হাসিলও, যদিও সে অপ্রতিভের হাসি।—খাতা কাগজগুলি পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিয়া ত্রস্ত সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

শশাঙ্ক কহিল, "ও কি ক'র্‌ছ কুমারী! তুমিও—লেখিকা নাকি? পণ্ডিতা?"

একটু হাসিয়া কুমারী উত্তর করিল, "পণ্ডিতের বাড়ীর বিড়ালটাও শুনেছি আড়াই অক্ষর লেখে। আর আমি মেয়ে—সাড়ে তিনটে অক্ষরও কি লিখ্‌ব না?"

"কেবল সাড়ে তিনটে অক্ষরও ত নয়। ও যে গাদি গাদি কাগজ! তাহ'লে বল তুমিও লেখিকা?"

কুমারী কহিল, "লিখ্‌ছি, ধরাও প'ড়েছি, কাজেই লেখিকা। আপনি—দাঁড়িয়ে রইলেন, ব'স্‌বেন কি?—কিন্তু—বাবা বাড়ীতে নেই।"

"কোথায় তিনি?"

"প্রসাদপুরে গেছেন। কি একটা সভা আছে।"

"ওহো, আমারও ত নিমন্ত্রণ ছিল! যাঃ—ভুলেই গেছি একদম! এখন—"

বলিয়া শশাঙ্ক আকাশের দিকে একবার চাহিল।

কুমারী কহিল, "বেলা এখনও কিছু আছে।"

"আছে ত। কিন্তু—এখন বাড়ীতে গিয়ে কাপড় চোপড় ছেড়ে—না, সে আর হ'য়ে উঠ্‌বে না। বাবাও উঠে বাইরে গিয়ে ব'সেছেন।

দেখেই বকাবকি ক'র্বেন। তা—ও কি লিখ্‌ছিলে তুমি? একটু দেখ্‌তে পারি?"

বলিতে বলিতে শশাঙ্ক বারান্দায় গিয়া উঠিল।

"দেখুন।"

বলিয়া কুমারী একধারে সরিয়া দাঁড়াইল।

বসিয়া শশাঙ্ক খাতাটা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "ও বাবা! একি! দর্শন-সমন্বয়—সপ্তম অধ্যায়—পতঞ্জলি—আত্মদর্শন—যোগরহস্য। তাই ত! এ যে পণ্ডিত মশাইয়ের বই! আঁ! তুমি—"

"তাঁর কেরাণী। খাতা নকল ক'রে দিই।" বলিয়া কুমারী একটু হাসিল।

"কেরাণী! কি সর্ব্বনাশ! কেরাণীর কাজে কি আর লোক পান নি তিনি?"

"আমারও ত একটা কাজ চাই। বেশ ত, এই-ই কর্‌ছি।"

"আর কি কাজ কিছু নাই পৃথিবীতে? এই কাজ কি তোমার সাজে?"

"আমার এই-ই সাজে!"

"না! সাধ ক'রে যদি নিয়ে থাক, ব'লব, তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। আর তিনি যদি ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে থাকেন—"

"ক্ষতি কি? পণ্ডিতী বিদ্যে—সাধ ক'রে ত নেব না। চাপিয়ে দিলে বইতে বইতে হয় ত—"

"ঘাড় ভেঙে যাবে! বিদ্যে ঘাড়ে ব'য়ে বেড়াবার জিনিস নয় কুমারী। লোকে বোঝে না, তাই ঘাড়ে চাপায়, ঠেলে ফেল্‌তে যে না পারে, তার ঘাড়ই ভাঙে। বেছে দিতে পার্‌লে প্রত্যেকেরই সাধ ক'রে নেবার মত

বিত্তে আছে। মা সরস্বতী কেবল সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্তের খনির তলেই ডুবে থাকেন না, পদ্মবনে পদ্মাসনে ব'সে বীণা বাজিয়েও গান করেন, কাব্য উপন্যাস নাটকের কুসুমকুঞ্জে নবরসের ঢেউ তুলেও নেচে বেড়ান।"

"সে মূর্ত্তি তাঁর দেখিনি!"

ধীরে ধীরে কুমারী একটি নিশ্বাস ছাড়িল।

শশাঙ্ক কহিল, "দেখা উচিত ছিল। তোমাদের দেখ্‌বার মত মূর্ত্তিই যে তাঁর সেই মূর্ত্তি! পণ্ডিত মশাই যদি না দেখিয়ে থাকেন,—ব'ল্‌তে বাধ্য হ'চ্ছি কুমারী, পিতার কর্ত্তব্য তিনি পালন ক'র্‌তে পারেন নি। কোদালি খুঁড়ে দর্শনের খনির তলে সরস্বতীকে খুঁজতে তাঁরা পারেন। কিন্তু নীল আকাশের নীচে শ্যামল সুন্দর এই পৃথিবীর পদ্মবনে হেসে গেয়ে নেচে বেড়াচ্ছেন তিনি তোমাদেরই জন্যে! চোখ বেঁধে রেখেছেন—আহা, দেখ্‌তে যদি একটিবার কুমারী, তাঁ'র সেই রসময়ী আনন্দময়ী মূর্ত্তি!"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কুমারী চক্ষু মুছিল।

"কুমারী!"

"আজ্ঞে।"

"সত্যই তুমি বড় দুঃখী।"

"দুঃখী!"

"হাঁ, দুঃখী—বড় দুঃখী! আর—আর—মনে হয়, সব চেয়ে বড় দুঃখ তোমার—দুঃখের কথা কাউকে ব'ল্‌তে পার না, ব্যথায় কাঁদ্‌তে পার না।"

চক্ষু দুটি ভরিয়া কুমারীর অশ্রুর উচ্ছ্বাস উঠিল। তবু একটু হাসিয়া কহিল, "কাঁদ্‌তে কে না পারে? দুঃখ লোকে যতই দিক্, দুঃখী কাঁদ্‌বে—সে কাঁদা কি কেউ বেঁধে রাখ্‌তে পারে?"

"পারে বই কি? তেমন কড়া শাসন দুর্ব্বলকে দুপায়ে দ'লে যায়, কাঁদ্‌তেও দেয় না, মুখ ফুটে দুঃখের কথাটি ব'ল্‌তেও কাউকে দেয় না। চোখ রাঙিয়ে ধ'ম্‌কে ওঠে, হাতে বেত তুলে ধরে!"

"মুখের কথা হয় ত বন্ধ ক'র্‌তে পারে, কিন্তু চোখের জল বন্ধ ক'র্‌তে পারে কি? অতি দুঃখীর সেও যে বড় সম্বল—" বলিতে বলিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, অশ্রু সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিল। দ্রুত সে গৃহমধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

"কুমারী! কুমারী!"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শশাঙ্ক ডাকিল। আবেগভরে উঠিয়া দরজার কাছে গেল।

দরজার দিকে ঘুরিয়া কুমারী কহিল, "বাবার ফিরতে রাত হবে,—আপনি এখন বাড়ীতে যান।"

সর্পদষ্টের ন্যায় শশাঙ্ক পিছাইয়া আসিল। মুখখানি একেবারে লাল হইয়া উঠিল। ছি ছি! আত্মবিস্মৃত হইয়া এ কি সে করিতেছে! দ্বিরুক্তি আর না করিয়া হেঁটমুখে নামিয়া তখন চলিয়া গেল।

ধান ভানিয়া আ-কাড়া একধামা চাউলকক্ষে ঢেঁকীশালা হইতে তরঙ্গিণী ঘরে গিয়া উঠিল। ধামাটি একটি মাচার উপরে রাখিয়া কলসী হইতে জল গড়াইয়া লইয়া ঢক ঢক করিয়া আধ ঘটী আন্দাজ জল খাইয়া একটি পান সাজিয়া মুখে দিল।

তারণ আসিয়া ডাকিল, "বৌ!"

"কি গো?"

"ধাই মাসী বুঝি এসেছিল?"

"হাঁ গো, কেন?"

"কি মতলবে?"

একটু ঝাঁজ দিয়া তরঙ্গিণী উত্তর করিল, "মতলব আবার কি গো? লোকের বাড়ী কি লোক আসে না?"

"সে আসে যারা পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়। ও ত তা বেড়ায় না।"

"না, বাড়ী থেকে বেরোয়ই না বড়। তবে আরও একদিন এসেছিল।"

"এসেছিল? কেন?"

"ঐ যে গিন্নীমা বামুন ভোজন করালেন কিনা, তাই রাঁধতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

"ও, ঐ নতুন বছরের দিন বুঝি?"

"হাঁ গো।"

"তা আজ আবার এসেছিল কেন? কোথায় বেরিয়েছিলি তাকে নিয়ে?"

"ঐ কুন্নী-ঠাকুরঝিদের ওখানে।"

"হুঁ !—তার পর ?"

"তার পর আবার কি ? চেনে না, আমায় ব'ল্লে, পৌঁছে দিয়ে চ'লে এলাম।"

তারণ কহিল, "চ'লেই এলি !—কেন, একটু থাক্‌তে পার্‌লিনি সেখানে ?"

তরঙ্গিণী উত্তর করিল, "আমায় ব'ল্লে, তোমার যদি কাজ থাকে যেতে পার।"

"হুঁ—! আর অম্‌নি তুই চ'লে এলি ? কি কাজ এমন ছিল বাড়ীতে ?"

"চাল বাড়ন্ত, ধানভানা ছিল। এই ত একপাল্টা দিয়ে নিয়ে এলাম।"

"তা পরশু গেল, কাল গেল, ধান ভানার গরজ ত কিছু দেখ্‌লাম না। আজ হঠাৎ—"

"মনে প'ল, তাই।"

"মনে বোধ হয় প'ড়ত না, যদি না ধাইমাসী ব'লত, কাজ থাকে ত যেতে পার।"

"সে হয় ত প'ড়ত না, প'ড়লেও হয় ত ব'সে গল্পই ক'র্‌তাম। কেন বল ত ? কি হ'য়েছে ?"

"চ'লে এসে ভাল করিস্‌ নি বৌ। ব'সে গল্প কর্‌লেই ভাল হ'ত। ধান ভানা—কেন, চাল কি একদম বাড়ন্ত হ'য়েছে ?"

"না, আরও দু'তিন দিন যাবে।"

"তবে ?"

আবার একটা ঝাঁজ দিয়া তরঙ্গিণী কহিল, "তবে, কেন, হাতে কিছু থাকা ভাল নয় ?"

"এত হিসেবী কবে হলি রে বৌ?"

"আমরি! কথার রকম শোন! আমি যেন একেবারেই বে-হিসেবী! এক গোটা চাল ঘরে থাকতে আর ধান ভানিনে!"

"তাহ'লে এই চমচ'মে রোদ যাচ্ছে, বর্ষার চাল তৈরী ক'রে রাখ্তিস্!"

"ক'রে কোথায় রাখ্ব? জালা মটকী বস্তা—কতই তোমার ঘরে আছে! আর ঘরে যায়গাই কত! রাজবাড়ীর ভাঁড়ার তুলে দিয়েছ কিনা যে ধান ভেনে তাই ভ'রে রাখি নি—যত দোষ হ'ল আমার। তা তুমি ত বড় হিসেবী। এই ত—চালে খড় নেই—বর্ষা আস্ছে—কিছু ভাবছ তা? এখুনি কেন একটা ঘরামী ডেকে—"

"খড় কোথায়?"

"দেখে শুনে কেন।"

"পয়সা?"

"রোজগার ক'রে আন। চাকরী ত ছেল ঐ শিবপূজো—তাও গেল।—এখন হাঁ ক'রে ঐ নদীর পাড়ে অশ্বত্থগাছের তলায় ব'সে থাকলেই যেন দিন যাবে।"

"দিন যাবে বই কি বৌ, দিন যাবে বই কি? আমি ব'সে থাকি ব'লে কি দিনও ব'সে থাক্বে?"

"আবার রঙ্গ দেখ! এই রঙ্গেই যেন দিন অম্‌নি যাবে। পেটে ভাতও দিতে হবে না, মাথা রাখ্তে একটু চালাও লাগ্বে না!"

তারণ উত্তর করিল, "সে যখন লাগ্বে, লাগ্বে। আজ ত পেটে ভাত আছে, চালা দিয়েও জল প'ড়ছে না। রঙ্গ একটু ক'র্ব না কেন? তা তুই এমন বেরঙটা চেলে এলি বৌ? দু' তিন দিনের চাল ত ঘরেই ছিল। নতুন একটা লোক গেল নতুন লোকের কাছে তোকে নিয়ে,

আর একটু ব'সে তুই শুন্‌লি নি ওরা কি বলে? হায় হায়, বৌরে, মেয়ে-জন্মই তোর বৃথা! পরের কথা শুন্‌তে এইটুকু উস্‌খুস্থনী নেই, ঘরের কাজই এত বড় হ'ল?"

তরঙ্গিণী কহিল, "বলি, তোমারই বা এত উস্‌খুস্থনী কেন! আর কিই বা এমন ব্যাপার? ধাইমাসী গেছে কুমী-ঠাকুরঝির কাছে, কি এমন রসের কথা তারা কইবে, যে তাই ব'সে আমার না শুন্‌লেই নয়।"

"বলি, নতুন একটা লোক, হঠাৎ গেল নতুন একটা লোকের কাছে। আর এইটে তোর মনে হ'ল না কেন গেল?"

"মনে আবার হবে কি গো? নতুন লোক কি নতুন লোকের কাছে যায় না?"

"যদি যায়, বুঝতে হবে মতলব একটা কিছু আছে।"

"মতলব! মতলব আবার কিসের?"

"মতলব—হাঁ, তা গিয়ে কি ক'র্‌লে? আর কুমীই বা হঠাৎ ওকে দেখে কি ব'ল্লে?"

"গিয়ে ঘরে উঠে ঘোমটাটা যখন খুল্লে—"

"ঘোমটা!—ঘোমটা আবার কেন?"

"তা লজ্জা-সরম ত আছে। আর যেমন তেমন একটা চাকরাণীও কিছু নয়। কি জানি যদি বাঁড়ুয্যে মশাই বাড়ীতে থাকেন—তাই বোধ হয় বাড়ীর কাছাকাছি গিয়েই ঘোমটা টেনে দিল।"

"হুঁ—তা ছিলেন বাঁড়ুয্যে মশাই বাড়ীতে?"

"ছিলেন ঐ পূবের ঘরে, আমরা যেতেই কোথায় বেরিয়ে গেলেন।"

"হুঁ—তার পর?"

"ঘরে উঠে ঘোমটাটা তুলে চাইতেই কুমী যেন কেমন চ'ম্‌কে উঠ্‌ল।"

"চ'ম্‌কে উঠল!"

"তা চেনাশুনো নেই। হঠাৎ—"

"চমকাবে কেন তাতে? অচেনা মানুষ দেখ্‌লেই কি লোকে চমকায়? তুই ভারী বোকা বৌ!"

"তোমার ত বৌ! কত বুদ্ধিই আর ধরব? তা কি হয়েছে? অত খোঁজ নিচ্ছ, মাথা ঢুলোচ্ছ—বলি ধাইমাসী—"

"চিন্‌তে পারিস্‌ নি বৌ, সরল মানুষ, চিন্‌তে পারিস্‌ নি!—মাগী গোয়েন্দা—"

"গোয়েন্দা! গোয়ে—ন্দা! উঁ!—কার গোয়েন্দা? কিসের গোয়েন্দা? —হুঁ! বটে! বটে! বটে! আ সর্ব্বনাশী! বটে! হারামজাদী গন্তানী গতরখাকী কুটনী! মুড়োখ্যাংরা মারব না মুখে! রাক্কুসী ডাইনী! ঠাট্‌ ক'রে আবার এক হাত ঘোমটা টেনে গেছেন! মারি ঝঁ্যাটা তোর ঘোমটায়! উনুনমুখী শতেকখোয়ারী কুলমজানী ডাকাতনী!"

সহসা পত্নীর এবম্বিধ রোষবিস্ফূর্জে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া তারণ কহিল, "কি হ'ল রে বৌ! কি বলছিস্‌? ভাব্‌ছিস্‌ কি তুই?"

"আর ভাবছিস্‌ কি! ভাববার আর আছে কি? সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! ওরে মিন্সে, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! মাগী সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে ব'সেছে! বলি, আগে একটু ব'ল্‌তে হয়! সঙ্গে ক'রে আবার আমি নিয়ে গেলাম! উঠোনে পা দিতেই ঝঁ্যাটা-পেটা ক'রে – র'সো, র'সো! এখনও হয়ত সময় আছে—দেখি দেখি, মুড়ো খ্যাংরাটা—"

বলিতে বলিতে একটা লাফ দিয়া বাহিরের দিকে তরঙ্গিণী ছুটিল। তারণ হাত ধরিয়া টানিয়া তাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া কহিল, "ক্ষেপলি নাকি বৌ? কোথায় যাচ্ছিস্‌? কি ব'লছিস্‌?"

হাত তুলিয়া মাথায় একটা ঘা দিয়া তরঙ্গিণী কহিল, "ব'লছি আমার মাথা আর মুণ্ডু! বলি, দেখছ, শুনছ, আর চুপটি মেরে র'য়েছ? আক্কেল

যদি থাকে, যাও, এক্ষুণি যাও, ঐ বাঁড়ুয্যেটাকে গিয়ে বল। পণ্ডিত! পণ্ডিত না বলদ পঞ্চানন! অত বড় থুবড়ো মেয়ে—বিয়ে দিলে দু' তিনটি ছেলেপুলে হ'ত—ঘরেই পুষে রেখেছেন। আগুন নিয়ে খেলা! বলি যাও না? হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েছ—যাও! গিয়ে বল, জাত-মান যদি রাখ্‌তে চান, রাত পোয়াতেই বামুনের ছেলে যার মুখ দেখবেন, তার হাতেই মেয়েটাকে দিয়ে ফেলুন।"

অতি বিস্ময়ে চাহিয়া তারণ কহিল, "সত্যিই যে ক্ষেপে উঠ্‌লি বৌ! কি আবোল-তাবোল ব'কছিস্? মাথায় তোর ঢুকল কি? কুমী—"

"আর কুমী! কবে হয় ঘরের ঢেঁকী কুমীর, তাই দেখ! আর সত্যি ছুঁড়ীরই বা দোষ দেব কি? বয়েস এই কুড়ি একুশের কম ত হ'ল না। ঐ এক বাপ—বাপ ত নয়, এক শাপ আবাগীর! মায়া নেই, মমতা নেই, ভালমুখে একটি কথা নেই, একটু দিষ্টিদরদ কোনও দিকে নেই, বিয়ে এজন্মে দেবে তার সাড়াশব্দটি নেই? নিজের পথ এখন নিজেই দেখ্‌ছে! নাগর জুটেছে রাজপুত্তুর—ঘটকালীতে লেগেছে মালিনী-মাসী—"

"আরে, ছ্যা ছ্যা ছ্যা! বৌ, তুই হ'লি কি? মনে তোর এত কালী? ভাব্‌তে যা কেউ পারে না, তাই তুই ডাকছেড়ে ব'ল্‌ছিস্? চুপ—চুপ—চুপ! অমন পাপ কথা মুখের বার আর করিস্ নি।"

"মুখের বার—সে না হয় নাই কর্‌লাম। আমি না হয়, সে মমতায় হ'ক কি ধর্ম্মভয়ে হ'ক্, চেপেচুপেই রইলাম। কিন্তু পাপ ত চাপা থাক্‌বে না!"

"পাপ! কিসের পাপ! কি পাপ! কাকে কি ব'ল্‌ছিস্ বৌ? কার কথা কি ভাবছিস্? কুমী—সাক্ষাৎ দেবকন্যে! আর খোকাবাবু—"

"দেবপুত্তুর!"

"হাঁ, দেবপুত্তুর! আলবৎ দেবপুত্তুর। ছ্যাখ্! ফের যদি ওসব পাপ কথা মুখে আন্‌বি, তাহ'লে—তাহ'লে—ব'লছি—জানিস্—"

"কি, হাত তুল্‌ছ, মেরে আমার মুখ ভেঙ্গে দেবে? তা দেও না? ঘরের মাগ আমি, ধ'রে মারলেই হ'ল! এমন মরদানী তাতে কিছু লাগে না। ঐ যে নুলো পুনো তিলী, ভিক্ষে ক'রে খায়,—সেও তার বৌটোকো—হাতে জোর নেই—কথায় কথায় পায়ে গিয়ে নাথি মারে!"

উত্তোলিত হাত শিথিল হইয়া পড়িল। আরক্ত চক্ষু মুখ নিষ্প্রভ হইল। বেশ একটু অপ্রতিভ হইয়াই মুখ ফিরাইয়া তারণ কয়েক পা সরিয়া গেল।

তরঙ্গিণী বলিতে লাগিল, "মুখ—একটা মুখ আমার ভাঙ্গতে পার। কটা মুখ ভাঙ্গবে? শতমুখে কলঙ্কের কথা ঢিঢি ক'রে উঠ্‌ল ব'লে! আজ আমার চোখে প'ড়েছে, কাল সদির চোকে প'ড়্‌বে, পরশু—"

আবার আরক্তচক্ষু হইয়া তারণ ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

"চোখে প'ড়েছে!—কি চোখে প'ড়েছে রে? চোখে তোদের প'ড়্‌তে পারে কি?"

তরঙ্গিণী কহিল, "বলি, তোমাদের ঐ দেবপুত্তুর দেবকন্যের মন্দিরে অত ঘনাঘনি ক'রে কেন? পূজো দিতে? বলি, হাঁ গা! সে কিসের পূজো?"

"যান্ ত বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের কাছে—প'ড়্‌তে—"

"আহা হা! কি পড়াই প'ড়্‌তে যান! 'বড় লোকের ছেলে—নাগর দুলালটি—ক'লকেতায় নাকি ইংরেজি টিংরেজি প'ড়ে কটা পাশও আবার দিয়েছে। গেঁয়ো ঐ বামুনপণ্ডিতের কাছে হিজিবিজি কি প'ড়্‌তে যায় সে? আর যায় তাঁর কাছেই যাবে। খালি ঘরে, কুমীর কাছে ব'সে রসের কথা কয় কেন? কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কুমী উঠে দৌড়ে গে ঘরে ঢোকে কেন?"

তারণ ভ্রূকুটি করিল; মুখখানি যেন কেমন হইয়া গেল। একটু থমকিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, "তুই কি স্বপ্ন দেখেছিস্ বৌ?"

"স্বপ্ন নয় গো, স্বপ্ন নয়। এই ত কাল বিকেলে—"

"কাল বিকেলে! কাল বিকেলে ত—"

"হাঁ, রামায়ণ শুন্‌ব ব'লে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তা ছাই ঘুমিয়ে প'লাম, কখন উঠে গেল জানিনে। শেষে ভাবলাম, যাই একবার দেখে আসিগে—কি ভাব্‌ছে।—ও মা! গিয়ে দেখি—বেলা তখন একেবারে প'ড়েছে—কাক প্রাণী বাড়ীতে নেই—তা গিয়ে দেখি, ঐ দেবপুত্তুর ব'সে আছেন।"

"আর কুমী?"

"কাছেই দাঁড়িয়ে।"

"কথা কি হচ্ছিল?"

"তা কি আর শুন্‌তে পেয়েছিলাম অদ্দূর থেকে? দেবপুত্তুর কি ব'ল্‌ছিলেন—সে ঢঙ কি? চেয়ে ছিলেন—চোখে আর পলক পড়ে না!"

"তার পর?"

"কি কথা হচ্ছিল ওরাই জানে, কুমী হঠাৎ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছুটে ঘরে গে' ঢুকল। দেবপুত্তুর অমনি পাগলের মত উঠে দোরের কাছে গেলেন। শুন্‌লাম, ডাকা হচ্ছে—"কুমারী! কুমারী!" সে কি রসের ডাক গো!"

একটু কি ভাবিয়া তারণ কহিল, "হুঁ!—তা—হয়ত গিয়েছিলেন—রাড়ুয্যেমশাই বাড়ীতে নেই জান্‌তেন না। শেষে কথায় কথায় হয় ত—কুমীর ত দুঃখের অবধি নেই—কি কথা উঠেছে, হঠাৎ কেঁদে ফেলেছে।"

তরঙ্গিণী কহিল, "আমিও ত তাই ভাবলাম। এমন একটা কথা মনেও ত উঠেনি তখন। তা তুমি ঐ ধাই মাসীর কথা ব'ল্লে কিনা—"

"ধাই মাসীর কথা ? ধাই মাসীর কথা আবার কি ?"

"সেই ত বিন্দে-দূতী গো ! ব'ল্‌ছিলে কি তবে তুমি ?"

"আরে দূর হ মাগী ! আমি কি তাই ব'ল্‌ছিলাম ? রাম ! রাম ! রাম ! ওরে, আমি কি তাই ব'ল্‌ছিলাম ?"

"ওমা ! পষ্ট ব'ল্লে মাগী গোয়েন্দা !"

"গোয়েন্দা কি খোকাবাবুর গোয়েন্দা ? দূতীয়ালী ক'র্‌তে পাঠিয়েছেন তাকে তিনি কুমীর কাছে ? আরে—রাম ! রাম ! তা কি হয় কখনও ?"

"তবে কিসের গোয়েন্দা ?"

"না না, ও কিছু না ! বাজে একটা কথা আমার মনে উঠেছিল। —হাঁ, তার পর কি হ'ল ? খোকাবাবু ত ডাক্‌তে ডাক্‌তে দোরের কাছে গেলেন—"

"কুমী বুঝি কি ব'ল্লে না ইসেরা ক'র্‌লে। অমনি মুখখানা এতটুকু ক'রে চটপট নেমে গেল।"

"তার পর—কুমীর কাছে তুই গেলি ?"

"না, কাছে যায়নি। একটু এগিয়ে কেবল বেড়ার ফাঁসা দিয়ে চেয়ে দেখ্‌লাম মাটীতে উবুড় হ'য়ে প'ড়ে কাঁদ্‌ছে। কেমন বাধ বাধ ঠেকল, চ'লে এলাম।"

তারণ তখন কহিল, "তা গ্যাখ বৌ, মন্দ কিছু ভাবিস্‌ নি। এটাও ত হ'তে পারে—ভেবে দেখ্‌ না—দেখ্‌তে কুমী অমন ফোটাপদ্মটির মত মেয়ে—ভরা বয়েস, আছে বাপের ঘরে—ব'ল্‌তে নেই এমন কথা—ঠিক যেন ঐ রূপকথার রাজকন্যেটি রাক্ষসের পুরীতে বন্দী। আবার খোকাবাবুও যায় আসে, দেখে—"

"ওতেই ত মাথা খেয়েছে ! নইলে—"

"ওরে থাম্, থাম্! কথাটা আগে শোন্ যা ব'ল্‌ছি।—খোকাবাবুরও এই ভরা বয়েস—দেখ্‌তে অমন চাঁদপণা—বে থা করেন নি—"

"হুঁ—!" মাথা ঘুরাইয়া বিদ্রূপের বক্রমুখে অতি দীর্ঘস্বরে তরঙ্গিণী এই "হুঁ" শব্দটি উচ্চারণ করিল।

তারণ কহিল, "এই দ্যাখ্‌—কথাটা ব'ল্‌তেও দিবিনি বৌ? আর এতই গলদ তোর মনে ঢুকেছে—ভাল কি কিছুই ভাব্‌তে পারিস্ নি?"

"বলি ভাল ত এই ব'ল্‌ছ, জোয়ান মরদ ছেলে, সোমত্ত বয়েসের মেয়ে, দেখ্‌তে আবার দু'জনেই চাঁদপণা! দেখা শুনো হ'চ্ছে, নিরিবিলি কথা ব'ল্‌ছে, এখন পিরীতের দায়ে প'ড়েছে!"

"আরে—রাম! রাম! রাম! অমন কথাটাও মুখে আনলি বৌ? ওরে পিরীত নয়, পিরীত নয়—ওটা বড় নোংরা কথা। পিরীত নয়, প্রেম, ভালবাসা—ঐ যে কত বইটইতে আজকাল লেখে, মেয়েরা পড়ে, শুনিস্ নি।"

"হ'ল সেই প্রেমই হ'ল, ভালবাসাই হ'ল। তাই কি ভদ্দর লোকের ছেলে—পরের মেয়ের সঙ্গে গিয়ে ক'র্‌তে আছে?"

"কার সঙ্গে গিয়ে তবে ক'র্‌বে? ঘরের মেয়ের সঙ্গে?"

"মুয়ে আগুন! মুয়ে আগুন! কি যে বলে!"

"কার সঙ্গে তবে ক'র্‌বে? ওরে মাগী! প্রেম যে ক'রবে, সে ত পরের মেয়ের সঙ্গেই ক'রবে।"

"তা বইকি? নইলে প্রেম কেন জম্‌বে?"

"আরে—যা! যা! যা! ভারী যাচ্ছে তা হ'য়ে গেছিস্ তুই। একদম খেউড় গাইতেই সুরু কর্‌লি! ওরে মাগী!—এই বোঝ্ না ব্যাটা—তোর সঙ্গে যে আমার বিয়ে হ'ল—পরের মেয়ে ছিলিনি তখন তুই?"

"তা ছিলাম। বাবা মন্তর প'ড়ে হাতে ধ'রে দিলেন, ঘরের বউটি হ'য়ে এলাম তখন। তার আগে গিয়েছিলে প্রেম ক'র্‌তে? হঁা!"

"তা—তা—ওরে, তাও হয়। আজকাল এই বড়লোকদের ঘরে—ছেলে মেয়েরা সব বড় বড় হ'চ্ছে কিনা—ইংরিজি লেখাপড়াও শিখছে—বিয়ের আগেও প্রেম হয়—"

"শ্রাদ্ধও তাহ'লে অনেক দূরে গিয়ে গড়ায়!"

"আরে দূর হ হতভাগা মাগী! আবার ত্যাখ খেউড় ধ'র্‌লে।"

"বলি, ধরাবে খেউড়, গাইব কি মা মনসার গান! আচ্ছা, কুকথা কিছু নাই ভাবলাম। ধ'রলাম সোজাসুজি ওদের প্রেম হ'য়েছে, ভালবাসা হ'য়েছে। তা সেইটেই কি বড় ভাল কথা হ'ল?"

"মন্দই বা কি হ'ল? ধর্‌, তাই যদি হ'য়েই থাকে, তাহ'লে আমি আজ ব'লে রাখলাম বৌ,—সত্যি ক'রে যদি তোকে বিয়ে ক'রে থাকি—কথা আমার সত্যি হবে,—হবে, হবে, হবে—এই তিন সত্যি! ঐ খোকাবাবুর সঙ্গেই কুমীর বিয়ে হবে!"

সহসা অতি অভাবনীয় এমন একটা কথায় যারপরনাই চমকিত হইয়া তরঙ্গিণী চাহিল! "বিয়ে হবে! আঁা! বিয়ে! বল কি? খোকাবাবুর সঙ্গে—কুমী ঠাকুরঝির বিয়ে! আঁা!—তাও কি—হ'তে পারে?"

"কেন পার্‌বে না? বামুনের ছেলে বামুনের মেয়ে—সশ্রেণীও বটে! আর বাঁড়ুয়্যে মশাইও ত এমন একটা হেঁজি-পেঁজি লোক নন!"

হঁা। সম্ভবনাটা তরঙ্গিণী যেন কিছু উপলব্ধি তখন করিতে পারিল; চমকের ভাবটা কাটিয়া গেল। কি ভাবিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে শেষে কহিল, "হুঁ—তা বটে!—কিন্তু—অত বড় ধাড়ী মেয়ে,—কর্ত্তা আর গিন্নী—সে রাজি হবে না রে মিন্সে, সে রাজি হবে না!"

"কিন্তু খোকাবাবুও ত এমন কচি খোকাটি এখন নন। তেমন শক্ত হ'য়ে যদি ধ'রে বসেন—ধর্, যদি বলেন, নইলে আমি বিয়েই আদবে ক'র্‌ব না—"

"হাঁ—তাহ'লে—তাহ'লে—আঁ! ওরে, সত্যিই যে বিয়ে হবে! আঁ! কুমীঠাকুরঝির বিয়ে! খোকাবাবুর সঙ্গে! হেঃ হেঃ হেঃ! ওরে, এ যে হয়গৌরীর বিয়ে হবে যে রে! এঃ—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—ওরে, কি ক'রব বলদিকি রে বামুন! আহ্লাদ যে আমি বুকে ধ'রে রাখ্‌তে পারছিনি রে!—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ। ওরে, বিয়ে যেদিন হবে—আহ্লাদে যে তোর হাত ধ'রে রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়াব! এঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ!"

"হিঃ হিঃ হিঃ! ত্যাখদিকি বৌ, আর কি কুকথাই না তুই ভাব্‌ছিলি!"

"দে দে দে! গালে দুটো থাপ্পড়ই তবে দে! হাত তুলেছিলি মুখ ভাঙ্গতে—বাড়িয়ে দিচ্ছি মুখ, ভাঙ্গ্!"

বাড়ান মুখখানি তারণ হাতে ধরিয়া থাপ্পড় মারিয়া অবশ্য ভাঙ্গিল না, করিল আর কিছু। উত্তরে মিঠা হাতের একটু ঠোনা দিয়া তরঙ্গিণী কহিল, "আহা হা, আবার সোহাগ দেখ! রস যে উথলে উঠল গো!"

হাসিয়া তারণ কহিল, "এতেও উঠ্‌বে না বৌ? কি মনে হ'চ্ছে জানিস্? তোর সঙ্গে যেন আবার নতুন ক'রে আজ আমার বিয়ে হ'ল—ঠিক ওদেরই মত এম্‌নি প্রেম ক'র্‌বার পর! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!"

দুই হাত বাড়াইয়া তরঙ্গিণীকে তারণ বুকে চাপিয়া ধরিল। আহা, সরল এই ব্রাহ্মণ-দম্পতির এই আনন্দ, এই আকুল কামনা সফল হইবে কি? ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছা তুমিই জান।

৯

"মা!"

"কি বাবা ?"

"অক্ষয় তৃতীয়া ব'লে আজ কুমারী ভোজন করাচ্ছ তুমি ?"

তাই ত! হঠাৎ শশাঙ্ক আসিয়া এরূপ প্রশ্ন আজ করিল কেন? এসব দিকে ত ফিরিয়াও কখনও সে চাহে না,—কথাটিও কখনও কিছু বলে না। কেমন যেন একটু চমকিত হইয়াই রত্নময়ী চাহিলেন। একটু থমকিয়া থাকিয়া শেষে কহিলেন, "হাঁ বাবা, অনেকদিন হ'ল মনে মনে সংকল্প ক'রেছিলাম—কুমারী ভোজনে নাকি বড় পুণ্যি আছে—তাই আজ—"

একটু হাসিয়া শশাঙ্ক তখন কহিল, "তা বেশ ক'রেছ। আমি কৈফিয়ৎ নিতে আসিনি মা।"

"না বাবা, না বাবা, তুমি কি আমার তেম্‌নি ছেলে? একটা পুণ্যির কাজ ক'রব, আর তার কৈফিয়ৎ এসে নেবে? না, তা আমি ভাবিনি। তবে কিনা—তুমি ত এসব মান-টান না বড় কিছু। তাই আর আগে ব'লে তোমাকে বিরক্ত ক'র্‌তে যায় নি।"

"তা বেশ ক'রেছ। হাঁ, তা একটা কথা কেবল তোমাকে ব'লতে এলাম।"

"কি বাবা, বল।"

"গাঁয়ের সব ব্রাহ্মণকুমারীকে নেমন্তন্ন ক'রেছ, আর বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের মেয়ে কুমারী, তার কি অপরাধ হ'ল মা ?"

কেমন একটু যেন অপ্রতিভ হইয়াই রত্নময়ী কহিলেন, "না না, অপরাধ কি হবে? অপরাধের কোনও কথা ত হয়নি—"

"তবে কি হ'য়েছে? হাঁ, বাবা বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের ওপর অসন্তুষ্ট আছেন—"

"না না, তার জন্যেও কিছু হয় নি—"

"তবে কিসে হ'ল? অবশ্য বাঁড়ুয্যে মশাই গায়ে তুলে কিছু নেবেন না। সে ধাতুর মানুষই তিনি নন। কিন্তু তোমরা এত বড় একটা অপমান কেন তাঁর ক'রছ? যেন তাঁর জাত গেছে, তাঁর মেয়ে কুমারী ভোজনে তোমার বাড়ীতে আসতে পারে না!"

"ওমা, জাত কেন যাবে? কুলীনের ঘরে কত বড় বড় মেয়ে থাকে, —বিয়েই যে কত মেয়ের হয় না। জাত যাওয়ার কথা ত কিছু হয় নি। তবে—আমি ত শাস্তর টাস্তর কিছু জানি নে বাবা। ঐ স্মৃতিরত্ন মশাই ব'ল্লেন—"

স্বয়ং স্মৃতিরত্নই কি কাজে তখন গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

"কি, কি হ'য়েছে গিন্নীমা? শশাঙ্ক কি ব'লছে?"

রত্নময়ী কহিলেন, "ঐ বাঁড়ুয্যেমশাইয়ের মেয়েকে নেমন্তন্ন করা হয় নি, তাই।"

"বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের মেয়ে!—তাকে কি ক'রে নেমন্তন্ন করা যায়? এ হচ্ছে কুমারী ভোজন—"

"সেও ত কুমারীই বটে!"

বলিয়া একটু কঠোর দৃষ্টিতে শশাঙ্ক চাহিল।

ঈষৎ চক্ষু টানিয়া স্মৃতিরত্ন উত্তর করিলেন, "হাঁ, নামে কুমারী বটে!"

"কামেই বা নয় কিসে?"

স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "হাঁ, বিয়ে এখনও দেন নি, লৌকিক ব্যবহারে

তাই কুমারী তাকে বলা হয়। কিন্তু পুণ্য কামনা ক'রে গিন্নীমা এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন ক'রেছেন—"

শশাঙ্ক একটু ভ্রূকুটি করিল। কহিল, "কি এমন মহাপাপ হ'ত তাকে নিমন্ত্রণ ক'র্‌লে ?"

স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "পাপের কথা—সে নাই ধ'র্‌লাম। অতিরিক্ত একটা মেয়ে এসে খাবে কি একখানা কাপড় পাবে, সেটা আর বেশী কি ? অন্ন-বস্ত্রের অভাব ত গিন্নীমার ঘরে নেই। কত ভিকিরীর মেয়েও ত—"

চক্ষু মুখ শশাঙ্কের আরক্ত হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "ভিকিরীর মেয়ে কুমারী নয়, অন্নবস্ত্রের লালসাও এখানে করে না। আমি জান্‌তে চাই তাকে এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হ'ল না কেন ?"

স্মৃতিরত্নও একটু কঠোর ও দৃঢ় স্বরে উত্তর করিলেন, "হ'ল না তার কারণ শাস্ত্র-বিহিতা কুমারী সে নয়, যাদের পূজায় ভোজনে পুণ্যলাভ হ'তে পারে।"

"শাস্ত্র তবে কাকে কুমারী ব'লেছেন জান্‌তে পারি কি ? পনের ষোল বছরের মেয়েরাও ত নিমন্ত্রিত হ'য়েছে দেখ্‌ছি।"

স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "হয়েছে, যেহেতু কুমারী পূজার বিধানে শাস্ত্র ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত কুমারীর বয়স্কাল নির্দ্দেশ ক'রেছেন। প্রমাণ যথা—

ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মী দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা।
ক্ষেত্রজ্ঞ পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চণ্ডিকা তথা॥

—ইতি যামলে।

এক বর্ষ হ'তে বর্ষে বর্ষে কুমারীর বিভিন্ন নাম আছে, যথা—

এক বর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা চ সরস্বতী।
ত্রিবর্ষা ত্রিধামূর্ত্তিশ্চ চতুর্বর্ষা চ কালিকা॥
সুভগা পঞ্চবর্ষা চ—"

বাধা দিয়া শশাঙ্ক কহিল, "হ'য়েছে, হ'য়েছে, থামুন এখন, আর শ্লোক আওড়াতে হবে না। ঐ যে সীমা দিলেন ষোড়শে অম্বিকা, এর পরেও যে গোটাকত চরণ নেই, সে ত কেবল আপনার কথার উপরে নির্ভর ক'রেই মেনে নিতে হবে ?"

স্মৃতিরত্ন উত্তর করিলেন, "আমার কথার উপরে নির্ভর না ক'র্‌তে পার, পুরোহিত দর্পণ রয়েছে, ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি র'য়েছে, সব ছাপার বই, দেখ্‌তে পার। থাক্‌বে না কেন ? আরও একটি চরণ র'য়েছে—তা আর গিন্নীমার সাম্‌নে তুল্লাম না।—শুন্‌বে ?—'এবং ক্রমেণ সম্পূজ্যা যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যতে।'—হ'ল ?"

মুখ একটু নত করিয়া শশাঙ্ক একদিকে একটু সরিয়া গেল। স্মৃতিরত্নের মুখখানি গর্ব্বোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, যেন ঐ একটি চরণের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া একেবারে দিগ্বিজয়ী একজন পণ্ডিতই তিনি হইয়া দাঁড়াইলেন! শশাঙ্ক তখন ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, "আরও শ্লোক হয়ত ছিল মূল পুঁথিতে কুমারীর বর্ণনা ক'রে। তাই তুলে দিয়ে ঐ চরণটি যে মতলব ক'রে কেউ বসিয়ে দেয় নি, তাই বা কে ব'ল্‌তে পারে ?"

"অঁা! শাস্ত্রের কথা, ছাপান পুস্তকে বেরিয়েছে, তাই ব'দ্‌লে দেবে ? তুমি বাতুল হ'য়েছ শশাঙ্ক ? শাস্ত্র—সে হ'ল ব্রহ্মবদনবিনিঃসৃতা ঋষিকণ্ঠে সুশ্রুতা সনাতনী বেদবাণী—তাও কেউ পারে ব'দলে দিতে ?"

"দিলেই পারে। দিয়েছেও ঢের।"

"নাস্তিক! নাস্তিক! কর্ত্তামশাই যে বলেন, বাস্তবিকই তুমি অতীব নাস্তিক! হায়, হায়, গিন্নীমা! আপনার এই পুণ্যের সংসার, ঘোর কলিতেও পূর্ণ ধর্ম্মে সত্যযুগ যেখানে বিরাজিত, দেবদেবীগণ যজন-হোমে নিত্য পরিপূজিত—"

হো হো করিয়া শশাঙ্ক হাসিয়া উঠিল। কহিল, "হ'য়েছে—হ'য়েছে!

অত লম্বা লম্বা কথার দরকার কিছু নেই। শাস্তর টাস্তর আমিও একটু আধটু নাড়াচাড়া ক'রে থাকি। সংস্কৃত ভাষায় যা কিছু লেখা, সবই সনাতনী বেদবাণী নয়। দুই একটা শ্লোক অমন আমরাও লিখে দিতে পারি।"

"তা কেন পার্‌বে না ? ভাষায় একটু দখল থাক্‌লে কে না পারে ? আমরাই কি পারি না ?

"তা যদি পারেন, তবে পুরোণ পুঁথিতে মতলব মত একটা শ্লোকই বা জুড়ে দিতে পারবেন না কেন ?"

"শাস্ত্রে !—আঁ ! শাস্ত্রবাক্যে হস্তক্ষেপ ! হিন্দুসন্তান কেউ তা ক'র্‌তে পারে ?"

"ঢের ক'রেছে, ক'রেও থাকে। আর ঐ চরণও সেই রকম একটা কিছু ব'লে মনে হয়। ঐ চরণ দেখে আপনাদের মত পণ্ডিত কেউ হয় ত চ'ম্‌কে গিয়েছিলেন। ভেবে চিন্তে ঐ চরণটি শেষে বসিয়ে দিয়েছেন—যেরূপ ঘটনা এক রকম অসম্ভব ব'লেই মনে হয়।"

স্মৃতিরত্ন কহিলেন, "সে ত এখন ব'ল্‌বেই। ইংরেজিওয়ালা পণ্ডিত তোমরা, যা খুসী ব'ল্‌তে পার। এও নাকি কেউ কেউ ব'লে থাকেন, বেদ হ'ল চাষার গান ! তা ষোড়শাতীতা কুমারীর পূজা কোথাও দেখেছ কখনও ?"

"দেখবনা কেন ? কাশীতে—"

"ও কাশীতে ! কাশীতে সব চলে। তা ঐ ভবদাস বাঁড়ুয্যের মেয়েটাকে কাশীর কুমারীদের দলেই ফেলা যেতে পারে বটে !"

শশাঙ্ক একেবারে আগুন হইয়া উঠিল !

"সাবধান হ'য়ে কথা ব'ল্‌বেন স্মৃতিরত্ন মশাই ! কার সম্বন্ধে কি ব'লছেন জানেন ?"

"কি, অমন তেড়ে উঠ্‌লে যে বাবা? কেন, কি এমন অন্যায় কথাই বা ব'লেছি? অত বড় আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রেখেছেন—"

"রেখেছেন তাঁর খুসী! তুমি কে যে সেই কথা ব'ল্‌বে? পণ্ডিত তুমি? ধার্ম্মিক তুমি?"

বলিতে বলিতে শশাঙ্ক মুষ্টিবদ্ধ হস্তে কয়েক পা অগ্রসর হইল।

"ও খোকা! ওরে, ও শশাঙ্ক! ক্ষেপলি নাকি তুই? ব'লছিস্ কি? স্মৃতিরত্ন মশাই—"

বলিতে বলিতে রত্নময়ী ছুটিয়া গিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন।

তেমনই উত্তেজিতভাবে শশাঙ্ক কহিল, "স্মৃতিরত্ন! কিসের ও আবার রত্ন? বিদ্যের বড়াই করে! অসভ্য বর্ব্বর কোথাকার! কি ব'ল্‌ব? মা সাম্‌নে—নইলে—নইলে—"

"কি কর্‌তে তুমি?"

"টিকি ধরে টেনে তোমাকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিতাম!"

স্মৃতিরত্ন চমকিয়া দুই পা পিছনে সরিয়া গেলেন। কি জানি—

"ওরে, চুপ কর্—চুপ কর্!—পাগল! চুপ কর্!"

ক্রুদ্ধ পুত্রের মুখে রত্নময়ী হাত চাপা দিলেন। স্মৃতিরত্ন এবার প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিলেন, "শুন্‌ছেন গিন্নীমা, শুন্‌ছেন? আপনার ঘরে আপনার কুলপুরোহিতের আজ এত বড় অবমাননা হ'ল!"

"দোহাই স্মৃতিরত্ন মশাই, দোহাই! রাগ ক'র্‌বেননা, অভিশাপ দেবেন না! মাফ করুন, শশাঙ্ক ছেলেমানুষ—" বলিতে বলিতে রত্নময়ী একেবারে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পাদমূলে গিয়া পতিত হইলেন।

ধমক দিয়া শশাঙ্ক কহিল, "উঠে এস মা! ইঃ—ভারী বামুন ও! ভারী কুলপুরোহিত!—আমার লজ্জা হ'চ্ছে কুলপুরোহিত ব'লে ওকে

তোমরা সম্মান ক'র্‌ছ! তারণকে ছাড়িয়ে ওকে আবার দিয়েছ নীল-কণ্ঠের পূজোরী ক'রে। আরে, রাম রাম রাম! ওটা কি মানুষ!"

"ওরে, থাম না হতভাগা ছেলে! যা মুখে আস্‌ছে তাই ব'লছিস্? একটু কি মুখ বুজে থাক্‌তে পারিস্‌নি?—এমন গোঁয়ারও ত কোথাও দেখিনি বাপু!"

"যা খুসী তোমাদের করগে। আমি চ'ল্লাম। কিন্তু কাজটা তোমরা মোটেই ভাল করনি। অত বড় একজন সাধু ব্রাহ্মণপণ্ডিত, আর তাঁর নিরপরাধ কন্যা—যতদূর অপমান ক'র্‌বার তা আজ ক'রেছ। আর তা ক'রেছ ঐ ভণ্ডের কুবুদ্ধিতে!"

বলিয়াই শশাঙ্ক বাহির হইয়া গেল।

রত্নময়ী তখন কহিলেন, "তা দেখুন স্মৃতিরত্ন মশাই, সত্যি আমারও যেন কেমন কেমন লাগ্‌ছে। কাজটা মোটেই ভাল হয়নি। তা হ'য়েছেই না হয় বয়েস একটু বেশী। তাই বলে—"

"আমি কি ক'র্‌ব বলুন। কর্ত্তা হ'লেন কর্ত্তাবাবু, নিষেধ ত তিনিই ক'র্‌লেন।"

"তা আপনি ওই শোলোক ফোলোকগুলো না ব'ল্লে—"

"সে আমি না ব'লে কি ক'রে পারি? কোন্ কাজে শাস্ত্রের ব্যবস্থা কি আছে, সেটা ত আমাকে ব'লে দিতে হবে। পৌরোহিত্য করি; হিত ত আপনাদের দেখ্‌তে হয় আমাকে।"

"তা ঐ একটা মেয়ে বেশী এসে খেলে কি একখানা কাপড় পেলে, হিত না হ'ক্ অহিতই বা কি এমন হ'ত বলুন?"

স্মৃতিরত্ন উত্তর করিলেন, "কুমারী হ'লেন সাক্ষাৎ মা ভগবতী। শাস্ত্র বিহিতা কুমারী যে নয়, তাকে মা ভগবতীর প্রাপ্য পূজা দান ক'র্‌বেন, এতে তাঁর অবমাননা করা হবেনা? সেই অবমাননায়

ক্রুদ্ধা যদি তিনি হন, অহিত আর তার চাইতে বেশী কিসে কি হতে পারে বলুন ?"

"তা—মা ভগবতী ব'লে মনে মনে না হয় তাকে নাই ধ'র্‌তাম। বামুনের মেয়ে ত ? দুটো খেত, কি একখানা কাপড় পেত—"

"বেশ আপনার ইচ্ছে হয়, লোক পাঠিয়ে তাকে আনান। খোকাবাবুও বেজায় চ'টে গেলেন। তা এত উষ্ণতাই কেন ? কি এমন ব্যাপার ! যাওয়া-আসাও সদাসর্ব্বদা ওখানে করেন। এটা খুব ভালর লক্ষণও নয় গিন্নী মা।"

রত্নময়ী শিহরিয়া উঠিলেন।—

"না না, ছি ! এ সব কি ব'ল্‌ছেন আপনি ? শশাঙ্ক আমার তেমন ছেলে নয়।—পণ্ডিত মশাইয়ের ওখানে যায় আসে—আর তা যায় ত নাকি শাস্তর টাস্তরের কথা কি শিখ্‌তে।"

"শাস্তরের ত ও কতই ধার ধারে ! আর বাঁড়ুয্যে—সে ত নাস্তিক। স্পষ্টই বলে শাস্তর পূজোটুজোর কথা—ও সব আলোচনাই আমি কিছু করিনে। এই ত সেদিন শ্রীশ্রীভগবান্ নীলকণ্ঠ মহাদেবের পূজোর ভার তাকে দিতে চেয়েছিলেন, নিলে ? সোজা ব'ল্লে, ও সব আমাকে দিয়ে হবে টবেনা কিছু। দেবতায় ভক্তিটক্তি আমার কিছু নেই।"

"তা বটে—তা বটে !—তবে—"

"না না, কোনও কুকথার আভাস খোকাবাবুর নামে আমি দিতে চাইনে। তবে আপনাদের একটু সতর্ক থাকাও উচিত। আর—আর—আজকার এই অত্যধিক উষ্ণতা—এটাও—সে যাই বলুন গিন্নীমা, লক্ষণ খুব ভাল ব'লে আমি মনে কর্‌তে পারিনা।"

বলিয়াই স্মৃতিরত্ন চলিয়া গেলেন।

স্তব্ধ হইয়া রত্নময়ী কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। [illegible] শেষে বাহির হইলেন।

"বলি ও আন্না, তুই একটিবার যাবি দিদি? কাকেই বা আর পাঠাই।"

"কোথায় দিদি ঠাকৃরুণ?"

রত্নময়ী কহিলেন, "কাজটা সত্যি বড় অন্যায়ই হ'য়েছে। তা দ্যাখ্—আমি মেয়ে-মানুষ—শাস্তরটাস্তর কি বুঝি বল্? এদিকে যেমন হ'য়েছেন কর্ত্তা, তেম্‌নি আবার মন্ত্রী জুটেছেন স্মৃতিরত্ন মশাই। খোকাও রেগেমেগে একেবারে আগুন হ'য়ে উঠেছে। আমারও মনটা বড় বিশ্রী লাগ্‌ছে। না হয় পুণ্যি একটু কমই হ'ত। তা মা ভগবতী কি সত্যিই এমন কাঁচা মেয়ে যে এতেই অম্‌নি রেগে শাপ মুন্যি দিয়ে চ'লে যেতেন?"

"তা আমাকে কি ক'র্‌তে বল দিদি ঠাকরুণ?"

রত্নময়ী কহিলেন, "ব'ল্‌ছিলাম কি, তুই একটিবার গিয়ে ব'লে ক'য়ে কুমারীকে যদি নিয়ে আস্‌তে পার্‌তিস্। না হয় শাস্তরের কুমারী নাই হ'ল, তা ভিখিরী একটা মেয়ে এসে খেলেও ত—"

আন্না একটু ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "তা মা ভগবতী সত্যি যদি কুমারীই হন, তা হ'লে ভিখিরীর মেয়েকে কি তিনি ছেড়ে আছেন? তোমরা হেলা তাচ্ছিল্যি ক'রে দূরে ঠেলে রাখ্‌তে চাও ব'লে কি তিনিও তাঁদের হেলা তাচ্ছিল্যি ক'রে দূরে ঠেলে রাখেন?"

"কি জানি বোন্, আমি কি অতশত কিছু বুঝি? তবে ওঁরা বলেন, বামুনের মেয়ে হ'তে হবে—"

"শাস্তরে কি ঠিক এমন কথাই লিখেছে যে বামুনের মেয়ে না হ'লে মা ভগবতীর অংশ কুমারী সে হবেনা? মা ভগবতী কি কেবল বামুনেরই

ভগবতী, শূদ্দুরের কেউ নন? বড়লোকের মেয়েই কেবল তাঁর অংশে গ'ড়ে পাঠিয়েছেন, ভিখিরীর মেয়েকে বাদ দিয়েছেন? কোত্থেকে এল তারা তবে?"

রত্নময়ী উত্তরে কহিলেন, "ওলো, ও সব তত্ত্বের কথা কি আমরা কিছু জানি, না এইখেনে দাঁড়িয়েই একটা মীমাংসা তার ক'রে ফেল্‌তে পারব? —আমি ব'ল্‌ছিলাম কি যা হবার তা ত হ'য়েই গেছে, তা তুই যদি একটিবার যেতিস, একটু ব'লে ক'য়ে বুঝিয়ে—"

"কি তাকে ব'লব দিদি-ঠাকরুণ? কি তাকে বোঝাব? সত্যিই ত আর এমন একটা ভিখিরীর মেয়ে সে নয় যে আয় ব'লে তোমরা ডাক্‌লেই অম্‌নি ছুটে আস্‌বে? আরও এত বড় একটা অপমান তাদের আগে থেকে ক'রেছ—একেবারে জাত যাবার মত! না ব'ল্‌ছে লোকে এমন কথা নেই। এরপর আমি গিয়ে ব'ল্লেই অম্‌নি সে আস্‌বে? না তার বাপই আস্‌তে দেবে?"

"বলি একটা ভুল হ'য়ে গেছে—"

"ভুল! একি ভুল দিদি-ঠাকরুণ? পরামর্শ ক'রে, মতলব ক'রে, তাকে বাদ দেওয়া হ'ল, এই অপমানটা ক'র্‌বার জন্যে। তারা কি এম্‌নিই বোকা যে এই সহজ কথাটা বোঝেনি? সবাই বুঝেছে, সবাই বলাবলি ক'র্‌ছে, আর তারাই বোঝেনি? ঐ ত তারণঠাকুরের বৌকে রাঁধ্‌তে ডেকে পাঠিয়েছিলে, সে আস্‌তে দিলে না!"

রত্নময়ী কহিলেন, "তারণেরও সত্যি বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে। কি সাহস তোর বাপু? আমি ডেকে পাঠালাম বৌকে রাঁধ্‌তে, আর অনায়াসে তুই জবাব দিয়ে দিলি, ও পার্‌বেনা, যাবে না!"

আন্না উত্তর কর্‌ল, "তা এত ভয়ই বা ক'র্‌বে কেন সে? তোমাদের জমি খায়? গাঁয়ে বসতি করে? তা এখুনি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সে চ'লে যেতে পারে।"

"কিসে যে গায়ে এত তেল তার হ'ল ভেবে পাইনে। ঐ খোকাই আস্কারা দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে দিয়েছে।"

"খোকাবাবু কি আস্কারা তাকে দেবেন? আস্কারা যদি কেউ দিয়ে থাকে, দিয়েছেন তার ঠাকুর তাকে, ভক্তির জোরে। মানুষ কারও খাতির যে করেনা!"

"ক'রত না ক'রত দেখতাম যদি খোকা না অমনি আগলে তাকে দাঁড়াত! সে যাক গে বাপু। তা হ'লে তুই একটিবার যেতে পারবিনি?"

"না দিদি-ঠাকরুণ, আমি পারবনা। আর কাউকে পার ত পাঠাও। তবে পাঠিয়েও কিছু হবেনা। সে আস্‌বে না।"

"আস্‌বেনা—নাও আস্‌তে পারে। যে তেজী মেয়ে। আর বাপও ত তেজী কম নয়। আর ত কিছু ভাব্‌তাম না। তবে খোকা নাকি বড় রেগে গেছে—"

"মান্‌ষের প্রাণ আছে, তাই রেগেছেন। রাগ এতে কার না হয়?"

বলিয়াই আন্না বাহির হইয়া গেল।

রত্নময়ী কহিলেন, "ওমা, ধাই মাগীরও কথার ঠমক দেখনা? যেমন কপাল হ'য়েছে আমার—নাই দিয়ে আগেই দিয়েছি মাথায় তুলে!—তাহ'লে কি করি এখন? কাকে পাঠাই? দূর হ'কৃগে ছাই! আস্‌বেও না, মিছে আর একটা হাঙ্গামা ক'রে এখন কি হবে? যা হবার তা ত হ'য়েই গেছে। তবে খোকা নাকি অমন রেগে গেল! আর সত্যি এত রাগই বা কেন তার? স্মৃতিরত্ন মশাই আবার ছাই কি একটা খটকা মনে তুলে দিয়ে গেলেন।—না না, ছি! ওসব কথা ভাবতে নেই।—খোকা আমার তেমন ছেলে নয়। আর ঐ বাঁড়ুয্যেকেও বলি, অত বড় মেয়ে—অমন থুবড়ো ক'রে ঘরে রাখ্‌তে আছে? ঘরে আবার

মা খুড়ী পিসীমাসী কেউ নেই যে আগ্‌লে রাখ্‌বে। আস্ত আগুন! কি না হ'তে পারে?"

"কি গিন্নী, কি হ'য়েছে? শশাঙ্ক নাকি—"

বলিতে বলিতে কর্ত্তামহাশয় স্বয়ং তখন গৃহে প্রবেশ করিলেন। রত্নময়ী কহিলেন "কেন, কি এমন ক'রেছে সে? স্মৃতিরত্ন মশাই বুঝি এরি মধ্যে আঠারখানা ক'রে গিয়ে তোমার কাছে লাগিয়েছেন?"

কর্ত্তা উত্তর করিলেন, "আঠারখানা কি আটাশখানা যাই ক'রে থাকুন, আমার কুলপুরোহিত তিনি, আমারই অনুগৃহীত, প্রতিপালিত। অপমান কেউ তাঁকে কর্‌লে আমার কাছে অভিযোগ কর্‌তে পারেন, প্রতিকারও চাইতে পারেন। ছেলে ব'লে এতবড় গুরু অপরাধ তার আমি উপেক্ষা করে যাব?"

"কি এমন গুরু অপরাধই বা সে ক'রেছে? অপমান—তা অত গায়ে তুলেই বা উনি নেন কেন? কথায় কথায় এত অভিমানই বা কেন? ছেলেমানুষ—"

"ছেলে মানুষ!—ছেলেমানুষ কোথায় তুমি দেখ্‌ছ? পঁচিশ বছর বয়স এই পেরোল—"

"ষাট, তা পেরোলই বা? পঁচিশ বছর বয়েস কি কারও পেরোয় না? আজকাল পঁচিশ বছর বয়েস আর কি? দেখ্‌তে দেখ্‌তে হ'য়ে যায়। এই ত বাছা—আহা ষাট! 'এই ত এতটুকু চাঁদপণা ছেলে আমার কোলে খেলা ক'রেছে—সে ত কালপরশু ব'ল্লে হয়!"

"এমন কাল পরশু নয় গিন্নী এমন কাল পরশু নয়! অন্ততঃ তেইশ চব্বিশ বছর আগের কথা। ছেলেমানুষ! পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় পূর্ণযুবক—এত বজ্জাতী চাল চাল্‌তে পারে—"

রত্নময়ী রাগিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "কি এমন বজ্জাতী চাল সে

চেলেছে ? যত কুকথা স্মৃতিরত্ন মশাই গিয়ে বলেন, আর তাই বেদবাক্যি ব'লে তুমি ধরে নিচ্ছ ?"

"তাঁকে এতবড় অপমানটা সে কেন করলে ? কুলপুরোহিত, মহা পণ্ডিত, স্মৃতিরত্নোপাধিক—এই গৃহের গৃহিণী তুমি—তোমার সমক্ষে—"

"বলি কি এমন ক'রেছে সে ? রাগ একটু হ'য়েছিল—হ'তেই পারে। তা ছেলে মানুষ—"

"আবার ছেলেমানুষ ? বয়স এই পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হল—"

"হ'লই বা ? দেখ, আমি ভাল ব'লছি, যাট ! ষেটের কোলে বাছা আমার একশ যাট বছর পেরমাই পেয়ে বেঁচে থাক্, তুমি অমন ক'রে তার বয়েস তাকিও না !—পঞ্চবিংশতি !—যেন ওই লম্বা কথাটা ব'ল্লেই বয়েস তার অমনি পঁচিশদুগুণে পঞ্চাশ বছর হ'য়ে গেল ! হ'লই বা পঞ্চবিংশতি ? তাই ব'লে তোমার মত পঞ্চাশ বছরের ভার ভারিক্কী তার হবে ?"

বিদ্রূপের বক্রমুখে কর্ত্তা উত্তর করিলেন, "পাকাপাকা কথায় ত আমার বাবার বড় জেঠামশাই ! ছেলেমানুষ ! ছেলেমানুষ ত ছেলেমানুষই থাক্। এসব কথায় কথা বল্‌তে আসে কেন ? আর এ কেমন ছেলে-মানষী তার ? স্মৃতিরত্ন মশাই—তাকে সে যায় টিকি ধরে বাড়ীথেকে বের ক'রে দিতে ! ব্যাটা হারামজাদা ! তার বাবার বাড়ী এ ?"

"হিঃ হিঃ হিঃ। উনি আবার পঞ্চাশবছুরে ভারভারিক্কী মানুষ ! হি হি হি ! বলি কার বাড়ী এ ?"

মুখ বাঁকাইয়া কর্ত্তা মহাশয় কহিলেন, "নেও, অত আর হাস্‌তে হবেনা এখন। ভারী রগড় দেখা দিয়েছে কিনা ?—একটু ভয় হচ্ছে না তোমার গিন্নী ? একটু ভাবনা নেই ? স্মৃতিরত্ন মহাশয়, কুলপুরোহিত, ক্রিয়াকর্ম্মে সিদ্ধহস্ত, অতবড় শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিত,—তাঁকে সে চায় টিকি ধ'রে বের ক'রে দিতে—আর তুমি হাসছ !"

"ওমা, তা টিকি ধ'রে বের ক'রে দিতে যাবে কেন? শশাঙ্ক যেন পাগল! আর স্মৃতিরত্ন মশাইও যেমন—এই আবার মুখ তুলে তোমার কাছে ব'ল্‌তে গেছেন!"

"মুখ তুলে নয় গিন্নী, মুখ তুলে নয়! মলিন মুখ অধোবদন ক'রে! অশ্রুপাত ক'র্‌তে ক'র্‌তে রোরুদ্যমান হ'য়ে! সেই মূর্ত্তি—কি ব'ল্‌ব গিন্নী—একেবারে সাক্ষাৎ মা ভদ্রকালী—'মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী!'—দেখে—ও হোহো!—শিরে যেন আমার বিনামেঘে অকস্মাৎ হ'ল বজ্রাঘাত!"

"আ মরি মরি! যেন যাত্রার আসরে এলেন রাজা দশরথ! আর স্মৃতিরত্ন মশাইকেও বলি, অশ্রুপাতই ক'রেছেন একেবারে! কথাই বা এমন কি? হেসেও ত উড়িয়ে দিতে পারতেন। সত্যিই ত আর টিকি ধ'রে বের ক'রে দেয়নি। হাঁ, তা রাগের মুখে কথাটা ব'লে ফেলেছিল অবিশ্যি অন্যায়—"

"অন্যায়! শুধুই একটু অন্যায়! এযে—এযে—বৃত্রঘ্ন ইন্দ্রের হাতের বজ্র তখনই ওর শিরে পতিত হয়নি, তাই ভাগ্য বল্‌তে হবে!"

"বলি, হয় নি ত?"

"হয় নি, সে কেবল নিয়ত পূজাহোমাদির ফলে দেবানুগৃহীত পবিত্র এই গৃহের আশ্রয়ে তখন ছিল, তাই। নইলে ব্রাহ্মণের শিখা—ব্রহ্মতেজই সূক্ষ্মাকারে ওর মাঝে দেদীপ্যমান হ'য়ে আছেন। এই মন্ত্র প'ড়ে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ শিখা বন্ধন ক'রে থাকেন—

ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম সহস্রাণি শিখাবন্ধং করোম্যহম্।

—হাস্‌ছ! তুমি হাস্‌ছ?"

"আহ্লাদে! আহা, এত বিদ্যে তোমার!"

"ঠাট্টা ক'র্‌ছ !"

"না গো না, ঠাট্টা তোমাকে ক'র্‌তে পারি? তা তুমি বল—আর হাস্‌ব না।"

বলিয়া মুখ ফিরাইয়া রত্নময়ী হাসি চাপিয়া নিলেন।

কর্ত্তা আবার আরম্ভ করিলেন্‌ "হাঁ,—

'ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম সহস্রাণি শিখাবন্ধং করোম্যহম্‌।

তাৎপর্য্য হ'চ্ছে এই—ব্রহ্মবাণী, শিববাণী, সহস্র বিষ্ণুনাম—সব ঐ শিখার মধ্যে। শিখা যত্নে ব্রাহ্মণ বন্ধন ক'রে রাখেন, নইলে বিভ্রান্ত ব্রহ্মতেজে বিশ্বজগৎ মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হ'য়ে যেত! ক্রোধে চাণক্য শিখা-বন্ধন মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, দুদিনেই নন্দবংশ ধ্বংস হ'য়ে গেল!"

মুখশ্রী চৌধুরী মহাশয়ের একেবারে বিশুষ্ক পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। যেন মুক্তশিখচাণক্যকর্ত্তৃক নন্দবংশধ্বংসের ন্যায় ধর্ম্মভয়বিবর্জ্জিত পুত্র-মুখোচ্চারিত-পরুষবাক্‌লাঞ্ছিতশিখ স্মৃতিরত্নের অভিশাপে তাঁহার পুণ্যবংশ-ধ্বংসের বিভীষিকা সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার চক্ষের সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল!

একটু হাসিয়া রত্নময়ী কহিলেন "নেও! কিই বা একটা তুচ্ছ কথা, এতেই তোমার নন্দবংশ অম্‌নি ধ্বংস হ'য়েই গেল আর কি? একেবারে স্বয়ং চাণক্য পণ্ডিতই উনি এসে জন্মেছেন কিনা?—হাঁ, তা রাগ হ'য়েছে, হ'তে পারে। তা অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রত আজ, দুটো টাকা কেবল না দিয়ে একখান মোহর দক্ষিণে দেব, খুসী হ'য়ে যাবেন, কোনও রাগরঙ্গ আর তখন থাক্‌বে না।—হাঁ!"

"তা—তা—তা বরং দিতে পার—যদি কোপশান্তি ওঁর হয়। কিন্তু—"

"আর উচিত কথাও ব'ল্‌তে হয়।—শশাঙ্ক রেগে গিয়েছিল—অতটা

রাগা অবিশ্যি তার উচিত হয়নি। তা উনিও বড় অন্যায় একটা কথাই ব'লেছিলেন। আমারই শুনে গাটা জ্বলে উঠেছিল।"

"কেন, কি ব'লেছিলেন ?"

"ঐ ত বাঁড়ুয্যে মশাইএর মেয়ে কুমারী—তা তোমাদের শোলোক-শাস্তরে কি ব'লে, বয়েস ষোল পেরিয়েছে, কুমারী ভোজনে নাকি ওকে নেমন্তন্ন ক'র্‌তে নেই। তাই ব'লে, অমন লক্ষী মেয়ে—আর উনি টপ ক'রে কিনা ব'লে ফেল্লেন, ও কাশীর কুমারীদের দলে !"

"হুঁ—! তবে কথা হ'চ্ছে কি গিন্নী, অতটা উষ্ণ যে শশাঙ্ক হ'য়ে উঠ্‌ল—"

"হ'য়েছে ! কানে মন্তর গিয়েছে ! অম্‌নি পুরুতঠাকুরের কথার সুর ধরা হ'চ্ছে। তা—রাগ হ'লে উষ্ণও হবে না ত কি হবে সাত দিনের বাসী জলের মত ঠাণ্ডা ?"

কর্ত্তা মহাশয় কহিলেন, "তবে কিনা—কথাটা হ'য়েছে কি জান গিন্নী, সর্ব্বদা ওখানে যায় আসে—"

"যায় আসে ত বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের কাছে। তাঁর মেয়ে একটা ঘরে আছে ব'লেই কি যতদোষ হ'ল ? তাহ'লে পুরুষ মানুষ কারুরি ত ও বাড়ীতে যেতে নেই।"

"পুরুষ মানুষ হ'লেই ত কেবল হয় না। পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় পূর্ণ যুবক—এখনও অকৃতদার।—কন্যা ও পরম রূপবতী—পরিপূর্ণ যুবতী—"

"আহাহা ! কি রসই উথ্‌লে উঠল গা ! এই বুড়ো বয়েসে নিজেরই যেন নোলার জল প'ড়্‌ছে ! পরমরূপবতী ! পরিপূর্ণ যুবতী ! আছে তার রূপ আছে, যৌবন আছে, তার আছে। তোমার এত বাক্যির ছটা কেন গা ?"

কর্ত্তা মহাশয় কহিলেন, "রহস্যের কথা নয় গিন্নী, রহস্যের কথা নয় !

ভাবনার কথা। সর্ব্বদা ওখানে যায় আসে। এমনও ত হ'তে পারে, বাঁড়ুয্যে মশাই একদিন ঘরে নেই—"

"তাতেই অম্‌নি যত দোষ হ'য়ে গেল ?"

"দোষ হয় বই কি গিন্নী, দোষ হয় বই কি ? ঐ ত শাস্ত্রই ব'ল্‌ছেন—

'ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গার সম পুমান্।'"

"কি, কি হ'ল ? ঘৃতকুম্ভ কি ?"

"'ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসম পুমান্'—অর্থাৎ কিনা, নারী যে, সে হ'ল কেমন ? না ঘৃতকুম্ভের ন্যায়। আর 'পুমান্' কিনা পুরুষ, সে হ'ল কেমন ? না তপ্ত অঙ্গার তুল্য। সেই ঘৃত কুম্ভ আর তপ্ত অঙ্গার যদি কাছাকাছি হয়—"

"কি হবে ? কলসীর ঘি অম্‌নি তেতে গ'লে এলিয়ে প'ড়বে ? আ ছি ছি ছি ! এমন বিশ্রী মিথ্যে কথাটা কোন্ হতভাগা শাস্তরে লিখেছে গা ? তার মা বোন্ সব বুঝি কসবী ছিল ? আ ছি ছি ছি ! লজ্জা হ'ল না একটু ঐ ঘেন্নার কথাটা—বুড়ো হ'য়েছ আর গিন্নী আমি ছেলের মা—আমার মুখের ওপর ব'ল্‌তে ! বলি মেয়েমানুষ এমনিই অপদার্থ তোমরা ভাব ? যদি অমনি ঘিয়ের কলসীই কেউ হয়, সে পুরুষ জাত তোমরা,—একটু আঁচেই অমনি গ'লে পড়। আর মেয়ের জাত আমরা আস্ত পাষাণ, জ্বলন্ত আগুনেও গলি না। হাঁ !"

"আহা হা, বলি অত চটই বা কেন ? শাস্ত্রের কথা—তা এমন অন্যায়ই যদি বল, বলব না আর তোমাদের সাম্‌নে।"

"ব'ল্‌বে না ! কেবল ব'ল্‌বে না ? মনেও কখনও ভাবতে পারবে না। মায়ের ছেলে যদি হও !"

"একেবারে আগুন দেখ ! বলি, সবার সম্বন্ধে ত আর ও কথাটা বলা হয় নি। অমনধারা লোকও ত থাক্‌তে পারে।"

"পারে যেথায় থাকৃগে। ভদ্দর সমাজের কাছেও যেন তারা না আসে।"

"সে না আসে ভাল কথা। তবে ব'ল্ছিলাম কি—চ'টে ম'টে ত একদম দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়েছ—কথাটাও ত একটু ভাবতে হয় ত ধর, এমন যদি হয়—বাঁড়ুযো মশাই বাড়ীতে নেই—ওরাই দুজনে ব'সে হয় গল্প সল্প ক'রছে—"

কথাটার গুরুত্ব গৃহিণী যেন কিছু হৃদয়ঙ্গম করিলেন।—কহিলেন, "ছেলের বিয়ে কেন দেওনা? এই সব ঘরের ছেলে—এত বয়েস কে কোথায় আইবুড়ো থাকে? ছেলে বাই ধ'রল এখন বিয়ে ক'র্ব না, আরও তোমারও মতিচ্ছন্ন হ'ল, তাই সই! আজ কেন হায় হায় ক'রে ম'রছ?"

কর্ত্তা কহিলেন, "তা হ'লে তুমি তাকে বুঝিয়ে বল। বিয়ের সম্বন্ধ আমি দেখি। আর কেনই বা বিয়ে ক'র্বে না? পড়াশুনো পড়াশুনো—তাও শেষ হ'ল—"

রত্নময়ী কহিলেন, "আর দেখ, মেয়ে অবিশ্যি খুব ভাল, কোনও কুকথা তার নামে ভাব্তেও নেই। তা তুমি কেন বাঁড়ুয্যেমশাইকে ডেকে একবার বল না? ভাল সম্বন্ধ একটা দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিন। অত বড় মেয়ে, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, এটা কি ভাল? হাঁ, টাকা কড়ি বেশী লাগে, তুমিই চালিয়ে দিও।"

"টাকা—সে দর্কার হয়, চালিয়ে দিতে পারি। একটি ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ দিয়ে দেওয়া—সেটা একটা মহাপুণ্যও ত বটে। তা—উনি কি আর আমার কথা গ্রাহ্য কিছু ক'র্বেন? আরও রাগ বেড়ে গেল আজ—"

"কাজটাও, যাই বল, মোটেই ভাল হয় নি। মনটা আমার বড্ড

খারাপ হ'য়ে গেছে। ও তোমার শাস্তর টাস্তর যাই বল, কুমারীই যদি মা ভগবতী হন, সব কুমারীই ভগবতী। এর ত কথাই নাই। দেখ্‌লেই মনে হয়, সাক্ষাৎ মা ভগবতী!"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কর্ত্তা উত্তর করিলেন, "সে যা হবার হ'য়ে গেছে। শোধবার ত উপায় এখন আর নেই।"

"উপায় আর কেন থাক্‌বে না? এখনও মধ্যাহ্ন হয় নি,—কুমারীরা আসেও নি বড় কেউ। মনটা সত্যি আমার বড়ই খুঁৎখুঁৎ ক'র্‌ছে! হাঁ গা, উপায় একটা কিছু ক'র্‌তে কি পার না?"

"উপায় যে কি আর হ'তে পারে বুঝ্‌তে পারছি নি গিন্নী। এক আমি নিজে এখন গিয়ে পায়ে ধ'র্‌লে যদি হয়।"

"নাঃ, অতটা আর কি ক'রে তোমায় বলি? আর তাতেও উনি এখন নরম হবেন কিনা তাই বা কে জানে? যাক্, কপালে যা ছিল, হ'ল।" বলিয়া করজোড়ে ঊর্দ্ধমুখে কহিলেন, "মা ভগবতী গো! দাসী বুঝ্‌তে পারে নি মা, তাকে ক্ষমা ক'রো! পুণ্যি কিছু চাইনে মা, পাপে যেন শাপের ভাগী হইনা!"

কর্ত্তা কহিলেন, "অত কেন ভয় পাচ্ছ গিন্নী? কি এমন গুরু অন্যায় হ'য়েছে যে পাপে একেবারে শাপের ভাগীই হ'তে হবে? শাস্ত্রেও ত লিখেছে—"

"তা লিখুক, মনে ডেকে মা নিজেই যেন ব'ল্‌ছেন, ওরে, তুই ভাল করিস্ নি, ভাল করিস্ নি! হাজার কুমারীকে তুই আজ ষোড়শোপচারে খাওয়া, চেলী বেনারসী পরা কি সোণার অলঙ্কারে সাজা, ঐ একটি কুমারীর অপমান যে কর্‌লি, ওতেই আমার অপমান করা হ'ল! (কর্ত্তা শিহরিয়া উঠিলেন।) হায় হায়, কি কর্‌লাম, কি কর্‌লাম! পুজো ক'র্‌তে গিয়ে বুদ্ধির ভুলে মার অপমান ক'রলাম? মা, মা,

মাগো! পায়ে তোমার কোটি কোটি প্রণাম ক'র্‌ছি, দয়া করে অধম দাসীকে ক্ষমা ক'রো মা!"

গলবস্ত্রে নতজানু হইয়া গৃহতলে গৃহিণী প্রণাম করিলেন। স্তব্ধভাবে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া ভীত কর্ত্তাও মায়ের কোপ-শান্তি কামনায় ভূ-নত হইলেন।

"তাইত, তাইত বৌ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ কি হ'ল বল্ দিকি?"

তরঙ্গিণী কহিল, "হবে, সে ত তখনই বলেছিলাম। তা তুমিই বোকা বোঝালে আমাকে ওদের প্রেম হ'য়েছে, বিয়ে' হবে। এখন ত দেখ্‌ছি কেবল ওই প্রেমেরই কেলেঙ্কারী হ'ল, বিয়ের নাম গন্ধটি নেই!"

"আর হতভাগা এই গাঁয়ের লোকগুলোও এত যাচ্ছেতা! আরে, ছ্যা ছ্যা ছ্যা! এই সব কথাও বলে!"

তরঙ্গিণী উত্তর করিল, "লোকের দোষ কি গা? দেখ্‌লে লোকে ব'ল্‌বেনা কেন? একজনে বলে যদি এতটুকু, আর একজনে তাই এতখানি ক'রে নেয়, মুখে মুখে কথা শেষে বেড়ে যায়, সূঁচটা হ'য়ে ওঠে ফাল। তাইত বলেছিলাম তখন, পরের মেয়ের সঙ্গে পেরেমটেরেম গিয়ে ক'র্‌তে নেই। ক'রলেই এই কেলেঙ্কারী শেষে হয়।"

"তা কেন হবে বৌ, তা কেন হবে? কত নাকি এমন হ'চ্ছে আজকাল—এই সহরেটহরে—কলকেতায়—"

"সহরের কথা গে ছেড়ে দেও। তার কেত্তন আলাদা। গাঁয়ে ঘরে ও সব চলেনা।—দেখেছ কোথাও?"

একটু কি ভাবিয়া তারণ কহিল, "কি-ই বা ওরা এমন ক'রেছে? সেই একদিন একটু—"

তরঙ্গিণী বলিয়া উঠিল, "একদিন যেন আমার চোখে প'ড়েছিল।—রোজ ত আর আমি গিয়ে ওঁৎপেতে থাকিনা। কতদিন এমন খালি বাড়ীতে ওদের প্রেমের দেখা হ'য়েছে কে জানে? বলি, লোকেরই ত কেবল দোষ দিচ্ছ। তোমাদের খোকাবাবুই বা কেমন ভদ্দর? ব্যাটাছেলের ত

এমনিই সাত খুন মাফ—আরও বড়ঘরের ছেলে! তা ওই আবাগী মেয়েটার মুখে এম্‌নি ক'রে লোকে চূণকালী দিচ্ছে, কেমন দেবপুত্তুর তিনি যে এখনও নিঃশব্দে ব'সে র'য়েছেন? কেন, তেমন গরজ ক'র্‌লে বিয়ে হ'য়ে যেতে পার্‌তনা? কয়দিন লাগে? বড়লোকের মর্জ্জি—একদিনে, মুখের কথা বেরুলে, বাঘের দুধ মেলে। আর একটা বিয়ে হ'তনা, বরকনে এক গাঁয়েই র'য়েছে? ভিন গাঁয়ের ছেলে মেয়ে—গরীবের ঘরেও তেরাত্তিরে অমন কত বিয়ে হ'য়ে যাচ্ছে।"

"তা—কে জানে, কথা টথা হয় ত চুপিচাপি ওরা সব ঠিক ক'রেই ফেলেছে। কাল সকালে উঠেই হয় ত শুন্‌বি, আজ বিয়ে!"

"আর বিয়ে! কর্ত্তা গিন্নী—ভেবেছ ঐ দাগা মেয়ে তাদের বৌ ক'রে ঘরে নেবে? আগে হ'লে সে কথা ছিল আলাদা!"

কি ভাবিতে ভাবিতে তারণ একটু পায়চারি করিল; করিতে করিতে কহিল, "কিন্তু কি ক'রে যে এমন বিশ্রী একটা কথা নিয়ে এই কয়দিনেই এমন্‌ ঢিঢি প'ড়ে গেল!—খোকাবাবু ত পণ্ডিত'মশাইয়ের ওখানে বরাবরই যান আসেন—হাঁ বৌ, তুই কি কারও কাছে গল্পটল্প কিছু ক'রেছিলি?"

তরঙ্গিণী কহিল, "গল্প—সে কি এই গল্প ক'র্‌তে গিয়েছি কারও কাছে?"

"তবে কি গল্প ক'রেছিলি? কার কাছে?"

"সে সদি ঠাকুরঝির কানে কানে পুকুরঘাটে সেদিন ব'লেছিলাম, কুমী ঠাকুরঝির বিয়ে হবে খোকাবাবুর সঙ্গে। ওদের প্রেম হ'য়েছে।"

"তাই বল্‌! তুই-ই দফা সেরেছিস্‌ বৌ!"

"বাঃ! তুমিই ত ব'ল্লে বিয়ে হবে, এ প্রেমে দোষ নেই!"

"আরে দূরহ মাগী! একেবারে অবোধ তুই! প্রেমে দোষ নেই, আমি ভেবেছি। তুই নিজে ভাব্‌তে পারিস্‌নি, আর সদি ভাব্‌বে?

সেই ডালপালা দিয়ে পাঁচ যায়গায় গল্প ক'রে বেড়িয়েছে! সর্ব্বনাশ ক'রেছিস বৌ, একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলেছিস!"

তরঙ্গিণী কহিল, "না গো না, তেমন মেয়ে যদি ঠাকুরঝি নয়। কানে কানে পুকুরঘাটে ব'সে কথাটা তাকে ব'ল্লাম, আর সে বাড়ী বাড়ী গেয়ে বেড়াবে? তা নয় গো, তা নয়! কথা রটিয়েছে ঐ স্মৃতিরত্ন।"

"স্মৃতিরত্ন!"

"হাঁ গো! এই ত ফেলী সকালে এসেছিল ব'লে গেল। আগেই ত জাতমারা ক'রে রেখেছে কুমীদের, ঐ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কুমারী-ভোজনে নেমন্তন্ন ক'র্‌তে দেয়নি। তাই নিয়ে শেষে খোকাবাবুর সঙ্গে তার কুরুক্ষেত্তর বেধে গেল। গিন্নীমার সাম্‌নেই টিকি ধ'রে তিনি ওকে বের ক'রে দিলেন—"

"সে ত জানি।"

"তাতেই ত রেগেমেগে আবাগীর ব্যাটা এই কথা গিন্নীকে বলে, কর্ত্তাকে বলে, যাকে দেখে তাকেই বলে। মুয়ে আগুন! মুয়ে আগুন! টেঁকো মাথায় কি-ই বা ছিরির টিকি। ধ'রে দিয়েছিলই না হয় একটা টান! ঐ পোড়া টিকিও ত ছিঁড়ে যায়নি! আর গেলেই বা কি? তাই ব'লে এম্‌নি ক'রে হাটে হাঁড়ী ভাঙলি তুই—একটিবার ভাবলিনি আঁটকুড়ির ব্যাটা, কুলের মেয়ে—মাথাটা তার একেবারে খেলি!"

"শালার ব্যাটা শালা!—হারামজাদা! দেখ্‌তে পেলে একবার—"

"কি ক'রবে? ধ'রে মার্‌বে? এই কালী তা হ'লে উঠে যাবে কিছু? আরও ছড়াবে। এম্‌নিই লোকে বলে, খোকাবাবুর পেয়ারের লোক তুমি।"

তারণ একটু ভ্রূকুটি করিল। তরঙ্গিণী কহিল, "তা সে স্মৃতিরত্নই বলুক

আর সদিই বলুক, আজ না হয় কাল কেউ ব'লতই। এ সব কি আর চাপা থাকে? ঐ যে লোকে বলে, ধর্ম্মের ঢোল আপনি বাজে।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে তারণ চাহিল!

"ধর্ম্মের ঢোল! কেন, তুই কি মনে করিস্—কোনও—আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা! তাই কি হয় কখনও? তুই কি ভাব্‌ছিস্ বল্‌দিকি বৌ?"

জিভ কাটিয়া তরঙ্গিণী কহিল, "না না, সে সত্যি ক'রে তোমাকে ব'ল্‌ছি, আর যে যা ভাবুক গে, আমি—না, ছি! আমি তা কিছু ভাবিনি। আর কুমী ঠাকুরঝি—সত্যি সে কিছু আর পটী কুমোরণীও নয় কি রসী নাপ্তিনীও নয়। না না, ছি!—সে হ'তেই পারেনা! তবে কলঙ্কের খোঁটা—কপালে থাক্‌লে—স্বয়ং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী যে সীতে—তিনি এড়াতে পারেননি, ও কি ক'রে এড়াবে?"

"হুঁ—তা হ'লে—"

"কিন্তু তোমাদের ওই খোকাবাবু, যাই বল, কাজটা মোটেই ভাল ক'র্‌ছেন না।—যাই হ'য়ে থাক্, তিনিই আগে এগিয়ে গিয়ে কুমীর সঙ্গে পীরিতের কথা ব'লেছেন বই সে কিছু আর তাঁকে পথে ধরে রসের কথা কইতে আসেনি। এখন তাঁর উচিত হ'চ্ছে—বাপের সুপুত্তুর যদি হন —যে ক'রে হ'ক, একটি দিন আর দেরী না ক'রে ওকে বিয়ে ক'রে ফেলা। এই যারা আজ উঁচু গলায় খ্যাঁদা নাক তুলে, কুভুলে চোখ ঠেরে, কোদালে দাঁত বের ক'রে যা না ব'ল্‌তে পারে তাই ব'ল্‌ছে, তারাই গলবস্তর হ'য়ে গে ওই কুমীর পায়ে গড়াবে। ঐ স্মৃতিরত্নই দাঁত বের ক'রে হেসে গে গ'লে প'ড়্‌বে, আর বৌমা বৌমা ক'রে কত ঠাট ক'র্‌বে—চোখে আমি দেখ্‌ছি!"

তারণ কহিল, "হবে হবে বৌ, তাই হবে! ব্যস্ত হ'স্‌নে, হবে এই ত ক'দিনের কথা আর? খোকাবাবু—না না, বৌ, অন্তর্যা-

কিছু ভাবিস্‌নি—এর বিহিত তিনি ক'র্‌বেনই।—এই যে ধাই মাসী? কি?"

নিঃশব্দে আন্না তখনই গৃহে প্রবেশ করিল। তরঙ্গিণী মাথার কাপড় টানিয়া এক দিকে সরিয়া একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইল। আন্না কহিল, "একটি কথা তোমাকে ব'লব বাবা, তাই—"

তরঙ্গিণী একখানি পাঁড়ি আনিয়া নিকটে রাখিল। তারণ কহিল, "কি, ব'ল্‌বে বল।"

আন্না কহিল, "তোমরা কি ব'ল্‌ছিলে বাবা?"

তারণ ভ্রূকুটি করিল।—

"হাঁ দ্যাখ ধাই মাসী, আমারা সোয়ামীস্ত্রীতে ঘরে নিরিবিলি দুটো মনের কথা ব'ল্‌ছি, তোমার সে খবরে দরকার কি? আড়ি পেতে এসে তা শোনই বা কেন?"

আন্না কেমন যেন অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না বাবা, আড়ি পেতে কেন শুন্‌ব? আস্‌ছিলাম তোমার কাছে, কথা কানে গেল—"

"হাঁ, পরের কথা কেবলই তোমার কানে যায়, এমনি যায়গা মতই তুমি এসে পড়! তা কানে যা দৈবী গেছে গেছে। আবার খুঁচিয়ে তা জান্‌বার দরকার কি?"

মুখখানি ধাইমাসীর লাল হইয়া উঠিল,—চক্ষে জল আসিল। "বাবা—" বলিতে বলিতে থামিয়া গেল,—আঁচলপ্রান্তে নয়ন মার্জ্জনা করিল।—

তারণ কহিল, "কি, দুঃখ পেলে ধাইমাসী? কি করি বল? কড়া কথাটা যে ব'ল্‌তে হ'ল, সে তোমারই দোষ। পরের কথা শুন্‌বার, পরের ঘরের খোঁজ নেবার, বাইটা তোমার বড় বেশী। মতলব কিসের কি আছে, সে তুমিই জান।"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে আন্না কহিল, "ভুল বুঝোনা বাবা, কারও কথা

আমি শুন্‌তে যাইনা, কারও ঘরের কোনও খোঁজ নিয়েও বেড়াইনা। এই ত দু তিন মাস হ'ল এখানে এসেছি। কোথাও বড় বেরোতেও আমাকে দেখেছ ?"

তারণ উত্তর করিল, "না, এদ্দিন ত দেখিইনি। তবে আজকাল খুবই দেখি। আর দেখি, একটা বাড়ীর দিকেই ঝোঁক তোমার বড় বেশী। তা সে যাক্। কি ব'ল্‌তে এসেছিলে বল।"

"ঐ কথাই আমি ব'ল্‌তে এসেছিলাম বাবা।"

"কোন্ কথা ?"

"ঐ তোমরা যা ব'ল্‌ছিলে।"

"বটে ! তা কি ব'ল্‌বে বল।"

"খোকাবাবু শুনেছি তোমাকে খুব ভালবাসেন, বড় শ্রদ্ধা করেন।"

"শ্রদ্ধা ! হাঃ হাঃ হাঃ ! শ্রদ্ধা ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !—তুমি হাসালে ধাইমাসী ! হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ !"

"হাস্‌ছ কেন বাবা ? সত্যি ব'ল্‌ছি, উনি তোমাকে বড় শ্রদ্ধা করেন।"

"দয়া করেন, ভালবাসেন। শ্রদ্ধা ! ক্ষেপেছ ধাইমাসী ? অকাল কুষ্মাণ্ড একটা পূজোরী বামুন আমি—তাও বরখাস্ত হয়েছি পূজো জানিনে ব'লে ! বড় জোর কারও বাড়ীতে গিয়ে পাল-পার্ব্বণে ভাত রাঁধ্‌তে পারি, আর কেউ ম'লে ঘাটে নিয়ে গে পুড়িয়ে আস্‌তে পারি—চিতের কাঠগুলো হয়ত নিজেই চেলা ক'রে নিয়ে। আমাকে আবার কেউ ক'র্‌তে পারে শ্রদ্ধা ? আরও ঐ খোকাবাবু ?"

আন্না কহিল, "না হয় হ'ল, দয়াই করেন, ভালই বাসেন

"হাঁ, তা খুবই করেন, ভালও খুবই বাসেন !—আর আমিও খুব ভালবাসি।"

"তবে সেই ভালবাসার জোরে একটি কথা তাঁকে ব'ল্‌বে বাবা ?"

"হাঁ, সে জোরে একটি কেন, দশটি, বিশটি, যতটি বল গিয়ে ব'ল্‌তে পারি। তা হ'লে তোমার সেই একটি কথা কি বল।"

"আর কোনও কথা আমার নেই বাবা। ঐ তোমরা যা ব'লছিলে তাই। এর বিহিত যাতে হয়, ব'লে ক'য়ে তাঁকে দিয়ে তাড়াতাড়ি তাই তুমি করিয়ে দেও।"

তারণ বড় কঠোর, বড় কুটিল, ভ্রূকুটি করিল। কঠোর সেই ভ্রূকুটি-কুটিল চোখে আন্নার দিকে চাহিয়া রহিল।

"কি বাবা ?"

তারণ কহিল, "ধাইমাসী! কে তোমাকে পাঠিয়েছে ব'ল্‌তে পার ? বলি, তার মতলবটা কি ?"

"মতলব! মতলব কিসের বাবা ? না বাবা, কেউ আমাকে পাঠায় নি, মতলবও কারও কিছু জানিনে। নিজে আমি এসেছি তোমার কাছে।"

"নিজে ? নিজে এসেছ তুমি ? হুঁ—! আচ্ছা, এসেই যদি থাক, তবে জেনে যাও, ওসব আমাকে দিয়ে হবে টবে না কিছু। বিহিত যদি ক'র্‌তে হয় কিছু, খোকাবাবুর কাজ, নিজেই তিনি ক'র্‌বেন।"

"জান্‌লে ত ক'র্‌বেন ?"

"জানেন না!"

"না। এই কুচ্ছের কথা কিছুই তিনি শোনেন নি।"

"শোনেন নি ? বটে!—শুন্‌লি বৌ, শুন্‌লি! খোকাবাবু কিছু শোনেন [illegible]।"

[illegible]ধা ঘো[illegible]টায় ঢাকা মুখখানি পূর্ব্ববৎ অন্যদিকে রাখিয়াই চাপা স্বরে [illegible]ণী কহিল, "[illegible] তবে শোনান হ'ক না ? গিয়ে বলা হ'ক না, [illegible] এখন তাঁর যা উচিত হয় তাই করুন ?"

আন্না কহিল, "আমিও তাই ব'ল্‌তে এসেছিলাম বাবা। কিছুই তিনি শোনেন নি। কি ক'রে শুন্‌বেন? কে তাঁকে মুখের ওপর গিয়ে এই কথা ব'ল্‌বে? এক তুমি পার। তোমাকে ভালবাসেন, তুমি নির্ভয়। ওদেরও বড় দরদ কর।—এ অবস্থায় যা উচিত, খোকাবাবুকে তুমিই জোর ক'রে গিয়ে ব'ল্‌তে পার।"

তারণ উত্তর করিল, "জোর কিছু লাগবে না ধাইমাসী, জোর কিছু লাগ্‌বে না। জোরাজুরির কাজও এ নয়। তবে জানাতে হবে তাঁকে। আর জানতে একটিবার পারলে একটি দিনও দেরী আর হবে না। তক্ষুনি এর বিহিত যা হয় তিনি ক'র্‌বেন।"

একটু ফিরিয়া তেমনই চাপা স্বরে তরঙ্গিণী কহিল, "বিহিত এক বিয়ে। হাঁ, ধাইমাসী, কত্তা গিন্নী—ওঁরা ত শুনেছেন সব। কি ব'লেন?"

"ব'লবেন আর কি মাথামুণ্ডু! কত কথাই লোকে গ'ড়ে এসে ব'ল্‌ছে। এখন যত কুকথা ব'লে গাল দিচ্ছেন ঐ মেয়েটাকে আর বাপকে।"

তারণ কহিল, "কেন, তাঁদের অপরাধ?"

"অপরাধ? বাপের অপরাধ মেয়ের বিয়ে দেন নি। সেটা অপরাধই বটে। কেন দেন নি? ওঁর হাতে রেখে মা চ'লে গেছে, কেন তার ভাল মন্দ দেখেন নি? কেন ভাল ঘরেবরে তাকে স্থিতি এদ্দিন করেন নি?"

"হুঁ—! আর মেয়ের?"

"মেয়ের? বাবা, সে আর আমি মুখ ফুটে কি ব'ল্‌ব? বলেন—ওই নাকি ভুলিয়ে ভালিয়ে—"

বলিতে বলিতে ক্রোধের ও ক্ষোভের উচ্ছ্বাসে ফুঁকরাইয়া আন্না কাঁদিয়া উঠিল।

রক্তচক্ষু হইয়া তারণ চাহিল। ঘোমটা সরাইয়া খোলা মুখ তুলিয়া রুখিয়া তরঙ্গিণী কহিল, "কি! এত বড় কথা! কেন! বলি, ছেলে তাঁদের একেবারে ধোয়া তুলসী, আর যত অপরাধী হ'ল কুমী? ভুলিয়ে ভালিয়ে মাথা খেয়েছে সে তাঁদের ছেলের? ভুলিয়ে ভালিয়ে কারও মাথা যদি কেউ খেয়েই থাকে, খেয়েছে কুমীর মাথা তাঁদেরই আদরের নন্দদুলালটি। ঝ্যাটা মার, ঝ্যাটা মার! কেন, পঁচিশছাব্বিশ বছুরে মরদ—বিয়ে দিতে তাঁরা পারেন নি? এখন যে ষাঁড়ের মত পথে পথে কুঁদে বেড়াচ্ছে আর যত গেরস্ত বাড়ীর কচি কচি গাছপালার মাথা ভেঙে খাচ্ছে—"

"আহা হা! চুপ কর্, চুপ কর্ বৌ—দোহাই তোর! কি ব'ল্‌ছিস্ মাথামুণ্ডু! একেবারে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হ'য়েছিস্?"

"ব'ল্‌ব না? কেন ব'ল্‌ব না? তারা কুমীকে এমন কথা ব'ল্‌বার কে? নিজেদের ঐ দড়ীছেঁড়া উদোম ষাঁড়টি—তার পানে একটিবার চেয়ে দেখ্‌ছেন না?"

আন্না কহিল, "তাইত এখন দেখ্‌ছেন মা, তাইত এখন দেখ্‌ছেন। তাড়াতাড়ি ক'রে ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন। কোথায় কি সম্বন্ধের কথা আগেই হ'য়েছিল, এই ত আজ সকালেই সেখানে তার ক'রে দিলেন।"

"আর খোকাবাবু?"

"তাঁকে কিছুই বলেন নি। আগে ব'ল্‌বেনও না কিছু। সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেলে, একেবারে দিন তারিখ হ'লে, তখন জোর ক'রে তাঁকে চেপে ধরবেন। মেয়ে নিয়েই একেবারে তারা আস্‌বে কিনা?"

তারণ কহিল, "মেয়ে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে অমনি ছুটে আস্‌বে—তার টা পেয়ে? [illegible]লোক নয় তারা?"

"[illegible] আস্‌বে না বাবা? এখন ঘরে বরে যদি মেয়ে দিতে পারে,

কিনা ক'র্‌তে পারে লোকে ? অনেক দিন থেকেই নাকি তারা সাধাসাধি ক'র্‌ছে। অবস্থা ভাল, মেয়েও খুব বড়সড় হ'য়েছে, লেখাপড়াটাও ভাল শিখেছে, আর দেখ্‌তেও শুনেছি পরীর মত সুন্দরী।"

তরঙ্গিণী বলিয়া উঠিল, "ছাখদিকি বজ্জাতী চাল ! লুকিয়ে ছাপিয়ে সব গুছিয়ে নিচ্ছে,—হঠাৎ একদিন ভদ্দরলোক তার মেয়ে নিয়ে এসে উপস্থিত হবে, আর ব'ল্‌বে আজই বিয়ে ! তখন পারবে বিয়ে না ক'রে অম্‌নি বিদেয় ক'রে দিতে ? সে যে একটা জাতমারা কাণ্ড হবে ! মেয়ে ধাড়ী, দেখ্‌তে পরী, আবার বিদ্যেধরী—ছলাকলাও কোন্ না শিখেছে ? না না ! বলি শুন্‌ছ ? আর দেরী ক'রো না, এক্ষুণি ছুটে যাও, খোকাবাবুকে গিয়ে সব বল ! বাদ কিছু দিয়ো না, কর্ত্তা গিন্নীর এই কুচক্রের কথাও সব ব'লো ! বাপ ত ঐ ভূত—তার কানেই কিছু গেছে কিনা কে জানে ? কুমীঠাকুরঝির মানইজ্জৎ এখন তোমাকেই রাখ্‌তে হবে। তার ভাই তুমি !"

তারণ গুম হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। হঠাৎ ধাইমাসীর মুখপানে চাহিল, তীব্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়াই রহিল। ধাইমাসী কহিল, "কি, কি ভাবছ বাবা ? কেন, কি অবিশ্বাসের কাজ আমি ক'রেছি ? মিছে বানিয়ে কিছু ব'লেছি ?"

তরঙ্গিণী স্বামীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "ওগো, মিছে বানিয়ে ও কি ব'ল্‌বে গো ? এই যে কলঙ্কের কথাটা উঠেছে, এ ত আর ধাইমাসী মিছে বানিয়ে এসে ব'ল্‌ছে না, সত্যি কথাই ব'ল্‌ছে। আর এমন একটা কথা উঠ্‌লে ওর মাবাপ—আরও বড়লোক তারা—এমনি'রা চাল ত একটা চালবেই। খামোকা তোমার একটা সন্দ হ'য়েছে, ধাইমাসী গোয়েন্দা—"

"গোয়েন্দা ! সে কি বাবা ? না বাবা, তুমি ভুল কিছু ব'

সেদিনও তোমার কথার ভাবে মনে হ'য়েছিল, আমাকে কি রকম একটা সন্দেহ তুমি কর।"

"হাঁ, তা করি। আজ আরও গোল ঠেকছে। কুমী খুবই বিপদে প'ড়েছে,—কিন্তু তুমি তার কে ধাইমাসী ?"

"আমি! আমি তার কে! আমি—আমি—তার কে!" বলিতে বলিতে অতি উদ্দাম একটা বেদনার উচ্ছ্বাসে ধাই-মাসীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মুখ ঢাকিয়া ফুকরাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল।

তারণ ও তরঙ্গিণী দুইজনেই অতি বিস্মিত হইয়া চাহিল।

একটু সামলাইয়া লইয়া ধাইমাসী কহিল, "কে তা ব'ল্‌তে পারিনে বাবা! শুনেছি—শুনেছি—এক জন্মের বড় মমতার টান জন্মেজন্মেও লোকে এড়াতে পারে না। কে জানে—হয়ত—হয়ত—আগের জন্মে বড় আপন কেউ সে আমার ছিল।—সেই মমতায় এখনও আমার প্রাণটা ওর সঙ্গে বাঁধা র'য়েছে। সেদিন তাকে দেখলাম, তার কথা শুনলাম—অম্‌নি মনে হ'ল সে যেন আমার কত জন্মের আপনার জন। দুঃখের কথা শুনে বুকটা আমার ফেটে যেতে লাগল। আজ ক'দিন কেবলই মনে হ'চ্ছে, আহা, বড় দুঃখী সে, তার সব দুঃখ নিজের মাথায় নিয়ে বুকে যদি তাকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌তাম—"

ধাইমাসী আবার বড় কাঁদিয়া উঠিল। তরঙ্গিণী চক্ষু মুছিল। ছল ছল চোখে তারণ কহিল, "কেঁদো না ধাইমাসী, কেঁদো না! কে জানে, ঠাকুরের লীলা—সবই হ'তে পারে। হয় ত আর জন্মে তার মা ছিলে তুমি, কি সেই তোমার মা ছিল। তবে সেদিন! কেমন একটা সন্দ আমার হ'য়েছিল বটে। অত খোঁজখবর তুমি নিচ্ছিলে—"

"হ'তে পারে। কিন্তু হঠাৎ কাউকে দেখে যদি এমন ভাল লাগে, এমন আপন ব'লে মনে হয়, খোঁজখবর কি লোকে নেয় না?

জান্‌তে কি একটিবার তার ইচ্ছে হয় না কে তাকে এমন মমতার টানে টানল ?”

“তা হয় বই কি ধাইমাসী, তা হয় বই কি। যাক্, মনে কোনও দুঃখ আর রেখো না। ঠাকুরের লীলা ঠাকুরই জানেন। সন্দ—না, আর কোনও সন্দ তোমাকে ক’র্‌ব না। কুমীর ভালই তুমি চাও বটে, বড় ভালও তাকে বাস। আমরাও বাসি, আমরাও তার ভাল চাই। কে জানে, এ জন্মে কেউ না হই, গেল জন্মে আমরাও হয় ত বড় আপন তার কেউ ছিলাম।—আচ্ছা, যাও, এখন ঘরে যাও। খোকাবাবুকে—হাঁ, এখুনি আমি যাচ্ছি, গিয়ে সব ব’ল্‌ছি। ঠাকুর দয়াময়, বিপদে কুমীকে রক্ষা ক’র্‌বেনই।”

বড় গভীর একটি নিশ্বাস ধাইমাসী ত্যাগ করিল। সমস্ত শরীরটাও যেন তার কাঁপিয়া উঠিল। কহিল, “মুখে তোমার ফুলচন্দন পড়ুক বাবা! ঠাকুর দয়া করুন, কথা তোমার সত্যি হ’ক্! আর যার যাই অপরাধ হ’য়ে থাক্, ঠাকুর জানেন, কুমারী নিষ্পাপ!”

নিশ্বাস ছাড়িয়া তারণ কহিল, “ঠাকুরের খেলা—বুঝে ওঠা দায় মাসী। আর একজনের দোষে নিষ্পাপ যে, সেও এ পৃথিবীতে অনেক দুঃখ পায়। কেন পায়, ঠাকুরই জানেন।”

মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার পর হাত মুখ ধুইয়া চৌধুরী মহাশয় গিয়া তাঁহার বিরামকক্ষে বসিলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল, গড়গড়ার নলটি মুখে তুলিয়া দিয়া ভাগবত পুরাণের একখানি বঙ্গানুবাদ লইয়া তিনি বসিলেন। মুখে তামাকু সেবন এবং চোখে ভাগবত পাঠ, এক সঙ্গেই চলিতে লাগিল। তামাকুসেবী সকলেরই এইরূপ চলে। দৈনন্দিন নিত্য কি নৈমিত্তিক সন্ধ্যাপূজাহোমাদি সমাধা না করিয়া এক বিন্দু জলও কেহ পান করেন না, কঠোর এইরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু অতি নিষ্ঠাবান্ পুরোহিতও দীর্ঘ পূজাদির অবসরে মধ্যে মধ্যে তামাকু সেবন করিয়া থাকেন। গুরুদশার কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে অক্ষারলবণহবিষ্যাশীও তামাকুসেবা ত্যাগ করেন না। বৈধব্য ঘটিলে নারী—বসন ভূষণ, সিন্দুরালক্তাদি অঙ্গরাগ, তাম্বুলসেবা, সবই ত্যাগ করেন, করেন না কেবল তামাকু। দোক্তা, গুঁড়া, শাদা, যেরূপেই ইহার সেবায় তিনি অভ্যস্ত হইয়াছেন, সমান তাহা চলিতে থাকে। বরং তাম্বুলাদির ক্ষতি ইহার সহায়তায় অনেকটা পূরণ করিয়াই লইয়া থাকেন।

সংস্কৃত একটি উদ্ভট শ্লোক আছে এইরূপ :—

'বিড়োজা পুরা পৃষ্টবান্ পদ্মযোনিং
ধরিত্রীতলে সারভূতং কিমস্তি।
চতুর্ভিমু্খৈরিত্যব্রবিদ্ধিরিঞ্চি-
স্তমাখু স্তমাখু স্তমাখু স্তমাখুঃ॥'

অর্থাৎ পুরাকালে বিড়ৌজা (ইন্দ্র) পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধরিত্রীতলে সারভূত পদার্থ কি আছে? বিরিঞ্চি চারিমুখে এই উত্তর করিলেন, 'তামাকু, তামাকু, তামাকু, তামাকু!'

শ্লোককার সারভূত এই পদার্থের বিশ্ববিজয়িনী মহিমা সত্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

তামাকুসেবা ও পুরাণপাঠ নির্ব্বিঘ্নেই কতকক্ষণ চলিল। চৌধুরী মহাশয় একবার বাহিরের দিকে চাহিলেন। এখনও বেশ বেলা আছে, বহির্ব্বাটীতে গিয়া বসিবার সময় হয় নাই। একটা হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া; আর এক কলিকা তামাকুর আদেশ তিনি করিলেন।—গৃহিণী রত্নময়ী তখন সিন্দূরতিলকশোভিত তাম্বুলরাগরঞ্জিত সুস্মিত বদনে গৃহে প্রবেশ করিলেন। এক হাতে একটি খল, তাহাতে মাখন মিশ্রীর সঙ্গে কিছু মকরধ্বজ মাড়া, আর এক হাতে লেবুরসের সুস্বাদু এক গেলাস সরবৎ।

কর্ত্তা চাহিয়া দেখিলেন। একটু হাসিয়া কহিলেন, "ও কি গো?"

"নেও, এই স্বর্ণসিন্দূরটুকু গালে দিয়ে সরবৎটা খেয়ে ফেল। শরীরটা ভাল নয়, না না দুঃশ্চিন্তা, রেতেও ভাল ঘুম হ'চ্ছে না কদিন। এতে উপকার হবে, ক'বরেজ মশাইও ব'ল্লেন। নেও, খেয়ে ফেল।"

"আবার ক'বরেজ মশাইকেও ডেকেছ? যত পাগলামো তোমার!"

"হাঁ, পাগলামো বই কি। নিজের শরীরটার দিকে একটিবার চেয়ে দেখ্‌বে না, আমরা সোস্তি ধ'রে চুপ ক'রে থাকতে পারলে ত? নেও বইটে এখন রাখ, খেয়ে নেও আগে।"

গৃহিণীর আদেশ কর্ত্তা পালন করিলেন। ভৃত্যও ইত্যবসরে তামাক দিয়া গেল। কর্ত্তা নলটি আবার মুখে তুলিয়া দিলেন। পাখাখানি হাতে লইয়া রত্নময়ী হাওয়া করিতে লাগিলেন। ব্যস্ত হইয়া কর্ত্তা বলিয়া

উঠিলেন, "আহা হা, তুমি কেন, তুমি কেন? চাকরদের কাউকে ডেকে ব'ল্লেই ত হয়।"

"আমরি! কথা শোন! কেন, আমার হাতে কি বাত আস্‌বে একটুখানি হাওয়া তোমাকে ক'র্‌লে? হাওয়া কি করি না কখনও?"

"দরকারই বা কি গিন্নী! বাইরে থেকেই ত খাসা হাওয়া আস্‌ছে।"

"ছাই আস্‌ছে।"

গৃহিণী পাখা নাড়িতে লাগিলেন, যদিও অতিস্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহ তখন হুহু করিয়া ঘরের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। মাথার কাপড়ও তাঁহার একবার উড়িয়া গেল, স্বল্পকেশ তালুদেশ কর্ত্তার দৃষ্টির সম্মুখে নগ্ন করিয়া দিল। অন্য সময়ে গৃহিণী ইহাতে একটুও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু আজ যেন একটু লজ্জিত হইয়াই ত্রস্তে মাথার ঘোমটা আবার তুলিয়া সাবধানে তালুদেশ ঢাকিয়া দিলেন। কেবল সীমন্তের ঘন সিন্দূর রেখা উন্মুক্ত রহিল।

রত্নময়ী আরম্ভ করিলেন, "বলি, রামপুরে যে তার ক'রেছিলে, কোনও জবাব এল কিছু?"

বালিশের নীচে হইতে একখানি টেলিগ্রাম বাহির করিয়া কর্ত্তা কহিলেন, "হাঁ, এই ত এসেছে আজ দুপুরে।"

"কি লিখেছে?"

"বিয়ে তারা এই তারিখেই দেবে।—তবে মেয়ে নিয়ে আসতে চায় না।"

"তাই কি কেউ চায় গো? তোমার যেমন আশা!"

"কি করি বল? শশাঙ্ক যে জেদী ছেলে, কি মতলব ওর জানিনে। না যদি একবার ক'রে বসে, সাধ্য আছে রামপুর নিয়ে গে' ওকে বিয়ে দিতে পারব? তবে মেয়ে নিয়ে তারা এসে উপস্থিত হ'লে সে হ'ত আলাদা কথা।"

"তা মেয়ের মত মেয়েও কোনও বাপমা ঘাড়ে ক'রে এখানে নিয়ে আস্‌বে না। সে সেকালে ছিল, কুলীন গরীবের মেয়ে বড়লোকরা কিনে আন্‌বার মত নিয়ে আসত, বাপ এসে কোনও মতে সম্প্রদানটা ক'রে দিয়ে যেত। আজকাল তারাও তাতে রাজি হয় না। আর হবে এরা? নামকরা ঘর, অবস্থা ভাল—"

"তাহ'লে এখন উপায় কি করি বল ত গিন্নী? এসব কথা বোধহয় ওর কানে এখনও যায়নি। গেলে, কে জানে, তক্ষুণি হয়ত ব'লে বস্‌বে ঐ ছুঁড়ীকেই বিয়ে কর্‌বে!"

"তা—কর্‌লেই এমন দোষ কি?"

"দোষ কি! ক্ষেপেছ গিন্নী?"

"তা বাঁড়ুয্যেমশাইও ত যেমন তেমন ফেল্‌না একটা লোক নন। পয়সায় বড় লোক না হ'ন, নামডাক কত! আর মেয়েও—তা সত্যি ব'ল্‌তে কি—একেবারে যেন লক্ষ্মী প্রতিমাখানি!"

কর্ত্তা একটু ভ্রূকুটি করিলেন।

"তা দুমাস আগে কেন বলনি? আজ এত বড় একটা কলঙ্ক তার নামে উঠেছে—"

"কলঙ্ক লোকে মিছে দিয়েছে। আর দিয়েছেও তোমার ছেলেকে নিয়ে।"

"তা দিক্। তাই ব'লে এখন ছেলের উপপত্নীকে—"

"ধিক্ তোমাকে! অমন কথাটাও মুখে আন্‌লে! নিজের ছেলে—আ ছি ছি ছি! লোকে কুচ্ছো ক'রে যা খুসী তাই ব'লছে, আর তুমিও ব'ল্‌বে! গলায় দিতে একটু দড়ী জোটেনা?"

"সে না হয় নাই ব'ল্লাম কিছু। কিন্তু ও মেয়ে আমি বিয়ে দিয়ে ঘরে আনতে পার্‌বনা।"

"আর ছেলে নিজে গিয়ে যদি বিয়ে করে ?"

"ত্যাজ্যপুত্র ক'রব তাকে !"

"ক'রো ! সে তা গ্রাহ্যি ক'রবে কি না ? লেখাপড়া শিখেছে, বুদ্ধিমান্ ছেলে, রোজগার ক'রেও খেতে পারবে।"

"হুঁ ! সেই বুঝি ব'লেছে এই সব কথা ?"

"হাঁ, বলেছে। উচিত কথাই ব'লেছে ! ব্রাহ্মণকন্যা, নিষ্পাপ কুমারী, কুলোকে কুকথা তুলেছে তারই বুদ্ধির ত্রুটিতে। এখন একটুও ধর্ম্মভয় যদি থাকে, সে পারে তাকে এই কলঙ্কে রেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে আর একটা মেয়েকে বিয়ে করতে—যাতে নাকি এই কলঙ্ক একেবারে আগুনের অক্ষরে তার অঙ্গে দাগা হ'য়ে থাকবে ?"

"হ'য়েছে ! হতভাগা দেখ্ছি তার কুবুদ্ধিতে একেবারে তোমাকে ভজিয়েছে !"

"হাঁ, ভজিয়েছে, কুবুদ্ধিতে নয় সুবুদ্ধিতে। আগে অতটা ভাবিনি, মাথায়ই কথাটা ঢোকেনি। নইলে রামপুরের সম্বন্ধের কথা মুখেও আন্তে দিতাম তোমাকে ? তখনই বল্তাম, কুমারীর সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দেও।"

"আর আমি অম্নি গিয়ে মাথায় ক'রে ঐ মেয়ে নিয়ে আস্তাম !"

"তুমি না আন্তে, আমি আন্তাম, আমি আন্ব ! হাঁ, সত্যি তোমাকে ব'লছি, এত বড় অধর্ম্ম যদি ক'র্ত্তে চাও, আমি তা দেবনা ! শশাঙ্ক সাবালক ছেলে, যা ভাল মনে করে করতে পারে। সে বিয়ে করবে, আমি আশীর্ব্বাদ ক'রব, বৌ বরণ ক'রে আমি ঘরে তুলে নেব !"

"কি ! এতবড় আস্পর্দ্ধা তোমার ! আমি বিয়ে দেবনা, আর তুমি বৌ বরণ ক'রে ঘরে তুলে নেবে ! কে তুমি গিন্নী ?"

"গিন্নী ! শশাঙ্কর মা আমি ! কেবল কেনা একটা দাসী নই

তোমার জমিদারী ঘরে! তাহ'লে ব'লে যাচ্ছি আমি, খুসী হ'য়ে ভাল মানুষটির মত ছেলের বিয়ে দেও। না দেও, বিয়ে হবে, ঠেকাতে পার্‌বেনা! আমি দেব! এই বাড়ীতেই বৌ আন্‌ব, বরণ ক'রে ঘরে তুলে নেব!"

হাতের পাখা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া রত্নময়ী বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কর্ত্তা-মহাশয় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই কার সাড়া পাইয়া চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন। "কে, ঘোষাল! এস!"

একখানা টুল ছিল। সরাইয়া লইয়া কর্ত্তা-মহাশয়ের শয্যার একেবারে সন্নিকটেই ঘোষাল গিয়া বসিলেন। কর্ত্তা কহিলেন, "গিন্নী যে ভারী গোল বাধিয়ে দিলেন ঘোষাল।"

"হাঁ, এই ত শুন্‌লাম।"

"শুনেছ?"

"হাঁ, এই আস্‌ছিলাম কর্ত্তাবাবুর কাছে—"

"শুনেছ, ভালই হ'য়েছে। তাহ'লে এখন কি করি বল ত ঘোষাল?"

"বাঁড়ুয্যেমশাইকে ডেকে পাঠান। তাঁকে বলুন, মেয়ে নিয়ে অবিলম্বে তিনি কাশী বিন্দেবনটন কোথাও চ'লে যান। ও মেয়ের যায়গাই হ'চ্ছে সেই।"

"শশাঙ্ক সঙ্গে যাবে। তখন?"

"মেয়েটাকে কারও হাতে পার ক'রে দেওয়া যায় না?"

"কি প্রকারে?"

"বিয়ে দিয়ে।"

"বিয়ে। কে বিয়ে কর্‌বে? এত তাড়াতাড়ি পাত্রই বা কোথায় পাওয়া যাবে?"

"আমাদের উকিল হরিপদর স্ত্রী বিয়োগ হ'য়েছে। বয়স্থা একটি মেয়ে তারা খুঁজ্‌ছে।"

"নেবে? এই একটা বিশ্রী কথা উঠেছে—"

"কি জানে তারা? গোপনে সব ঠিক ক'রে ফেলা যাক্। একবার হাতে হাত বেঁধে দিতে পার্‌লে শেষে তারা যা খুসী করুক গে। আমাদের কিছু এসে যাচ্ছেনা তাতে।"

"কিন্তু বাঁড়ুয্যেমশাই? তিনি কি রাজি হবেন? মেয়ে নিয়েই হয়ত পালিয়ে যাবেন।"

"রাজি কি আর অম্‌নি হবেন? হওয়াতে হবে। পালিয়ে যাবেন? তা বেরোন না একবার গাঁ থেকে? যেখানেই যান, নাল্‌তেখোলা ইষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী ধ'র্‌তে হবে ত! আমাদের কাছারী সেখানে আছে।"

"হুঁ—দেখি একটু ভেবে—"

"ভাব্‌বার আর সময় কোথায় কর্ত্তাবাবু?"

"হুঁ—আচ্ছা—হাঁ, বাঁড়ুয্যেমশাইকে একটা খবর দেও ত, সন্ধ্যেবেলায় আমার সঙ্গে একটিবার দেখা করেন।"

"কোথায়? বাড়ীতে?"

"বাড়ীতে—উঁহুঁ। সেটা সুবিধে হবে না। শিববাড়ীতে। স্মৃতিরত্ন-মশাইকে ব'লো সন্ধ্যে হ'তেই আরতি বৈকেলী সেরে মন্দির বন্ধ ক'রে যেন চ'লে আসেন।"

"আর আমি কি সহরে একবার যাব?"

"আজই?"

"দেরী আর কেন ক'র্‌বেন? কাল ভোরেই আবার ফিরে আস্‌তে পারব, কথাবার্ত্তা সব ঠিক ক'রে। কিছু টাকা বেশী পেলেই হরিপদ রাজি হবে।"

"কত লাগতে পারে ?"

"এই ধরুন হাজার। আর পুলিশকে—"

"পুলিশকে ? এখুনি কেন ?"

"যদি নাল্‌তেখোলায় জোরজুলুম কিছু ক'রতেই হয় ? ফাঁড়ি একটা আছে কি না।"

"সে দরকার মত পরে দেখা যাবে।"

"জলপানি ব'লে দারোগা বাবুকে আগেই কিছু দিয়ে রাখ্‌লে ভাল হ'ত না ? এসব কথা কিছু তাঁকে অবিশ্যি এখন বলা হবেনা। তবে—"

"হুঁ—! সেটা—মন্দ নয়। শেষে কিছু কমে হয়ত পারা যাবে। নইলে সময়কালে ব্যাটারা জো পেয়ে ব'স্‌বে। হাজার দু'-হাজারই হয়ত হাঁক্‌বে।"

ঘোষাল কহিলেন, "বাঁড়ুয্যেমশাইকে খবর দিয়ে তবে আমি যাই ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কর্ত্তা কহিলেন, "তা—যেতে পার। আর টাকা—"

ঘোষাল কহিলেন, "দারোগার জলপানি ধরুন পঞ্চাশ। আর হরিপদর দরুণ ধরুন আগাম শ'দুই কি আড়াই—কি বলেন ?"

"হুঁ—আচ্ছা—তাই নেও এখন বরং—"

"খাজাঞ্চি মশাইকে তবে লিখে দিন।" ঘোষাল একখণ্ড কাগজ ও দোয়াতকলম আনিয়া কর্ত্তা মহাশয়ের কাছে রাখিলেন। কলম কালীতে ডুবাইয়া কাগজের মাথায় শ্রীদুর্গা নাম লিখিয়াই কর্ত্তা হঠাৎ থামিয়া গেলেন। কেমন আনমনা হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। ঘোষাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "তিনশ'—কি না হয় আড়াইশ'ই লিখুন।"

হঠাৎ কেমন চমকিয়া উঠিয়া চৌধুরী মহাশয় কহিলেন "না, আজ থাক্ ঘোষাল। একটু ভেবে দেখি।—পাত্রটিও—না, আজ থাক, কাল সকালে বরং—"

"কিন্তু সময়—"

"একটা রাত ত? এমন কিছু সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবেনা এতে। তুমি যাও, বাঁড়ুয্যেমশাইকে আর স্মৃতিরত্নমশাইকে খবর দিয়ে এস গে।"

মুখখানি চূণ করিয়া ঘোষাল উঠিলেন। দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়া একবার ফিরিয়া একটু দাঁড়াইলেন।

ভ্রূকুটি করিয়া কর্ত্তা কহিলেন, "না, যাও তুমি ঘোষাল। আজ আর কিছু ক'র্‌বনা। দেখি বাঁড়ুয্যেমশাইয়ের সঙ্গে একবার কথা ক'য়ে। তার পর—"

"কিন্তু—"

"আঃ! কেন আর দেক ক'র্‌ছ? গরজ তোমার বড় না আমার বড়? যা ক'র্‌তে হয়, বুঝে কাল আমি ক'রব, আজ নয়। যাও, ওঁদের গিয়ে খবর দিয়ে এসগে।"

১৩

"এই যে আসুন বাঁড়ুয্যেমশাই !"

"আপনি ডেকেছেন আমাকে ?"

"আজ্ঞে হাঁ, নিভৃতে কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে। আসুন, উঠে আসুন, বসুন এইখেনে।" ভবদাস মন্দিরের অলিন্দে গিয়া উঠিলেন। চৌধুরী মহাশয়ের সম্মুখেই একটু দূরে সরিয়া বসিলেন।

চৌধুরী মহাশয় আরম্ভ করিলেন, "এই যে একটা কুকথা উঠেছে—আপনার বোধ হয় অবিদিত নাই ?"

"না।"

"আমাদের উভয়েরই অতি দুর্ভাগ্য যে এই রকমের একটা কথা উঠ্‌ল।"

"হাঁ।"

"এ অবস্থায় তা হ'লে কি কর্ত্তব্য আপনি মনে করেন ?"

"আমার কর্ত্তব্য আমি স্থির ক'রেছি।"

"কি, কি স্থির ক'রেছেন ?"

"কালই আমি কুমারীকে নিয়ে এই স্থান ত্যাগ ক'রে যাব।"

"কোথায় যাবেন সংকল্প ক'রেছেন ?"

"কাশী।"

"কাশী! হুঁ—তা কালই যাবেন ?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

"কাল ? কালই যাবেন ?—আমি ভাব্‌ছিলাম দুই চার দিন আর অপেক্ষা ক'রে—"

"প্রয়োজন কিছু নাই।"

"প্রয়োজন—তা দেখুন, আমার মনে হ'চ্ছিল—পাত্র বোধহয় দুর্লভ হ'ত না—কন্যাটিকে একেবারে বিবাহ দিয়ে—"

"বিবাহ—সে আমি যখন উচিত মনে করি দেব। এজন্যে আপনার এত ব্যাকুল হবার কারণ ত কিছু দেখ্‌তে পাইনে।"

"কারণ আছে বইকি বাঁড়ুয্যেমশাই, কারণ আছে বইকি? আপনি ত যাবেন। কিন্তু ধরুন, শশাঙ্ক যদি আপনার অনুসরণ করে?"

"কেন ক'র্‌বে? করা উচিত নয় তার।"

"উচিত ত নয়ই। কিন্তু তবু—যদি করে?"

একটু ভাবিয়া ভবদাস কহিলেন, "সে জান্‌তেই পারবেনা কিছু। গোপনে গভীর রাত্রিতে আমি চ'লে যাব।"

"আপনার সন্ধান পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হবেনা।"

"তা হ'লে নিরুপায়। আপনার পুত্র সে, যথোচিত শাসনে সংযত ক'রে রাখবেন।"

"যদি পার্‌তাম, আপনার শরণাপন্ন হ'তাম না বাঁড়ুয্যেমশাই। তাই ব'ল্‌ছিলাম, একেবারে ওকে পাত্রস্থা ক'রে গেলেই ভাল হ'ত। আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌তাম।"

মাথা নাড়িয়া ভবদাস উত্তর করিলেন, "না চৌধুরীমশাই, সেটা সম্ভব হবেনা। কন্যার বিবাহ এখন আমি দিতে পারিনা।"

"কবে আর দেবেন?"

"সে আমার যখন ইচ্ছা হবে।"

"শুনেছি আপনার কন্যার বয়স এই বিংশতি বর্ষ হ'ল।"

"হাঁ, তা হ'য়েছে।"

"এত বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে অনূঢ়া রেখেছেন। এখন এসব কলঙ্ক যে তার নামে উঠ্‌বে, এ আর আশ্চর্য্য কি ?"

"উঠেছে, আপনার গ্রাম ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি। আর কেন? যদি বলেন, আজ এই রাত্রিবেলায়ই আমি চ'লে যেতে পারি।"

"না না, আজই কেন যাবেন? আমি বরং ব'ল্‌ছি, দু' চারদিন অপেক্ষা ক'রে কন্যার বিবাহ দিয়েই যান।"

"সেটা সম্ভব হবেনা।"

"তা হ'লে এই অবস্থায়ই কন্যা নিয়ে আপনি কাশী যাবেন? আমার কোনও সদুপদেশ শুন্‌বেন না?"

"কোনও সদুপদেশের প্রার্থনাও ত আপনার কাছে করি নি চৌধুরী মশাই।"

চৌধুরী মহাশয় ভ্রূকুটি করিলেন; কহিলেন, "আপনার কি উদ্দেশ্য জানিনা। অবশ্য এটা আপনি স্বীকার ক'র্‌বেন, শশাঙ্কর সঙ্গে আপনার এই কন্যার বিবাহ বাঞ্ছনীয় হ'তেই পারে না।"

ধীরস্বরে ভবদাস উত্তর করিলেন, "সেরূপ কোনও গূঢ় অভিসন্ধিও আমার নাই। শশাঙ্ক নিজেই আজ প্রস্তাব ক'রেছিল। আমি প্রত্যাখ্যান ক'রেছি।"

"উত্তম ক'রেছেন। অতি সুবিবেচনার কাজই হ'য়েছে। আমি যে আপনার কন্যাকে এখন আমার কুলবধূত্বে গ্রহণ ক'র্‌তে পারিনা, সেটা কেনই বা না বুঝ্‌বেন?"

দৃপ্তদৃষ্টিতে ভবদাস মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কহিলেন, "না, সে কথা আমি ভাবিনি কিছু। ছ'মাস কি এক বৎসর পূর্ব্বেও এরূপ কোনও প্রস্তাবে আমি সম্মত হ'তাম না।"

"হ'তেন না! বটে! কেন, আমার কুলবধূ হ'লে কি আপনার এই

কন্যার অমর্য্যাদা কিছু হ'ত? হাঁ, আপনি কুলীন, আমরা শ্রোত্রিয়। তা বহু কুলীন আমাদের বংশের কন্যা গ্রহণ ক'রেছেন। আমাদের বংশে কন্যা দান ক'রেও কৃতার্থ হ'য়েছেন।"

"তা হ'তেই পারেন। ও সব কথাও আমি ভাবিনি কিছু।"

"কি ভেবেছেন তবে? আমি আপনার বৈবাহিকের যোগ্য নই? আর শশাঙ্ক—হাঃ হাঃ হাঃ! দেখুন, এই যে একটা কথা উঠেছে, আমি মনে করিনা শশাঙ্ক এরজন্যে এতটুকুও দায়ী। অন্য দোষ ত্রুটি তার যাই থাক, এ সব বিষয়ে সে নিষ্কলঙ্ক।"

"আমার কন্যাও নিষ্কলঙ্কচরিত্রা!"

"হ'তে পারে।—কিন্তু বিবাহ কেন দিতে চান না?"

"সে আমার ইচ্ছা।"

"এরূপ অদ্ভুত ইচ্ছার কোনও কারণ দেখ্‌তে পাইনা।"

"দেখ্‌বার কোনও দরকারও নাই আপনার।"

চৌধুরী মহাশয় আবার একটু ভ্রূকুটি করিলেন। কি ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "আচ্ছা, আমি যদি আজ বলি শশাঙ্কর সঙ্গে আপনি কন্যার বিবাহ দিন?"

"আমি দেবনা!"

"দেবেন না! বটে! কেন?"

"কেন, তার উত্তর আমি দিতে চাই না। দেবনা, এই যথেষ্ট!"

"দেবেন না! আমি ব'ল্‌ছি, দিতে হবে!"

"দিতে হবে, এ কথা আপনি কেন, কেউ ব'ল্‌তে পারে না। আমার কন্যার বিবাহ দেওয়ার কর্ত্তা আমি। বলপূর্ব্বক কেউ আমার কন্যা গ্রহণ ক'র্‌তে পারে না!"

"বল থাকলে পারে বই কি? আমিও পারি। বিশেষ আপনি উন্মাদ, এ অবস্থায় বলপ্রয়োগ বিধেয়ও বটে।"

ভবদাস কহিলেন, "কেন আর এ অপ্রিয় বিতর্ক তুল্‌ছেন চৌধুরী মশাই? আমি জানি, আমার কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ আপনি বাঞ্ছনীয় মনে ক'র্‌বেন না।"

"ক'রতাম না। এতক্ষণও করিনি। কি আপনার এই দর্প—"

"দর্প নয় চৌধুরী মশাই। ভুল বুঝবেন না। আপনার পুত্র অতি সুপাত্র, ঘরও লোভনীয়। কিন্তু তবু—না, কন্যার বিবাহ এখন আমি দিতে পারি না। আপনার চিন্তার কোনও কারণ নাই। কালই আমি কাশী চ'লে যাব।"

"সেটা আরও চিন্তার কারণ। শশাঙ্ক অতি খেয়ালী ছেলে, আপনাদের অনুসরণ সে ক'রবে। বিবাহও শেষে হবে।"

"আমি না দিলে কি ক'রে হবে?"

"আপনিও না দিয়ে তখন পার্‌বেন না। যুবক যুবতী যদি পরস্পরের প্রতি অদম্য লালসায় আকৃষ্ট হয়, পিতামাতার সাধ্য নাই বাধা দিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখ্‌তে পারে।"

ভবদাস উত্তর করিলেন, "আমার অনুমোদন কখনও তারা পাবেনা। আর এরূপও আমি মনে করি না, যে আমার কন্যা আমার অজ্ঞাতে, আমার অননুমোদনে, স্বেচ্ছায় গিয়ে শশাঙ্ককে বরণ ক'রবে।"

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "মনে কেউই এ রকম কিছু করেনা। কিন্তু যা ঘটবার তা ঘটে। আর স্বেচ্ছায় এই বরণ বিধিসঙ্গত বিবাহও হয়না। যে কলঙ্ক আজ লোকে মিথ্যা দিচ্ছে, কাল তাই হয়ত সত্য হবে। হ'লে আমার চাইতে আপনার ক্ষতি অনেক বেশীই হবে জান্‌বেন।"

"সম্ভব।" এইমাত্র বলিয়াই কেমন যেন একটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে মাথায় হাতখানি রাখিয়া ভবদাস বসিয়া রহিলেন।

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "ভাল ক'রে ভেবে দেখুন বাঁড়ুয্যেমশাই। শশাঙ্ক, বুঝ্‌তে পারছি, আপনার কন্যাকে বিবাহ ক'রবার জন্যে যারপরনাই অধীর হ'য়ে উঠেছে। বাধী হওয়া হয়ত সঙ্গত হবে না। অত্যেহিত একটা কিছু ঘট্‌তেও পারে। আমিও ভেবে দেখি—হয়ত—হয়ত—বিবাহে অনুমোদন ক'রতেও পারি। কাল আপনাকে ব'লব। আর সেটা যদি নিতান্তই সম্ভব না হয়, আর আপনারও নেহাৎ আপত্তি কিছু থাকে, বেশ, অন্য সুপাত্র আমি দেখে দিচ্ছি, কন্যার বিবাহ দিন। না দিয়ে আপনি যেতে পার্‌বেন না।"

মুখ তুলিয়া ভবদাস কহিলেন, "আপনি কি তবে বলপূর্ব্বকই আমাকে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌বেন?"

"প্রয়োজন যদি হয়, রাখ্‌তেও পারি। সে পরের কথা। কাল বুঝব। আচ্ছা, তাহ'লে আসুন এখন। রাত্তিরটা ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। আমিও ভাবি। আপনার পক্ষে আপনি যাই মনে করুন, আমি নিতান্ত তুচ্ছ ব'লে এই সঙ্কটটাকে অবহেলা ক'রতে পারছিনি। আচ্ছা, তা হ'লে উঠি এখন, নমস্কার।" বলিয়া চৌধুরী মহাশয় উঠিলেন, মন্দির-দ্বারে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে নামিলেন। কিছুদূরে আলো লইয়া একটি ভৃত্য অপেক্ষা করিতেছিল। ডাক শুনিয়া সে নিকটে আসিল, তাহার সঙ্গে গৃহাভিমুখে গেলেন।

ভবদাসও তখন নামিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্তব্ধভাবে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপন মনে কহিলেন, "কুমারী! কুমারী! এমন অভাগা পিতার সন্তান হ'য়েও তুমি জন্মেছিলে! জীবনে কখনও তোমাকে সুখী ক'রতে পারিনি, সে, যে কি ব্যথা—আমিই

জানি! আজ এত বড় সৌভাগ্য তোমার সাম্‌নে উপস্থিত—তাতেও বাদী হচ্ছি।—পারব কি? না!—পারব না—পারব না!—কিন্তু—ওঃ! মহাদেব! মহাদেব! যদি থাক, আজ এ সঙ্কটে আমায় পথ দেখাও প্রভু!"

বলিয়াই সম্মুখে নত হইয়া পড়িলেন।

উঠিয়া পথের দিকে একটু অগ্রসর হইতেই ভবদাস দেখিলেন বিধবা এক নারীমূর্ত্তি সম্মুখে। চমকিয়া ভবদাস চাহিলেন।

"কে ?"

"মোক্ষদা।"

"মোক্ষদা! মোক্ষদা!—তুমি—তুমি—জীবিত আছ—"

"আছি। কেন, মনে ক'রেছিলেন নাকি সকল দায় থেকে আপনাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে এ পৃথিবী থেকে আমি বিদেয় হ'য়ে গেছি ?"

ভবদাস উত্তর করিলেন, "বহুকাল কোনও সংবাদ পাইনি। মনে ক'রেছিলাম শান্তিলাভ তুমি ক'রেছ। আমার দায় ? দায় আমি বহন ক'রছি। ক'রতেই হবে!"

"চমৎকার বহন ক'রছেন! ঘাড়ের বোঝা—নেহাৎ ঠেলে ফেল্‌তে পারেন না তাই।"

গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভবদাস কহিলেন, "হাঁ, এ তিরস্কারের যোগ্য আমি। কিন্তু কি ক'রব ? এর বেশী সাধ্য আমার নাই। অনেক সংগ্রাম ক'রেছি, পারিনি।"

"সংগ্রাম! কিসের সংগ্রাম ? নিজের সন্তান, প্রাণে একটু স্নেহ নাই ? স্নেহ না থাক্, করুণাও কি একটুও হয় না ? সংগ্রাম! কিসের সংগ্রাম ? কিসের তাড়নায় একটু করুণাও অভাগীর দুর্ভাগ্য স্মরণ ক'রে, মলিন মুখখানির দিকে চেয়ে, দেখাতে পারেন নি ?"

"না, তা পারিনি। কিসের তাড়নায় তা ব'ল্‌তে চাইনা। তবে পারিনি। করুণা ? না, করুণা নয়, স্নেহ। সে ত অনাথা কোনও

ভিখারীর মেয়ে আমার আশ্রিত হ'য়ে এসে রয়নি যে কেবল একটু করুণাই তাকে ক'রব ?"

"তাও করেন নি ! সেই করুণাও, হায়, অভাগী যদি একটু পেত !" বলিতে বলিতে মোক্ষদা কাঁদিয়া ফেলিল।

"ভুল বুঝোনা মোক্ষদা। স্নেহহীন আমি নই। স্নেহের উৎস বুক ভেঙে উঠতে চায়, কিন্তু উঠ্‌তে উঠ্‌তেই পাষাণ চাপা পড়ে !"

"মনের বলে আপনি হীন নন। সে পাষাণ কি ঠেলে ফেল্‌তে পারেন নি ?"

"না, পারিনি। অনেক চেষ্টা ক'রেছি, পারিনি। সেই ত আমার সংগ্রাম। সংগ্রামে আমি ক্ষতবিক্ষত, পরাভূত ! নইলে তোমার এই তিরস্কারের ভাজন আজ হ'তাম না। তা—তুমি আজ হঠাৎ এখানে—"

"দৈবাৎ এসেছিলাম, আছি কিছুদিন।"

"কোথায় ?"

"জান্‌বার দরকার কিছু নাই।"

"এখানে দাঁড়িয়েছিলে কি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে ?"

"হাঁ।"

"কেন ? আজ সহসা—এই সময়ে—"

"মেয়ের কেন বিয়ে দিচ্ছেন না ? জমিদার নিজে প্রস্তাব ক'রছেন—"

ভবদাস চমকিয়া উঠিলেন।

"কাছেই তবে ছিলে ? শুনেছ সব ?"

"শুনেছি।—নিজে তিনি ছেলের সঙ্গে কুমারীর বিবাহ দিতে প্রস্তুত। কেন আপনি দিতে চাইছেন না ? শশাঙ্ক তাকে ভালবাসে, সাধ ক'রে বিবাহ ক'রতে চায়, রাজার রাণী সে হবে। কেন তাতে বাদী হ'চ্ছেন ? নিজে তাকে কখনও সুখে রাখেন নি। বিধাতা যদি আজ এত বড়

সুখের পথ তার সাম্‌নে খুলে দিচ্ছেন, কেন এমন নির্ম্মম হ'য়ে সে পথ গিয়ে আগ্‌লে দাঁড়াচ্ছেন? স্নেহে যদি আপনার পাষাণ চাপা, তাই থাক, আপনার স্নেহই সে পাষাণে চাপা থাক। তাকে কেন তার চাপে পিষে মার্‌তে চান?"

"না না, তা চাই না! তা চাই না! আহা, সে যদি সুখী হ'ত! সুখের কোনও পথ যদি তাকে দেখাতে পার্‌তাম!"

"পথ বিধাতা নিজে দেখিয়েছেন, আপনার অপেক্ষা কিছু রাখেন নি। সুখী সে হবে,যা আপনি তাকে করেন নি, ক'রবেনও না। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ! কেন, কোন অধিকারে কেন তাকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছ? দুঃখের বাঁধন তার আরও শক্ত ক'রে ক'সে দিচ্ছ?—না, তা পারবেনা, বিবাহ তাকে দিতেই হবে!"

অতি ক্ষুব্ধস্বরে—যেন বুক ভাঙা দুঃখ কোনও মতে চাপিয়া ভবদাস কহিলেন, "যদি সম্ভব হ'ত মোক্ষদা, কোনও মতে পার্‌তাম, দিয়ে আমি কৃতার্থ হ'তাম!"

"কিসে সম্ভব নয়? কেন পার্‌বেনা? সাধ ক'রে ওরা মাথায় তুলে নিতে চাইছে, কেন টেনে তাকে নিয়ে অতলে ফেলে দেবে?"

"নিতে চাইছে, জানেনা ব'লে। যদি জান্‌ত—"

"যদি জানে না ত জানেই না। কে তা জানাবে? জানাবার এমন দরকারই কি? লুকোন যা আছে, লুকোনই থাক্। থাক্‌তে কি পারে না?"

"পারে। লুকোন আছে, লুকোনই থাক্‌বে। কেউ কখনও জান্‌বে না। কিন্তু তবু এ বিবাহ হ'তে পারে না।"

"কেন, কেন তবে পারে না?"

"আর কেউ কিছু না জানুক,বিবাহ হবে ধর্ম্মে, সেই ধর্ম্ম ত জানেন!"

"ধর্ম্ম! ধর্ম্মের কথা আজ কোন্ মুখে আন্‌ছ ব্রাহ্মণ? কোন্ ধর্ম্মে তুমি কুমারীর পিতা? কোন্ ধর্ম্মে এত দুঃখু তাকে এতদিন দিয়েছ? এ যদি পেরেছ, আজ কেবল তার সুখের পথে কাঁটা দিতে ধর্ম্মের কথা তোমার মনে প'ড়ল?"

"চুপ! ঐ কে এদিকে আস্‌ছে। স'রে যাও!"

চমকিয়া মোক্ষদা উঁকি দিয়া সম্মুখের দিকে চাহিল।

"যাই! কিন্তু কি ক'র্‌বে তুমি?"

"ঠিক ব'ল্‌তে পারছিনি। হয়ত—হয়ত—আজই এই স্থান ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে পারি। যাও, আর দেরী ক'রো না। লোকটা এসে প'ল!"

আর একবার চাহিয়া দেখিয়া ত্রস্ত মোক্ষদা সরু একটা পথ ধরিয়া চলিয়া গেল। তাঁহারই গন্তব্যপথে লোকটি প্রায় কাছেই আসিয়া পড়িয়াছে। ভবদাসও কি ভাবিয়া একটি বৃক্ষের আড়ালে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটি চলিয়া গেল। ভবদাস তখন আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শুনিলেন, মন্দিরের সম্মুখে নদীতীরে ভোলা-পাগলা গায়িতেছে। গানটি বড়ই মিঠা লাগিল। ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলেন।

ভোলা গায়িতেছিল—

"দুঃখু দুঃখু—দুঃখু কি রে
কে দেয় দুঃখু কেন কারে?
সুখ সুখ সুখ—সুখ বা সে কি—
কার সুখ সে কে দেয় তারে?
সাগর জলে উর্ম্মিমালা,
শিবেই যে সে জীবের খেলা—
লীলায় ওঠে লীলায় পড়ে—
আলোক ছটায় কেউ আঁধারে!

আজ আঁধারে আলোকে কাল,
জন্ম জন্ম জীবন বিশাল,—
কর্ম্মলীলায় জীবেই শিবের
ভোগলীলা সে এ সংসারে!
ঐ নাচে কেউ সুখের তাড়ায়,
দুঃখে কেউ ঐ ভূঁয়ে লোটায়,
পাগল কেউ ছুটে বেড়ায়
নেবে কার কি মেরে কেড়ে!
ও অভাগা করিস্ কিরে?
যার তারে সব সঁপে দে রে;
দুঃখু কি সুখ বালাই কি তোর—
ব'য়ে বেড়াক যার সে ঘাড়ে!"

"ভোলা!"

"কে! আঁ! বাবাঠাকুর!—পেন্নাম হই বাবাঠাকুর।"

ত্রস্ত একটু পিছনে সরিয়া ভবদাস কহিলেন, "না ভোলা, তোর প্রণাম আজ আর আমি নিতে পারি না। তুই—তুই—"

"কি বাবাঠাকুর?"

"শিব!"

"আর তুমি শিবের বাবা!—হাঃ হাঃ হাঃ!"

"হাসির কথা নয় ভোলা। শিব যদি থাকেন—"

"ঐ যে মন্দিরে দেখ্‌ছ না বাবাঠাকুর?"

"ঐ মন্দিরে তিনি আছেন?"

"যদি দেখ, তবে আছেন।"

"না, দেখ্‌তে ত পাইনে ভোলা।"

"কোথায় তবে পাও ?"

"কোথাও না। শিব যদি থাকেন ত আছেন। কিন্তু দেখ্‌তে কোথাও তাঁকে পাই নি। তবে—তবে—আজ—"

"আজ তবে দেখেছ বাবাঠাকুর! কোথায়? কোথায়? একটিবার দেখাবে বাবাঠাকুর? বল, বল, কোথায় দেখেছ ?"

"তোতে!"

"হাঃ হাঃ হাঃ! বল কি বাবাঠাকুর? অধম শূদ্দুর আমি—"

একটু হাসিয়া ভবদাস কহিলেন, "শিবের যে জাত নেই রে ভোলা। মুল্লুকের সব বামুন থাকৃতে তোর ঘরেই যে তিনি গিয়ে বাসা বেঁধেছেন!"

"ঘর থাকলে ত ?"

"তুই-ই তোর ঘর। সেই ঘরে আমায় আজ একটু ঠাঁই দেনা ভোলা —যদি তোর শিবের পরশ একটু পাই।"

বলিতে বলিতে ভবদাস উন্মাদের ন্যায় ‍দুটি বাহু বাড়াইয়া ভোলার দিকে অগ্রসর হইলেন।

ত্রস্ত দুই লাফে ভোলা পিছনে সরিয়া গেল।

"আহা, কর কি, কর কি বাবাঠাকুর! পাপ লাগবে যে আমার! দেও, দেও, পায়ের ধূলো একটু দেও!"

বলিয়া পদধূলি লইয়া বুকে ও মাথায় দিল।

ভবদাস কহিলেন, "করলি কি ভোলা? না দিয়ে আমার পায়ের ধূলো তুই নিলি ?"

জিভ কাটিয়া ভোলা কহিল, "সর্ব্বনাশ! অমন কথা মুখেও এনো না বাবাঠাকুর! কানে শুনতেও যে পাপ আছে তোমরা হ'লে দেবতা—"

"আর তুই দেবতার দেবতা মহাদেব! ফাঁকি দিতে চাস ভোলা? পরশটা তবে দিবি নি ?"

"ঐ যে পায়ের ধূলোয় পরশ পেলে! হাঃ হাঃ হাঃ!"

হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া ভোলা চলিয়া গেল।

গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভবদাস কহিলেন, "ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল! পরশ দেবে কেন? হাঁ, ঠিকই ব'লেছে,—আমার পরশেই ওর পাপ লাগবে। তাই বুঝি পরশ একটু আমায় দিলে না। না না, এজন্মে আর পেতে পারি না। পরজন্মেও—ওঃ! পাব কি? পাব কি?"

"তা হ'লে কি বল কুমারী ?"

"আমি আর কি ব'লব শশাঙ্কবাবু ? যিনি কর্ত্তা, যা ব'ল্‌বার তিনিই ব'লে দিয়েছেন। আমার কাছে আবার একথা নিয়ে কেন আপনি এসেছেন ? বাবা বাড়ীতে নেই। এই রাত্তির-বেলায় আপনার এখানে আসাই উচিত হয় নি।"

"না, তা হয় নি। কিন্তু কখন আস্‌ব ? পাগল হ'য়ে উঠেছি আমি। একটি দিনও আর অপেক্ষা ক'র্‌তে পারছি নি। নিরিবিলি তোমার সঙ্গে একটিবার সাক্ষাৎ বড় দরকার বোধ ক'রলাম। বাঁড়ুয্যে-মশাই বাড়ীতে নেই। এ সুযোগ ছাড়্‌তে পারলাম না।"

"এখুনি হয় ত তিনি এসে প'ড়বেন—"

"না, দেরী হবে। বাবা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

"কেন ?"

"এই কথাই বোধ হয় কিছু ব'লবেন। জানি না, বাবা কি তাঁকে ব'ল্‌বেন। যাই তিনি বলুন, সম্মতি দিন আর নাই দিন, আমার কর্ত্তব্য আমি পালন ক'রব। মার আশীর্ব্বাদ নিয়ে তোমাকে বিবাহ ক'র্‌ব। কিন্তু বাঁড়ুয্যেমশাই—কেন জানি না—যেন দৃঢ় পণ ক'রেছেন, কিছুতেই বিবাহ দেবেন না।"

চক্ষু-মুখ কুমারীর কেমন একটা দৃপ্ত রাগে জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, "আমারও দৃঢ় পণ, তিনি দিলেও বিবাহিত আমি হব না !"

"হবে না ! কেন—কেন কুমারী ?"

কুমারী উত্তর করিল, "আপনিই বা কেন ক'র্‌তে চাইছেন ? কর্ত্তব্য ? কিসের কর্ত্তব্য আপনার ? আমার দুর্ভাগ্য—এই একটা কথা উঠেছে।

আপনি তার জন্যে দায়ী নন। আমার এ জীবন যদি আমি বহন ক'র্তে পারি, তার সঙ্গে এ কলঙ্কও বহন ক'র্তে পারব, বেশী ভার-বোঝা কিছু হবে না। আপনি কেন তার জন্যে আপনাকে বলি দেবেন?"

"বলি!"

"হাঁ, বলি। বিবাহ ক'র্তে চাইছেন, যথেষ্ট দয়া আপনার! কিন্তু এ দয়া—"

"দয়া! দয়া? দয়ার কথা কি ব'লছ কুমারী? কর্ত্তব্যের কথা তুলেছি তাই? তুলেছি তার কারণ এই দায়িত্বটাই সব ছাপিয়ে আমার চোখে আজ বড় হ'য়ে উঠেছে।—নইলে—নইলে—কুমারী! তোমাকে আমি ভালবাসি!"

কুমারী চমকিয়া উঠিল। সমস্ত দেহের মধ্য দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ তার ছুটিয়া গেল! কঠোর সে গর্ব্বের দীপ্তি মুহূর্ত্তে অপসৃত হইল। মুখখানি আনত হইয়া পড়িল। অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "ভালবাসেন! ভাল—বা—সেন!"

উচ্ছ্বসিত আবেগে শশাঙ্ক উত্তর করিল, "হাঁ, ভালবাসি—ভালবাসি! বিবাহ তোমাকে ক'র্তে চাইছি, তার প্রেরণা দয়া নয়, প্রেম! দয়া? হাঁ, জানি তুমি দুঃখী। কিন্তু দুঃখেও যে ধীরতার, দৃঢ় যে তেজস্বিতার, পরিচয় তোমার পেয়েছি, তাতে দয়া তোমাকে ক'র্ব, এ স্পর্দ্ধা আমার নেই। কারও থাক্‌তে পারে কি না জানি না। দুঃখ হ'য়েছে, সে দয়ায় নয়, তোমাকে ভালবাসি ব'লে। তোমার দুঃখ নিজের দুঃখ ব'লে অনুভব ক'রেছি তাই। মনে হ'য়েছে, স্নেহহীন পিতার কঠোর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যদি তোমাকে আমার প্রেমভরা বুকে পুরে রাখ্‌তে পার্‌তাম—"

বলিতে বলিতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শশাঙ্ক থামিয়া গেল। কুমারী নীরব। আনত মুখেই দাঁড়াইয়া রহিল,—সমস্ত দেহ যেন তার কেমন একটা চঞ্চল উচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। একটু সামলাইয়া লইয়া

শশাঙ্ক আবার কহিল, "কুমারী! তোমাকে ভালবাসি! ভালবাসি ব'লেই তোমাকে পেতে চাই।—নিতান্ত বালিকা তুমি নও।—জানি না তোমার চিত্তের ভাব কি? যদি ভাল আমাকে বাস, কি বাস্‌তে পার—"

কাঁদিয়া দুই হাতে কুমারী মুখ ঢাকিল।

"কাঁদছ! কাঁদছ!—কুমারী! তুমি কাঁদ্‌ছ! বুঝ্‌তে পারছ ভালবাসি তোমাকে আমি! তুমি—তুমিও আমাকে ভালবাস! কেন—কেন তবে আমাদের মিলন হবে না? তোমার পিতা কি আমার পিতা কার কি অধিকার আছে, আমাদের এই ভালবাসার মাঝে বাদী হ'য়ে এসে দাঁড়াতে পারেন? ভালবেসেছি—ভালবেসেছ—ভালবাসায় আমাতে এসে তুমি মিল্‌বে। বল—বল কুমারী! কেঁদো না, অমন ক'রে আর কেঁদো না—আমাকে কাঁদিও না! আমি তোমার। বল, তুমিও আমার হবে!"

বলিতে বলিতে উদ্দাম উচ্ছ্বাসভরে শশাঙ্ক গিয়া কুমারীর হাতখানি ধরিল!

"শশাঙ্ক!"

চমকিয়া শশাঙ্ক ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, আরক্তনেত্রে স্বয়ং ভবদাস দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

ত্রস্ত শশাঙ্ক সরিয়া আসিল। কুমারী চক্ষু মুছিয়া ধীরভাবে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

ভবদাস কহিলেন, "শশাঙ্ক! বড় ব্যথিত হ'লাম। তুমি এত অসংযত হবে, শীলতার সীমা এমন ক'রে লঙ্ঘন ক'র্‌বে, ভাব্‌তেও কখনও পারি নি। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কেন কুমারীর নামে কুৎসিত এই কলঙ্ক রটনা হ'য়েছে।"

কুমারী একবার মুখ তুলিয়া আরক্ত দৃপ্ত দৃষ্টিতে পিতার দিকে চাহিল। দন্তে অধর দংশনে বিদ্রোহী রসনাকে সংযত করিয়া মুখ

ফিরাইয়া নিল। শশাঙ্ক কহিল, "মাফ ক'র্‌বেন বাঁড়ুযোমশাই! আমার ব্যবহার আজ আপনার দৃষ্টিতে অতি অসঙ্গত ব'লেই মনে হ'তে পারে। তবে একটা কথা আপনাকে ব'ল্‌তে চাই আগে।—নিভৃতে এরূপ সাক্ষাৎ কুমারীর সঙ্গে আর কখনও আমার হয় নি।"

"কখনও হয় নি?"

একটু থমকিয়া শশাঙ্ক উত্তর করিল, "হাঁ, হ'য়েছিল—আর এক দিন। এই ত সেদিন।—বিকেলে আমি এসেছিলাম, আপনি বাড়ীতে ছিলেন না, প্রসাদপুরে গিয়েছিলেন, জান্‌তাম না। কুমারী কি লিখ্‌ছিল,—দেখ্‌ব ব'লে উঠে ব'সলাম।"

"কোনও কথা হ'য়েছিল?"

"আর কিছুই নয়। কুমারী আপনার প্রবন্ধ নকল ক'র্‌ছিল। কাজ যারপরনাই কঠোর ও নীরস, আমার দুঃখ হ'য়েছিল তাই ব'লেছিলাম। আপনার ব্যবহারও তার উপরে বরাবরই বড় কঠোর লক্ষ্য ক'রেছি, তারও ইঙ্গিত ক'রেছিলাম। আরও ব'লেছিলাম, সরস সাহিত্য আলোচনার কোনও অবসর তাকে দেওয়া হয় না, এটাও তার বড় একটা দুর্ভাগ্য। আর তার সকল দুর্ভাগ্যের বেদনা যে নীরবে সে বহন ক'র্‌তে বাধ্য হয়, সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য তার এই।"

চক্ষু মুখ ভরিয়া ভবদাসের কেমন একটা কোমল করুণ ভাব ফুটিয়া উঠিল। গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "ঠিকই ব'লেছিলে শশাঙ্ক! কুমারীর অতি দুর্ভাগ্যই বটে। আর তার জন্য দায়ী আমি!"

স্বরেও এমন একটা কোমল করুণ ধ্বনি উঠিল—যার সাড়া জীবনে কুমারী কখনও পায় নাই। কাঁদিয়া সে দুই হাতে মুখ ঢাকিল। চাহিয়া দেখিয়া স্নিগ্ধ কোমল স্বরে ভবদাস কহিলেন, "কাঁদ্‌ছ কুমারী!' সত্যই বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে এ পৃথিবীতে তুমি এসেছিলে। আর তোমার পিতা আমি,

আমার দুর্ভাগ্য আরও বড়। আজ হয়ত বড় অসময়ে একথা ব'লছি—অনেক দুঃখ তোমাকে দিয়েছি, পার ত আমায় ক্ষমা ক'রো!"

ভবদাস কাঁদিয়া ফেলিলেন। ছুটিয়া আসিয়া কুমারী পিতার পাদমূলে পতিত হইল।

"ক্ষমা! ক্ষমা!—বাবা! বাবা! আমি মেয়ে, আপনি বাবা। এত স্নেহ আপনার বুঝ্‌তে পারি নি। মন কেবলই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে, অপরাধিনী এই মেয়েকে আজ ক্ষমা করুন!"

দুই হাতে তুলিয়া ভবদাস কুমারীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বুকে মুখ রাখিয়া কুমারী কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া কহিল, "আজ তবে বলি বাবা, আর কখনও বলিনি, ব'ল্‌তে পারি নি। জাগ্রত আপনাকে ভয় ক'রেছি, ভালবাস্‌তে পারি নি। কিন্তু স্বপ্নে একএক দিন দেখেছি, শিওরে ব'সে আপনি আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন, আর চোখের জল ফেল্‌ছেন। কতদিন ভেবেছি, সেই বাবাকে যদি জাগা চোখে একটিবার দেখ্‌তে পেতাম!"

স্নেহে কন্যার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া ভবদাস কহিলেন, "আজ তবে দেখ মা, তোমার স্বপ্নের সেই বাবাকে জাগা চোখে আজ দেখ! স্বপ্নে যা দেখেছ, তাও—সত্য! রেতে যখন শুতাম, প্রাণ আমার দুঃখে ভেঙে যেত—চোখ ফেটে অশ্রু ঝ'রত। স্বপ্নের ঘোরে সেই মূর্ত্তিই আমার তোমার শিওরে গে' ব'স্‌ত!—এস, এস মা! একটিবারের তরে আজ আমার বুকে আরও এগিয়ে এস। কা'ল কি কঠোর নিয়তি নিয়ে আস্‌বে, কালই জানেন। আজ একটিবার আমার বুকে এস মা!"

দুই বাহুতে ভবদাস বড় জোরে কন্যাকে বুকে আবার জড়াইয়া ধরিলেন। অশ্রুসিক্ত মুখখানি কুমারী পিতার বক্ষে রাখিল,—জীবনের সকল কামনা যেন তার ইহাতেই পরম পূর্ত্তি লাভ করিল। স্নেহের উচ্ছ্বাসে ভবদাস সাশ্রুমুখে কন্যার শিরশ্চুম্বন করিলেন।

ধীরে কন্যাকে স্নেহের বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ভবদাস একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। শশাঙ্কর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "শশাঙ্ক! কুমারীকে তুমি ভালবাস?"

"হাঁ। কুমারীও আমাকে ভালবাসে!"

"ভালবাসে! ভালবাসে? হায় অভাগী—সেও ভালবাসে!"

"হাঁ, বাসে! কিন্তু অভাগী কেন ব'ল্ছেন? প্রাণ দিয়ে কুমারীকে আমি সুখী ক'র্ব,—যদি—যদি দয়া ক'রে সে অধিকার আমাকে দেন।"

"হায়, যদি দিতে পার্তাম শশাঙ্ক!"

"কেন পার্বেন না বাঁড়ুয্যেমশাই? আপনি পিতা, দেবার কর্ত্তা আপনি। কেন তবে পার্বেন না? আমার পিতার আপত্তি?"

"না, ঠিক তা নয়। হয় ত তিনিই কাল প্রস্তাব ক'র্বেন, কুমারীকে তাঁর বধূত্বে দান ক'র্তে।"

"তবে?"

"আজ আর নয় শশাঙ্ক! এই একটা রাত—প্রাণে আমার পাষাণ চাপা ছিল, যদি তা নেমেছে—একটা এই রাত আমার মাকে নিয়ে থাক্তে দেও! জীবনে আজ প্রথম আমরা বাপ আর মেয়ে। আজ এই রাতটা সেই বাপ আর তার মেয়েকেই ছেড়ে দেও!"

"ভাল, তাহ'লে—আসি আজ আমি?"

"এস! কাল তোমাকে ব'লব। ভাব্তে দেও আমাকে। কাল ব'লব, কুমারীকে তোমার হাতে দিতে পারব কি না। যদি না পারি—দেখি—কাল, শশাঙ্ক, কাল! আজ একটি রাত—জীবনে আমার প্রথম—হয় ত শেষ সুখের রাত—এই রাতটা আমাকে ছেড়ে দেও!"

"যে আজ্ঞা।"

প্রণাম করিয়া শশাঙ্ক বাহির হইয়া গেল।

১৬

"একি তারণ! তুমি—" উঠান পার হইয়া পথের মুখে পা দিতেই শশাঙ্ক সহসা তারণের সম্মুখীন হইল। তারণ ঠিক তখনই বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছিল। শশাঙ্ককে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল, বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,

"আপনি এখানে খোকাবাবু?"

"একটু কাজে এসেছিলাম।"

"বাঁড়ুয্যেমশাই?"

"ঘরেই আছেন।"

"তিনি নাকি আজ রাত্তিরেই এই গাঁ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন?"

"না! কে ব'ল্লে তোমাকে?"

"কে, তারণ! কি বল্‌ছিলে তুমি?" বলিতে বলিতে ভবদাস ক্রস্ত আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন; কুমারীও নামিয়া আসিয়া পাশেই দাঁড়াইল।

থতমত খাইয়া তারণ উত্তর করিল, "এই—এই - শুন্‌লাম—আপনি নাকি আজ রাত্তিরেই কুমারীকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন।"

"শুন্‌লে! কার কাছে? কে তোমাকে ব'লেছে?"

জ্যোৎস্নালোকে দেখা গেল, ভবদাসের মুখ বিবর্ণ! কম্পিত স্বরেও কিসের যেন বড় একটা উৎকণ্ঠার ভাব প্রকাশ পাইল।

তারণ নীরব।

ভবদাস কহিলেন, "কে, কে তোমাকে ব'লেছে তারণ? হাঁ, বাব তাই ভেবেছিলাম, আজ—আজই এই রাত্তিরে। তারণ!—এ কি তোমার অনুমান, না কেউ ব'লেছে তোমাকে?"

"ব'লে—ছে—"

"কে, কে সে? কোথায় তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হ'ল? কে সে? কোথায় দেখেছ? কি তোমাকে ব'লেছে?"

কণ্ঠস্বর অধীর, দৃষ্টি উন্মাদের ন্যায়, রুদ্ধ নিশ্বাসে বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে!' আকম্পিত দেহ যেন অতি প্রয়াসেও স্থির রাখিতে পারিতেছেন না। শশাঙ্ক ও কুমারী স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যারপরনাই ভীত ও বিস্মিত হইয়া তারণ পাশেই একটা ঝোপের দিকে একবার চাহিল। ডাল-পাতার ফাঁকে ঝোপের আড়ালে জ্যোৎস্নার আবছায়া আলোকে শুভ্র কি একটা পদার্থ দেখা যাইতেছিল। একটু মুখ বাড়াইয়া ভবদাস চাহিলেন। দেখিয়াই সহসা সর্পদষ্টের ন্যায় কয়েক পা পিছাইয়া গেলেন। দুঃসহ বিষের জ্বালাময় বেদনায় যেন ছট-ফট করিয়া উঠিলেন!

"যাও—যাও শশাঙ্ক—ঘরে যাও! কুমারী! ঘরে যাও। যাও—যাও! বিলম্ব ক'রছ কেন? কি দেখ্‌বে তোমরা? আমার মরণ? না, আজ নয়, আজ নয়! আজ ম'রতে চাই না! কাল!—ওঃ! বিধাতা! নিষ্ঠুর বিধাতা! তুমি দেবতা না দানব? আজ একটি রাত—দীর্ঘজীবনের কঠোর প্রায়শ্চিত্তের পর আজ একটি মোটে রাত—যদি একটু মধুর হ'য়ে উঠেছিল, তাও মরীচিকার মত সরিয়ে নিলে! তৃষ্ণায় কেবল ছায়া দেখিয়ে বঞ্চিত ক'রলে, জল একটি কণা দিলে না! দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ এই দারুণ তৃষ্ণার পরেও কেবল দেখিয়ে বঞ্চিত ক'র্‌লে!"

"বাবা! বাবা!" কুমারী ছুটিয়া কাছে আসিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল।"

"যা—যা। স'রে যা! এ জল নয়, মরীচিকা! স্নিগ্ধ নদী নয়, শুষ্ক সৈকত! যা, স'রে যা!"

"বাঁড়ুয্যে মশাই! বাঁড়ুয্যে মশাই! আপনি কি উন্মাদ হ'লেন? ধীর স্থির আপনি, কখনও কোনও চাঞ্চল্য কিছুতে দেখিনি—"

"দেখনি? আজ তবে দেখ! যা দেখেছ, সে আমি নই, বাইরের একটা কঠোর আবরণ মাত্র, যা আমাকে ঢেকে রেখেছিল। আজ দেখ—উন্মুক্ত সত্য ভবদাসকে—না ভবদাস নয়, ভবদাসই সেই আবরণ—সেই আবরণমুক্ত নগ্ন সত্য বিনায়ককে আজ দেখ!"

"বিনায়ক! বিনায়ক! প্রসিদ্ধ সেই নবীন কবি বিনায়ক—যাঁর 'বন-মল্লিকা' এখনও হেসে কেঁদে লোকে আনন্দে পড়ে, প'ড়তে প'ড়তে যাঁর অকাল মৃত্যুর কথা স্মরণ ক'রে সবাই কত ব্যথিত হয়—"

"হাঁ, সেই বিনায়কই ছিলাম আমি! ভবদাসের কঠোর আবরণে আবৃত ছিল। আজ সে আবরণ ভেঙে গেল। কিন্তু আবৃত সেই বিনায়ক—সেও আছে কি? না, সেই চাপে রুদ্ধ বায়ুতে ম'রে গেছে! আজ সে নয়, তার প্রেত আমি তোমাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শশাঙ্ক কহিল, "প্রেত হ'লেও, হে মহাকবি! ভক্তিতে আপনার চরণে আজ প্রণিপাত ক'রছি! মহাপণ্ডিত ভবদাসকে দূর থেকে সভয় শ্রদ্ধায় নমস্কার ক'রেছি, কিন্তু আপন ব'লে মধুর কোনও সম্বন্ধ প্রাণে তাঁর সঙ্গে অনুভব করিনি। ক'রেছি তা—কাব্যের মধ্য দিয়ে কবি বিনায়কের সঙ্গে। তাই আবার ব'ল্‌ছি, কবি বিনায়ক! আমার ভক্তির প্রীতির পূজা গ্রহণ করুন!'

সাশ্রুনয়নে ভবদাস বক্ষে ধরিয়া শশাঙ্ককে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া একটু আলগা হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখা গেল বড় মধুর একটি কোমলতার উচ্ছ্বাসে মুহূর্ত্তপূর্ব্বের সেই উন্মাদবৎ উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনার ভাব দূর হইয়াছে। কোমল গদ-গদ স্বরে ভবদাস কহিলেন, "শশাঙ্ক! কবি বিনায়ক বহুদিন হ'ল ম'রে গেছে। পণ্ডিত ভবদাসের

জীবনেরও অবসান আজ হ'ল। আজ আমি একেবারেই নিঃস্ব, নিঃসম্বল, রিক্ত ভিখারী। কি ক'রব? নির্ম্মম বিধাতার নির্দ্দিষ্ট নিয়তি, কে লঙ্ঘন ক'র্বে? শুনেছি, কালাগ্নিরুদ্ররূপে নিয়তির ঘটীযন্ত্র দ্বারা সমান ভাবে সকল ভূতকে তিনি চালনা ক'র্ছেন; কারও প্রতি অনুকূলও নয়, প্রতিকূলও নন। তারণ ভক্তিতে তাঁতে তার দয়াল ঠাকুরকে দেখেছে। কিন্তু আমার চোখে তিনি নির্ম্মম কালাগ্নিরুদ্র! নমস্কার ক'রে তাঁর সেই নিয়তির ঘটীযন্ত্রের তলে আজ আত্মসমর্পণ ক'রছি। কারও আমি কেউ নই, আমারও কেউ আর এ পৃথিবীতে নাই!"

ছুটিয়া গিয়া কুমারী পিতাকে জড়াইয়া ধরিল।

"কেন, কেন ও-কথা ব'ল্ছেন বাবা? কারও আপনি ছিলেন না, আপনারও কেউ ছিল না। কিন্তু আজ আপনি বাবা, আমি মেয়ে!"

"আর আমি পুত্র!"

শশাঙ্ক আর এক পাশে গিয়া গা ঘেঁসিয়া হাতখানি ধরিয়া দাঁড়াইল।

"আর আমি দাসী! বুঝ্তে প্পারি নি, বড় অপরাধ আজ ক'রেছি। আমায় মার্জ্জনা করুন!"

বলিতে বলিতে ঝোঁপের আড়াল হইতে এক নারী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া ভবদাসের পাদমূলে পতিত হইল। শশাঙ্ক ও কুমারী চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। যারপরনাই বিস্ময়ে সকলে চাহিয়া দেখিল, এই নারী ধাইমাসী আন্না!

দুই এক পা পশ্চাতে সরিয়া ধীর স্বরে ভবদাস কহিলেন, "মোক্ষদা! ওঠ! মার্জ্জনা আমার কিছুই ক'র্বার নাই। অপরাধী আমি। মার্জ্জনা —যদি পার —আমাকে ক'রো! ওঠ!"

অঞ্চলপ্রান্তে অশ্রু মুছিতে মুছিতে আন্না—উঠিতে পারিল না—

একধারে একটু সরিয়া বসিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বুকভাঙা রোদনের উচ্ছ্বাস রোধ করিয়া রাখিতে বৃথা চেষ্টা করিল।

ভবদাস তখন কহিলেন, "আজ এই মহামুহূর্ত্তে তবে সত্যের জয় হ'ক্! শোন তোমরা,—আজ কোনও লজ্জা, কোন কুণ্ঠা, কোনও ভয় আমার নাই। প্রশান্তচিত্তে, মুক্ত প্রাণে, তোমাদের ব'ল্‌ছি, শোন! কুমারী আমারই কন্যা, কিন্তু তার মাতা ঐ নারী মোক্ষদা, আমার ধর্ম্মপত্নী সে নয়! অতি বিস্মিত বোধহয় তোমরা কেউ হবে না। কারণ এই রকমই একটা কিছু রহস্যের আভাস এতক্ষণ পেয়েছ। যৌবনে কতক উদ্দাম লালসার তাড়নায়, কতক কবিসুলভ মধুররসের প্রেরণায়, কতক করুণায়, আমাদের প্রতিবেশিনী অনাথা শূদ্রী বাল-বিধবা ঐ মোক্ষদার প্রতি অনুরক্ত হ'য়েছিলাম। কুমারীর জন্মের পর বুঝ্‌তে পারলাম, এই অনুরাগে আত্মসমর্পণ ক'রে কতদূর গর্হিত কাজ আমরা ক'রেছি। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। মোক্ষদা বিদায় হ'ল। আমি কুমারীর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ ক'র্‌লাম। মোক্ষদার আর কোনও সংবাদ পাইনি। মনে ক'রেছিলাম, শান্তিলাভ সে ক'রেছে। কিন্তু আজ সন্ধ্যার পর বহুবৎসর পরে মন্দিরের পথের পাশে ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল।"

সকলে স্তব্ধ, নীরব!

গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভবদাস আবার কহিলেন, "প্রতিপালনের ভার নিয়েছিলাম, কিন্তু মধুর বাৎসল্য সুখে ওকে প্রতিপালন ক'র্‌তে পারিনি। প্রাণ আমার এই আঘাতে কঠোর পাষাণে পরিণত হ'য়েছিল। অন্তরের স্নেহের উৎস সে পাষাণ ভেদ ক'রে উঠতে পারত না। জীবনের সকল রস শুষ্ক হ'য়ে গেল। কবিত্বের সাধনা ত্যাগ ক'র্‌লাম। নামান্তর গ্রহণ ক'রে কবি বিনায়কের

মৃত্যুসংবাদ প্রচার ক'র্‌লাম।—কবিবিনায়ক সত্যই তখন ম'রে গিয়েছিল। কিন্তু আমি তার সঙ্গে ম'রে একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যেতে পার্‌লাম না।—কি ক'রব?—কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় কঠোর দর্শন-শাস্ত্রে তখন মনোনিবেশ ক'র্‌লাম। বিদ্যায় আমার খ্যাতি হ'ল। কিন্তু গত বিশ বৎসর বিদ্যার ভার আমি বহন ক'রেছি মাত্র। রস—হাঁ, শেষে কিছু পেয়েছি। কিন্তু প্রথম জীবনের সেই কবিত্বের তুলনায়, এ রস, হায় কি নগণ্য, কি তুচ্ছ!"

বলিতে বলিতে ভবদাসের চ'ক্ষে জল আসিল। কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া আবার কহিলেন, "নিজের পাপের আর প্রায়শ্চিত্তের সুদীর্ঘ এই যে জীবন, তার বর্ণনায় তোমাদের আর বিরক্ত ক'র্‌ব না। তোমাদের পক্ষে এই যথেষ্ট। আজ তোমরা আমাকে বিদায় দেও। কোনও স্নেহ কি করুণা যদি কেউ এই হতভাগ্যের প্রতি অনুভব কর, সব চেপে দেও, ভুলে যাও!—কুমারী! বড় দুর্ভাগ্য নিয়েই তুমি জন্মেছিলে, আর আমি তার জন্য দায়ী! কিন্তু—"

কাঁদিয়া পিতার কাছে গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া কুমারী কহিল, "না, বাবা, না! আমার কর্ম্মফলেই আমি এই পৃথিবীতে এসেছি, বিধাতা নিজে পাঠিয়েছেন, নিয়তি আমার সেই কর্ম্মফলে তাঁরই দেওয়া নিয়তি। দুর্ভাগ্য? না না, কিসের দুর্ভাগ্য? দুর্ভাগ্যের কথা—কই, কিছুই ত মনে উঠ্‌ছে না!—মহাকবি! মহাপণ্ডিত! আজ এই মহাদুঃখে মহাবীর! কন্যা আমি আজ এই মহামুহূর্ত্তে আপনার গৌরবে গৌরবিণী!"

"তবু তুমি বড় দুর্ভগা। লোকসমাজে কারও কেউ নও, কোথাও তোমার কোনও স্থান নাই। ব্রাহ্মণকন্যা ব'লে তোমাকে প্রতিপালন ক'রেছি। উপায় ছিলনা, তাই এই প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়েছে।—

মনে ক'রেছিলাম, তোমার বিবাহ দেব না, বিদ্যার আলোচনায় তোমার জীবন পূর্ণ ক'রে রাখব। কিন্তু স্নেহের কোমল হস্তে চালনা ক'র্‌তে পারিনি। সে আশা, সে চেষ্টা, আমার ব্যর্থ হ'য়েছে। যাই হ'ক্, পিতার ধর্ম্ম এতদিন পালন ক'র্‌তে পারিনি, এখন ত আর পারবই না! অধিকারও আমার আজ নাই। তাই ব'ল্‌ছি, আজ তুমি মুক্ত, স্বাধীন!"

"না! লোকসমাজ যাই বলুক, কোনও স্থান সেখানে আমার নাই, থাক্, আপনার কন্যা আমি আপনারই অধীন। মুক্তি আমি চাই না। আপনার সেবায় জীবন কৃতার্থ ক'র্‌তে আমায় দিন।"

"যাবে তবে আমার সঙ্গে কুমারী? আজ এই রাত্তিরেই এই স্থান আমি ত্যাগ ক'রে যাব।"

"যাব। নিয়ে যান আমাকে।"

একটু অগ্রসর হইয়া শশাঙ্ক কহিল, "কিন্তু আমাকে কি আদেশ করেন বাবা?"

"তোমাকে? কি আর ব'ল্‌ব শশাঙ্ক? কুমারীকে কি আর তুমি বিবাহ ক'র্‌তে পার?"

"কেন পারব না? কুমারী ত সেই কুমারীই আছে। দয়া ক'রে আপনি দিন, বিবাহ আমি ক'র্‌ব!"

"আমি আর দিতে পারি না শশাঙ্ক। সে অধিকার আমার নাই। তবে কুমারীর যেরূপ ইচ্ছা। এ সম্বন্ধে সে মুক্ত, স্বাধীন।"

কুমারী কহিল, "না, বিবাহ আর হ'তে পারে না। পিতার কন্যা আমি, গৌরবে সে সম্বন্ধ স্বীকার ক'র্‌ছি। কিন্তু তবু—না, ক্ষমা ক'র্‌বেন শশাঙ্কবাবু, আপনার ধর্ম্মপত্নী হ'য়ে, কুল বধূ হ'য়ে, আপনাদের ঘরে আমি আর যেতে পারি না। না, এই সব সম্বন্ধে কারও কেউ আর আমি হ'তে পারি না। বাবার মেয়ে—শুধু মেয়ে হ'য়েই বাবার কাছে থাক্‌ব!"

কাঁদিয়া আন্না তখন কহিল, "আর আমি? আমাকে কি ফেলে যাবি মা? কতদিনের কত দুঃখের পর আজ কেবল তোকে পেয়েছি। জানি, তোর কলঙ্ক আমি! কিন্তু তবু—তবু—আমি মা—"

ফুঁকরাইয়া আন্না কাঁদিয়া উঠিল।

"মা! মা! এই যে আমি—কোলে নেও মা! তোমার দিকে এতক্ষণ চাইনি—ক্ষমা ক'রো মা! স্বপ্নে একদিন তোমাকে দেখেছিলাম মা, তোমার কথা কানে শুনেছিলাম। সেইদিনথেকে কত যে তোমার কথা ভেবেছি—কত যে কেঁদেছি! কলঙ্ক? কিসের কলঙ্ক? মা তুমি, মেয়ের মুখ পানে চাও, সব ভুলে যাও। চল, দুজনেই আমরা বাবার সঙ্গে যাই, দুজনেই বাবার সেবা ক'রে কৃতার্থ হই।"

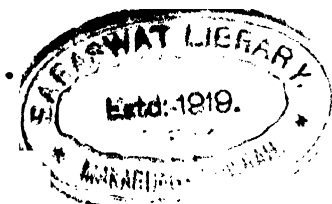
ভবদাস কহিলেন, "চল তবে মোক্ষদা, যদি ইচ্ছা হয়, সুখী হবে মনে কর, চল আমাদের সঙ্গেই চল। কুমারীর স্নেহ পবিত্র সৌহার্দ্দের সম্বন্ধে আমাদের বন্ধন করুক। এস কুমারী! কে জানে, তোমাকে যদি পেলাম, হয় ত বিনায়ক আবার বেঁচে উঠ্‌বে, ভবদাসও ম'র্‌বে না!"

শশাঙ্ক কহিল, "যান তবে বাঁড়ুয্যে মশাই! আজ আর কিছু ব'লব না। কিন্তু ধর্ম্ম যদি থাকেন, আমাদের প্রেম যদি সত্য হয়, কুমারী একদিন আমারই হবে!"

তারণ বলিয়া উঠিল, "হবে, হবে! ঠাকুর যদি সত্যি হন, সত্যি যদি দয়াল হন, অবিশ্যি হবে। পাপ যার যাই হ'য়ে থাক্‌, প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে—উঃ! কি কঠোর! কি ভয়ঙ্কর! এর পরেও ঠাকুর দয়া ক'র্‌বেন না? মুক্তি দেবেন না? দেবেন—অবিশ্যি দেবেন! মানুষের আইন বাদী হবে? কিন্তু ঠাকুরের আইন তার অনেক উপরে!"

ভবদাস কহিলেন, "কিন্তু সে আইন আলাদা আলাদা এক একটি মানুষের সুখ দুঃখের হিসেব ক'রে কেবল চলে না তারণ!—এক একটি

এই সব মানুষের অনেক উপরে মানুষের সমাজ। ঠাকুরের আইনকে আগে সেই সমাজের ভালমন্দ হিসেব ক'রে চ'ল্‌তে হয়। সেই আইনই ধর্ম্ম, মানুষের সমাজকে মঙ্গলের শৃঙ্খলায় ধারণ ক'রে রাখে। ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেকটি মানুষকে তার অধীন হ'য়ে চ'লতেই হবে। নইলে কেবল সমাজকে নয়, জনে জনে নিজেদেরও তাদেরকে অশেষ অকল্যাণের ভাগী হ'তে হবে। সুখ দুঃখ?—সব সেই ধর্ম্মের বিধানে যার যার নিজের কর্ম্মফল! কর্ম্মের সেই চক্র আজ দুঃখে, কাল সুখে, তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এমনিই বেড়াবে, যতদিন না সেই ধর্ম্মের বিধাতা মুক্তি তাদের দেবেন। এস, আজ এই মহানিশার মহামুহূর্ত্তে সকলে আমরা ধর্ম্মের সেই বিধাতার চরণে প্রণিপাত করি!"



শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ প্রণীত

—অন্যান্য গ্রন্থ—

উপন্যাস ও গল্প

ঘরের বউ

বেকার সমস্যার দিনে এই পুস্তক দেশের লোককে জীবনোপায়ের নূতন পথ দেখাইয়া দিবে। উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু এমন সরস ভাবে লিখিত যে তাহা পাঠ আরম্ভ করিলে না শেষ করিয়া থাকা যায় না। দাম দুই টাকা

পল্লীর প্রাণ

বাঙ্গালার পল্লী-সমাজের নিঁখুত চিত্র। বর্ণনা অতি স্বাভাবিক ও মনোহর। বর্ত্তমান বাঙ্গালার পল্লী ও সহরের প্রভেদ কোনখানে—পল্লী ও সহরের চিত্র পাশাপাশি নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত হওয়ায় সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়াছে। দাম আড়াই টাকা

কোন্ পথে	॥০	লেডী ডাক্তার	॥০
সুখের ঘর	॥০	ঋণ পরিশোধ	১॥০
চুক্তির দাবী	২৲	দেবতার মেয়ে	॥০
প্রীতি	১৲	ফুলী	॥০
ছোট বড়	২৲	পল্লব	১॥০

স্ত্রী-পাঠ্য ও বালকপাঠ্য পুস্তকাবলী

ভারত নারী	২৲	সরল চণ্ডী	৷৵০
রাজপুত কাহিনী	১॥০	বীরবালক	॥০
রামায়ণের কথা	৷৵০	বাঙ্গালার বীর ১ম খণ্ড	॥৵০
পুরাণ কথা	৷৵০	ঐ ২য় খণ্ড	॥৵০